দ্বিতীয় বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা

الله نزل أحسن الحديث

القرآن الحكيم ٣٩ : ٢٣

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক:- মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা
বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

তর্জুমানুল হাদীছ

দ্বিতীয় বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

জমাদিল-উলা—১৩৭০ হিঃ।

মাঘ ও ফাল্গুন—১৩৫৭ বাং।

বিষয়সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর ...	... ...	১৮১
২। মোহন লেবাছ (কবিতা) ...	আতাউল হক তালুকদার	১৮৮
৩। নারী স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ, বি টি, ...	১৮৯
৪। বসন্তের অবদান ...	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	১৯৫
৫। অপূর্ব্ব ক্ষমা (কবিতা) ...	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	১৯৯
৬। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান ...	... ...	২০১
৭। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান ...	আল্‌মোহাম্মদী	২১৩
৮। জিজ্ঞাসা ও উত্তর ...	... ...	২১৭
৯। সাময়িক প্রসংগ ...	... ...	২২২

গ্রাহকগণের খেদমতে আরজ

পত্রিকা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ জানাইবার কালে ও পুরাতন গ্রাহকগণ টাকা পাঠাইবার সময়ে মেহেরবানী পূর্ব্বক **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিবেন। চিঠির জওয়াব চাহিলে রিপ্লাই কার্ড পাঠাইবেন। অন্যথায় অভিযোগের প্রতিকার করা কিম্বা জওয়াব দেওয়া সম্ভবপর হইবেনা।

ম্যানেজার,

তর্জুমানুল হাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীছ

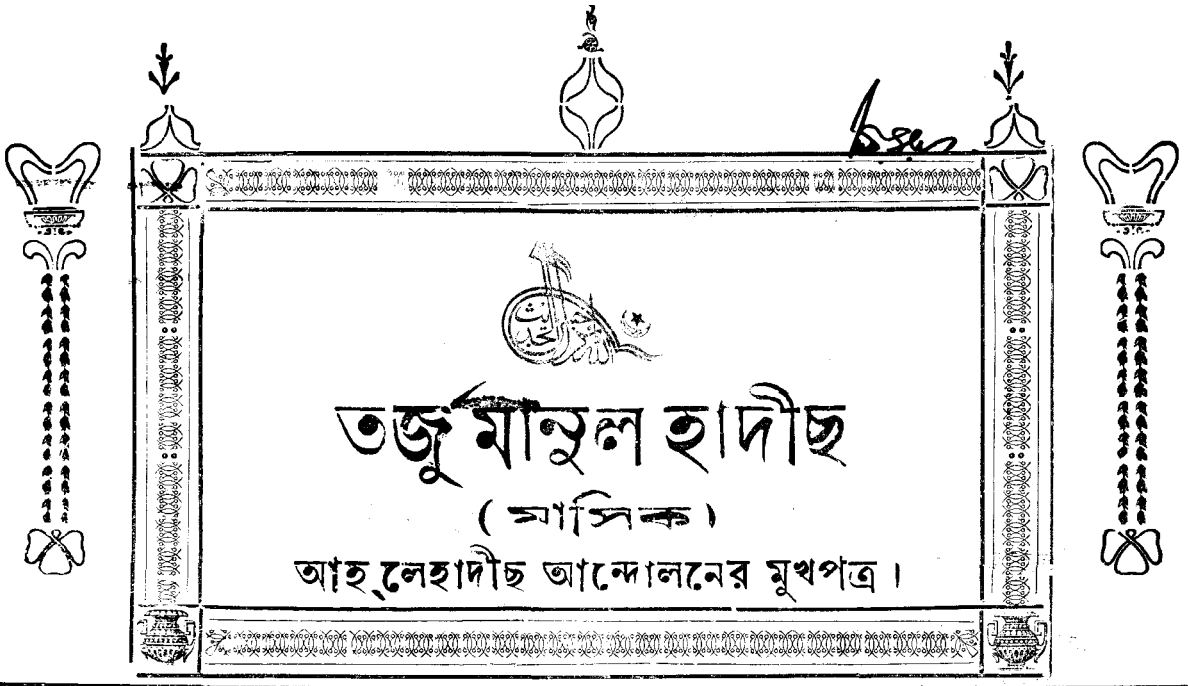

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ	জমাদিল-উলা—১৩৭০ হিঃ। মাঘ ও ফাল্গুন বাং।	পঞ্চম সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم —

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(১২)

আল্লাহর গুণরাজির পরিচয় ও শ্রেণী বিভাগ।

আল্লাহর পবিত্র গুণাবলীকে ইতোপূর্বে দুই—শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল,—কর্মগুণ (صفات افعال) ও স্বয়ংসিদ্ধগুণ (صفات ذات)।——তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধগুণাবলী সম্বন্ধে ওয়াহীর নির্দেশ-ছাড়া সাধারণ দৃষ্টি ও বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে কোন—ধারণা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। তাঁহার অফুরন্ত কর্মগুণ সমূহের মধ্যে যেগুলি আমাদের সাধারণ—জ্ঞানের অগম্য নয়, বরং অনুভূতিসিদ্ধ, সেগুলিকেও আবার মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—রুদ্রাত্মক (جـلالـى) ও করুণাত্মক (جمالى)। আল্লাহর রাজরাজেশ্বর, প্রবলপরাক্রান্ত, মহাশক্তিমান, শাসনকর্তা, বলিষ্ঠ, বলবান, বিক্রমশীল, গর্বিত, দৃপ্ত, প্রতিশোধগ্রহণকারী ও দণ্ড-মুণ্ডেরকর্তা হইবার গুণগুলি রুদ্রাত্মক—জালালী। আর তাঁহার দয়াময়, কৃপানিধান, প্রেমময়,—রূপবান, দানশীল, প্রতিপালক, আশ্রিতবৎসল ও

www.ahlehadeethbd.org

রক্ষাকারী হইবার গুণগুলি করুণাত্মক। কোর্‌আনে আল্লাহর উভয়বিধগুণ আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু কোর্‌আনের সংক্ষিপ্তসার ও মূল—উম্‌মুলকিতাব—ছুরত-আল্‌ফাতিহায় আল্লাহর করুণাত্মক গুণাবলীই বিশেষভাবে ও সর্বপ্রথমে স্থানলাভ করিয়াছে।

করুণাত্মক গুণের অবতারণার কারণ।

আল্লাহর করুণাগুণ—রহ্‌মত তাঁহার ক্রোধ ও রুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়াছে এবং রহম তাঁহার নিজস্ব ও স্বতঃসিদ্ধগুণ, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং রহ্‌মতের—আধার, শুধু এই দুই কারণেই এই প্রকাশভংগী অবলম্বিত হয় নই, বরং কোর্‌আন যে মানবীয় জ্ঞানসাধনার চূড়ান্ত সম্পদ, আল্লাহর করুণাত্মকগুণের—সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম উল্লেখ তাহারও জলন্ত নিদর্শন।

আল্লাহর পবিত্র সত্তার কল্পনা মানব বুদ্ধির—অগম্য, তাঁহার স্বীকৃতি মানুষের মানসলোকের—আকুল ও উদাত্ত আহ্বানের প্রকৃতিজাত প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষ তাহার এই সহজাত প্রেরণাকে যখন রূপ ও গুণের সাহায্যে সজ্জিত করিতে চাহিয়াছে, তখন স্বাভাবিকভাবে সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাসঞ্জাত ও ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বর্ণ ও তুলিকা লইয়াই তাহাকে চিত্রিত করিয়াছে। সে যাহার চিত্র আঁকিয়াছে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি হইলেও তাহাকেই সে তাহার স্রষ্টা ও প্রভুর বাস্তবরূপ বলিয়া ধরিয়ালইয়াছে। মানুষের এই দুর্বলতার দিকেই—সাধক কবি সংকেত করিয়াছেন,—

حرم جویاں درے را می پرستند !
فقیہاں دفترے را می پرستند !
برافگن پردہ تا معلوم گردد
کہ یاراں دیگرے را می پرستند !

"হরমের যাত্রীদল একটী দ্বারের পূজা করেন! পণ্ডিতমণ্ডলী দফ্‌তরের পূজা করেন! পর্দা উত্তোলিত কর, সকলেই জানুক—বন্ধুরা অপর কিছুর—পূজা করেন!"

এই বিমূঢ়তা হইতে রক্ষা করার জন্য মানববুদ্ধি বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত সকল যুগে আল্লাহর রবুবীয়ত ওয়াহীর আকারে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দান করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞানও—প্রথমেই এবং আকস্মিক ভাবে পূর্ণতা লাভ করে নাই। শৈশবত্ব হইতে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত যেমন মানুষকে দেহের বহুস্তর অতিক্রম করিতে হয়, তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও—তেমনি আদি হইতে ধাপে ধাপে পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। মানুষ যে যুগে যেরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনার অধিকারী হইত, নবী ও রছুলগণ তাহা সর্বদা লক্ষ রাখিতেন এবং তাহাদের বুঝিবার শক্তি অনুসারে তাঁহারা ওয়াহীর পয়গাম প্রচার করিতেন। আল্লাহর গুণাবলীও তাঁহারা এই ভাবে পর্যায়ক্রমে মানব সমাজের বোধগম্য করাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ফলে অন্যান্য মতবাদ ও চিন্তাধারার মত উহাও ক্রমশিক ভাবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং কোর্‌আনের মধ্যস্থতায় উহার চরমোৎকর্ষ সাধিত—হইয়াছে।

সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী সম্বন্ধে মানবীয় কল্পনার বিবর্তন।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে প্রত্যক্ষ করার উপায় নাথাকায় তাঁহার যেসকল নিদর্শন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেগুলির সাহায্যে সে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর ন্যায় প্রত্যেকটী কার্যেরও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব রহিয়াছে। নির্মাণ কার্যে শান্তি ও নীরবতার স্বভাব বিরাজ করে। একের পর একটী করিয়া ইষ্টক খণ্ডের সমবায়ে যখন প্রাচীর উত্তোলিত হইতে—লাগিল, তখন কোন শব্দ ও অশান্তি পরিলক্ষিত হইল না, কিন্তু যে দিবস প্রাচীরটী ধ্বসিয়া পড়িল, অমনি উহা নিকটস্থ ভূমিকে কাঁপাইয়া তুলিল, বিধ্বস্তির—প্রচণ্ড শব্দ চতুষ্পার্শ্বের মানুষকে উৎকর্ণ এবং সন্ত্রাসিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর প্রতি মানুষ যত সহজে ও যত শীঘ্র—আকৃষ্ট হইয়া থাকে, গঠনমূলক ব্যাপারসমূহে তত সহজে ও তত শীঘ্র আকর্ষিত হয় না। গঠনকার্যে শৃংখলা ও সংযোগের ভাব আর ধ্বংসের ভিতর—

www.ahlehadeethbd.org

বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস বিদ্যমান রহিয়াছে। সৃষ্টির—সৌন্দর্য ধ্বংসের আবরণে অবরুদ্ধ, আদিম মানুষ ধ্বংসলীলার প্রচণ্ডতা ও রুদ্রতাকে সহজেই এবং প্রথমেই অনুভব করিতে পারিয়াছে কিন্তু সৃষ্টির করুণা ও সৌন্দর্যকে বুঝিতে তাহার বহু বিলম্ব ঘটিয়াছে। উহা বুঝিবার জন্য যে দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, আদিম মানুষের চক্ষুতে সে জ্যোতি তখনো সৃষ্টি হয় নাই।

মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের দীপ্তি, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ, ভূকম্পের স্পন্দন, আকাশের তুষারপাত, সমুদ্রের উচ্ছাস সমস্তই রুদ্রতা, প্রচণ্ডতা ও শক্তির নিদর্শন। আদিম মানুষের চক্ষু প্রথমে প্রকৃতির এই সংহার মূর্তিই দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের দীপ্তির ভিতর সৃষ্টির যে কল্যাণধারা নিহিত, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে এবং ভূমিকম্পের স্পন্দনে পৃথিবীর ভারকেন্দ্র রক্ষা করার যে অসীম মমতা লুক্কায়িত আর তুষারপাৎ ও সমুদ্রোচ্ছাস দ্বারা বসুন্ধরাকে জলপ্লাবিত, ধনধান্যে সুশোভিত ও শীতগ্রীষ্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করার যে করুণা গুপ্ত রহিয়াছে, সৃষ্টিকর্তার সেই মহান দয়ালরূপকে অন্ধযুগের মানুষের চক্ষু নিরীক্ষণ করিতে পারেনাই।

মানুষের জীবিকার প্রাথমিক অবস্থাও প্রীতি ও বন্ধুভাবের পরিবর্তে ভীতি ও শত্রুভাবের পরিপোষক ছিল। আদিম মানুষ ছিল দুর্বল ও নিরস্ত্র আর পৃথিবীর সমুদয় বস্তু যেন তাহার সংহারকল্পে সমরসজ্জা করিতেছিল। জলজ তৃণে মশার ফওজ তাহার চতুস্পার্শ্বে ব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, বিষাক্ত সরিসৃপের দল তাহার চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল, হিংস্র পশুদের আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য সর্বদাই তাহাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। সূর্যের প্রচণ্ড কিরণ হইতে মাথা লুকাইবার কোন ব্যবস্থাই তাহার ছিলনা, ঋতুর প্রত্যেক পরিবর্তন তাহার পক্ষে নূতন নূতন বিপদ ও অসুবিধার পথ মুক্ত করিতে থাকিত। মোটের উপর তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত মূর্তিমান যুদ্ধ ও শ্রম ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, শান্তি ও বিশ্রামের কোন ধারণাই সে করিতে পারিতনা। মানুষের এই পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টিকর্তার যে রূপ তাহার হৃদয়ে অংকিত করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার করুণাত্মক গুণের জন্য কোনই স্থান ছিলনা, ফলে আদিম মানুষের উপাস্য শুধু রুদ্র ও সংহারক ছিলেন।—অন্ধ যুগের মানুষ সৃষ্টিকর্তার রুদ্রাত্মক গুণরাজির পরিকল্পনায় উহাদের মূর্ত প্রকাশরূপে সর্প, বৃষ, শূকর হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ এবং স্বয়ং শক্তির পূজা করিয়াছে।

আল্লাহর গুণরাজির রুদ্রাত্মক পরিকল্পনা——ইতিহাসের অন্ধযুগকে অতিক্রম করিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ইছ্রাঈলের সহিত আল্লাহর মল্লযুদ্ধ, মিছর হইতে—নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে মেঘ ও অগ্নির স্তম্ভরূপে তাঁহার ইছ্রাঈলীদের পথপ্রদর্শন করা, ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার পর অনুতপ্ত হওয়া ইত্যাদি তওরাতের বিবরণগুলি আল্লাহর—রুদ্রাত্মকগুণের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহকে সৃষ্টজীবের গুণে গুণান্বিত করার—কার্যকে তশব্বুহ (Anthropophioism) আর সৃষ্টজীবের আকৃতিতে তাঁহাকে কল্পনা করার কার্যকে তজছ্ছুম (Anthropomorphism) বলা হয়। কোর্আন পরিপক্ক মানববুদ্ধির হিদায়তরূপে উল্লিখিত উভয়বিধ পরিকল্পনা অস্বীকার করিয়াছে এবং সংগে সংগে আল্লাহর রুদ্রাত্মক গুণ অপেক্ষা তাঁহার করুণাত্মক গুণাবলীকে প্রাধান্য দিয়াছে। ছুরত-আল্ ফাতিহায় তদীয় করুণাত্মক গুণাবলীর পরিচায়ক শ্রেষ্ঠতম দুই নাম রহ্মান ও রহীম——কৃপানিধান ও পরম দয়াময় সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছে।

কোর্আনী আদর্শ

সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের সহিত মানুষের যে সম্পর্ক কোর্আন স্থাপন করিতে চাহিয়াছে তাহা—মুখ্যতঃ প্রীতিমূলক। সন্ত্রাস ও আতংকের তুলনায় প্রেম ও অনুরাগের সম্পর্ককে অগ্রগণ্য করা হইয়াছে। ছুরত আল্‌বুরুজে আদেশ করা হইয়াছে,— প্রত্যুত আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করিবেন, তিনি ক্ষমা-

انه هو يبدئ و يعيد' وهو الغفور الودود ذوالعرش المجيد -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শীল প্রেমময়, গৌরবান্বিত আরশের অধিপতি,—(১৩—১৫ আয়ত) ছুরত-হুদে হযরত শুআইব নবীর বাচনিক বলা হইয়াছে,—এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা যাচ্ঞাকর এবং তাঁহার দিকে ফিরিয়া আইস, নিশ্চয় আমার প্রভু দয়াবান ও প্রেমময়,—(৯০ আয়ত)।

واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربى رحيم ودود -

যিনি রুদ্র ও ভীষণ, যিনি ক্রুদ্ধ ও ভয়াবহ, তাঁহার নিকট দয়ার প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক নয়, যিনি ক্ষমাশীল, স্নেহসিক্ত ও প্রেমময়, তাঁহার কাছেই দয়া ও কৃপার আশা করা যাইতে পারে। বর্ণিত আয়ত দুইটীতে আল্লাহর দয়াময় হওয়ার সংগে সংগে তাঁহার প্রেমময় হওয়ার দিকেও ইংগিত করা হইয়াছে। ছুরত-আল্‌কহফে বলা হইয়াছে,—এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, করুণার আধার, যদি তিনি অপরাধীকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য ধৃত করিতেন, তাহা হইলে দ্রুতভাবে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতেন (৫৮ আয়ত)। ছুরত আয্‌যুমরে আল্লাহর ক্ষমাগুণ ও দয়াগুণকে প্রকট করিয়াই মানুষকে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য অভয় দান করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, হে—আমার (অপরাধী) দাসগণ, যাহারা (অন্যায়াচরণ দ্বারা) নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছ, আল্লাহর রহ্‌মতে নিরাশ হইওনা, প্রত্যুত আল্লাহ সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন, নিশ্চয় তিনিই প্রকৃত ক্ষমাশীল ও দয়াময়। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর, (৫৪ আয়ত)।

وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب -

يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له -

কোর্‌আন বিশ্বপতির সহিত মানুষের যোগসূত্র সুদৃঢ় করার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং যোগাযোগের যে সূত্র সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়, ছুরত আল্ ফাতিহায় আল্লাহর সেই রবুবীয়ত ও রহমতকেই—সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোর্‌আন ইহাও—বলিয়াছে যে, সৃষ্টিকর্তার সহিত মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক হইতেছে অনুরাগ ও প্রেমের। অবশ্য অনুরাগের—পিছনে ভয় ও সন্ত্রাসের সম্পর্কও বলবৎ রাখা হইয়াছে, কারণ যে প্রেম শ্রদ্ধাহীন, প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টি ও বিরাগের যে প্রেমে ভয় নাই, সে অনুরাগের কোনই মর্যাদা নাই। তাই আল্লাহর রুদ্রাত্মক গুণাবলীও গৌণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু মুখ্য—সম্পর্ক আল্লাহর সহিত মানুষের যে অনুরাগের, ভয় এবং সন্ত্রাসের নয়; আল্লাহর গুণাবলীর ধারণা সম্পর্কে ইহাই কোর্‌আনী আদর্শ। কোর্‌আনি পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর ইবাদৎ শুধু উপাসনা নয়, উহা পরমানুরাগের আত্মসমর্পণ। আল্লাহ স্বয়ং প্রেমময় এবং তাঁহার প্রাপ্য যে অনুরাগ ও আসক্তি, তাহাতে অপর—কাহারো কোন অংশ নাই, কারণ একমাত্র তিনিই রহ্‌মান ও রহীম। আল্লাহ বলেন,—দেখ, কতক লোক অপরাপরদিগকেও আল্লাহর সমকক্ষ বানাইয়া—লইয়াছে এবং আল্লাহর জন্য যে প্রেম সুনির্দিষ্ট,—তাহারা উহাদিগকে সেই প্রেম নিবেদন করিতেছে। অথচ যাহারা বিশ্বাসপরায়ণ, তাহাদের প্রেমাসক্তি আল্লাহর জন্যই সর্বাপেক্ষা অধিক, (আল্‌বাকারা : ১৬৫)। ছুরত আল্‌মায়েদাতে প্রেমের প্রতিদানও স্বীকৃত হইয়াছে — আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসপরায়ণ দল,—তোমাদের মধ্যে যদি কেহ স্বীয় ধর্ম পরিহার করে, তাহা হইলে আল্লাহ শীঘ্রই এমন একটী দল উত্থিত করিবেন, যাহারা—আল্লাহর প্রেমের অধিকারী এবং তাঁহার প্রণয়াসক্ত হইবে, (৫৪ আয়ত)।

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله -

يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه -

আল্লাহর ক্ষমা এবং প্রেমের গুণ তাঁহার রহ্‌মানীয়ত ও রহীমীয়তের পরিচায়ক। তিনি পরম—

www.ahlehadeethbd.org

দয়াময় ও কৃপানিধান বলিয়াই পাপ ও অপরাধের কলুষকে বিদূরিত করেন এবং যাহারা তাঁহাকে তাঁহার উপযোগী অবিমিশ্র প্রেম নিবেদন করিতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতিদানে তিনি তাহাকেও স্বীয় প্রেমের—অধিকারী করিতে কুণ্ঠিত হননা।

সৃষ্টির সৌন্দর্য রহ্মতের অবদান মাত্র।

কিন্তু তাঁহার অনুপম দয়া শুধু ক্ষমাশীলতা ও প্রেমেই সীমাবদ্ধ নাই, বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকেও তিনি স্বীয় দয়া ও কৃপার জন্য সুন্দর ও নিখুঁৎ করিয়া গড়িয়াছেন। কুৎসিৎ কদাচ প্রেমের অধিকারী হইতে পারেনা এবং দয়া স্বয়ং চিরসুন্দর এবং তাহার নিদর্শনগুলিও পরম সুন্দর, তাই কোর্আনের সাক্ষ্য—তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের সেই ذلك عالم الغيب والشهادة পরমজ্ঞানী, গৌরবান্বিত العزيز الرحيم الذى মহাদয়াময়, যিনি সকল احسن كل شئ বস্তুকে সর্বাংগসুন্দর করিয়াছেন, আছ্ছিজ্দা: ৭ আয়ৎ। মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য ও তাহার অংগ অবয়বের সুগঠনও তাঁহার অপরিসীম রহ্মত ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক। আন্জীর ও জলপাইয়ের দেশ হয্রত ঈছার জন্মস্থান পবিত্রভূমির শপথ! হয্রত মূছার পয়গম্বরীলাভের ক্ষেত্র والتين والزيتون وطور সাইনাই পর্বত শিখর سينين وهذا البلد তুরার শপথ! এবং الامين لقد خلقنا الانسان রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্মভূমি فى احسن تقويم ! শান্তিধাম মক্কানগরীর শপথ! নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বাংগসুন্দর ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি,— আত্তীন, ১—৪ আয়ৎ। ছুরত-আন্নমলে বলা হইয়াছে, ইহা আল্লাহরই শিল্প-মহিমা صنع الله الذى اتقن যে, তিনি সমুদয় বস্তু- كل شئ কে সুন্দর ও সুগঠিত করিয়াছেন, ——৮৮ আয়ৎ। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও গঠনের এইযে বিশিষ্ট সৌন্দর্যরূপ, ইহার জন্যই কোর্আনে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে —কি পরম সমৃদ্ধ সেই আল্লাহ্, যিনি নির্মাণকারীগণের মধ্যে সুন্দ- فتبارك الله احسن الخالقين ! রতম নির্মাতা, —আল্মুমেনুন, ১৪ আয়ত।

বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির মূলেই সৌন্দর্য ও আকর্ষণ নিহিত রহিয়াছে। গঠনের জন্য যেরূপ জড়-উপাদান উদ্ভাবিত হইয়াছে, তেমনি গঠনকে সুন্দর, মনোহর ও নয়নাভিরাম করার জন্য শোভা, পারিপাট্য ও কমনীয়তার সম্পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্ণ, আলোক, সুগন্ধি ও সংগীত প্রভৃতি সৌন্দর্যের প্রসাধনী লইয়া প্রকৃতির প্রসাধিকা বিশ্বপ্রকৃতিকে সুসজ্জিতা——করিতেছে।

ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করা হউক, সৃষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু রূপ ও আকর্ষণের বিকাশ অথবা অনুভূতি কিছুই নাই। আকাশ আছে কিন্তু তাহার এই নীলাভ আভরণ নাই, তারকারাজি রহিয়াছে কিন্তু দীপালীর আকর্ষণ শূন্য, গাছের পত্র পল্লব শ্যামলতা বঞ্চিত, ফুলগুলিতে বর্ণ ও গন্ধ নামমাত্র নাই। বস্তু সমস্তই রহিয়াছে কিন্তু অংগ অবয়ব সমতা বিহীন, শব্দের ঝংকার, বর্ণ ও আলোর বৈচিত্র কোন—স্থানেই দৃষ্টিগোচর হয় না অথবা আমরা ওগুলি কিছুই অনুভব করিতে পারিনা। এ-রূপ পৃথিবীতে বসবাস করার কল্পনা কত দুঃসহ! কত বিভিষিকাপূর্ণ! মানুষের পক্ষে এ রূপ জীবন যাপন করা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্টকর! যে দুন্য়ায় সৌন্দর্যের উপাদান ও অনুভূতি নাই, দৃষ্টির জন্য অভিরামত্ব নাই, শ্রবণে মধুরতা নাই, অনুভবের সৌকুমার্য নাই, সে দুন্য়ায়—বাস করা মানুষের পক্ষে চরম শাস্তি ছাড়া আর কি হইতে পারে?

কিন্তু আল্লাহ্ আমাদিগকে যেরূপ জীবন দিয়াছেন, তেমনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ সৌন্দর্য ও আকর্ষণও দান করিয়াছেন, এক হস্তে তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন সৌন্দর্যের বোধ আর অপর হস্তে পরিবেশন করিয়াছেন আমাদিগকে এবং আমাদের চতুষ্পার্শ্বে সৌন্দর্য ও রূপের বিপুল ঐশ্বর্য। আল্লাহর রবুবীয়তের এই অনুগ্রহকে তাঁহার দয়া ও কৃপার নিদর্শন ছাড়া আর কি বলা হইবে? আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি ইহা— الم تروا ان الله سخر لكم কখনো লক্ষ কর নাই ما فى السموات وما فى যে, যাহাকিছু আকাশ الارض واسبغ عليكم نعمه

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ظاهرة و باطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير –

সমূহে আর যতকিছু পৃথিবীতে রহিয়াছে, সমস্তই আল্লাহ তোমাদের জন্য বশীভূত—করিয়া রাখিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—ন্যামৎ দ্বারা ভরপুর করিয়াছেন? একদল মানুষ এরূপ রহিয়াছে যাহাদের কাছে বিদ্যা, হিদায়ত এবং উজ্জ্বল গ্রন্থ এ সমস্তের কিছুই নাই, অথচ তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে অনর্থক কলহ কোন্দল করিয়া থাকে, —লুক্‌মান, ৩০।

অপ্রকাশ্য ন্যামতের তাৎপর্য্য,

স্থিতিমান জগতের দুর্জ্ঞেয়রহস্য অফুরন্ত, তন্মধ্যে জীবাত্মার অনুভূতি শক্তি সর্বাপেক্ষা দুরধিগম্য রহস্য। জীব-জগতের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম পোকা-মাকড়গুলিও অনুভূতির অধিকারী আর মানুষের মস্তিষ্কের মণি-কোঠায় জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির প্রদীপ সতত উজ্জ্বল! এই অনুভূতি ও বোধ এই চিন্তা ও ধারণা শক্তির—উদ্ভব হইল কেমন করিয়া? জড়বস্তুসমূহের সংমিশ্রণ ও সংগঠন দ্বারা জড়ের বহির্ভূত একটী অভিনব শক্তি—কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? পিপীলিকার মস্তিষ্ক সূচ্যগ্রভাগের তুল্য কিন্তু তাহার এই নগণ্য ও ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রকণিকায় বোধ ও অনুভূতি, শ্রম ও অধ্যবসায়, সাম্য ও সামঞ্জস্য, শৃংখলা ও ব্যবস্থা, আবিষ্কার ও—শিল্পচাতুর্যের সমুদয় শক্তি নিহিত রহিয়াছে! তাহার কর্মকুশলতা মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়! মধুমক্ষিকার দৈনন্দিন জীবনের শৃংখলা, পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা ও সৌন্দর্যবোধ অনুধাবন করিলে কাহার—অন্তর বিস্ময় রসে আপ্লুত হইবেনা? জীবজগতের এই অদৃশ্যমান শক্তি আল্লাহর অপ্রকাশ্যমান ন্যামত, তাঁহার রহমতের দান ছাড়া আর কিছুই নয়! কোর্‌-আনের সাক্ষ্য—দেখ,

والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون !

ইহা আল্লাহরই—মহিমা যে, তিনি—তোমাদিগকে মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া থাকেন, তোমাদের কোনই বুদ্ধি বিবেচনা সে-সময়ে থাকে না, অথচ তিনিই তোমাদিগকে শ্রবণ ও দর্শনের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি দান করেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার,—— আন্‌নহল : ৭৮।

ذلك عالم الغيب و الشهادة العزيز الرحيم الذى احسن كل شئ خلقه وبدء خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون !

পুনশ্চ ছুরত-আছ্-ছিজ্‌দায় বলা হইয়াছে,—তিনিই ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অধিকারী গৌরবান্বিত দয়াময় যিনি—সমুদয় বস্তুকে পরম সুন্দর করিয়া গঠন করিয়াছেন এবং মানুষের সৃষ্টি মৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন—অতঃপর তাহাদের জন্মজননের ব্যবস্থা রক্তেরসারৎসার নগণ্য জলবিন্দু হইতে করিয়াছেন অতঃপর—উহাকে সুসমঞ্জস করিয়াছেন এবং স্বীয় রুহ হইতে—উহার মধ্যে শক্তি ফুৎকারিত করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণ, দর্শন এবং বিবেচনাশক্তি দান করিয়াছেন কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে,— (৬—৯ আয়ত)।

জীবন সংগ্রামে সান্ত্বনার সন্ধান,

অস্তিত্বকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার অপর নাম—জীবন সংগ্রাম [Struggle for Existense]। বাঁচিয়া থাকার সাধনা নানারূপী বাধা বিপত্তিতে পরিপূর্ণ,—এই বাধাবিঘ্নগুলিকে অতিক্রম করিতে হইলে বিরামহীন শ্রম ও ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রয়োজন হয়, যাহা মানুষের পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর ও কষ্টসাধ্য। এ সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ যে, لقد خلقنا الانسان فى كبد – আমরা বাস্তবিক — মানুষকে জীবন যুদ্ধের কষ্টে পরিবেষ্টিত করিয়া সৃজন করিয়াছি,— আল্‌বলদ, ৪। কিন্তু তথাপি আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষ সহাস্যবদনে জীবন সংগ্রামের—যাবতীয় দুঃখ ও বেদনা, কষ্ট ও অসুবিধাকে সহিয়া

www.ahlehadeethbd.org

যাইতেছে। শুধু সহিয়া যাওয়াই নয়, আগ্রহভরে ওগুলি বরণ করিয়া লইতেছে এবং দুঃখ ও বেদনাগুলির মধ্যে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে, বরং সংগ্রামের কষ্ট ও অসুবিধা যতই বাড়িয়া চলে, জীবন সংগ্রামে তাহার আগ্রহ ও আকর্ষণ ততোধিক বর্ধিত হইতে থাকে। জীবন সংগ্রামের শ্রম ও দুঃখ যাহাকে পোহাইতে হয়না, সে তাহার অস্তিত্বকে একেবারেই ফাঁকা মনে করে, সে মনে করে তাহার জীবনে যেন কোন মাধুর্যই নাই, ফলে তাহার কাছে তাহার অস্তিত্ব দুর্বিষহ হইয়া পড়ে।

আবার ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, অবস্থার বিভিন্নতা, রুচির পার্থক্য, স্বার্থের বৈষম্য এবং কর্মের বৈচিত্র যতই অধিক হউক, কর্মব্যস্ততা ও আনন্দ বর্ধনের উপকরণ সকলের জন্যই অভিন্নরূপী রাখা হইয়াছে। সকলেই নিজের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য সমান ভাবে ব্যস্তসমস্ত ও উৎসাহ-দৃপ্ত হইয়া আছে। নর নারী, বালক-যুবক, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বলিষ্ঠ দুর্বল, রোগী-সুস্থ, কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ, গর্ভবতী ও—ধাত্রী সকলেই স্ব স্ব অবস্থায় তন্ময় ও মগ্ন রহিয়াছে। ধনবান তাহার ঐশ্বর্যের প্রাসাদে প্রাচুর্যের এবং—ভিক্ষুক তাহার ভগ্ন কুটিরে অনশনের জীবন যাপন করিতেছে কিন্তু জীবনের কর্মব্যস্ততায় উৎসাহ ও—উদ্যম উভয়েরই বিদ্যমান! আর এতদুভয়ের মধ্যে উৎসাহের পরিমাণ যে কাহার অধিকতর তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। যে অখণ্ড মনোযোগে কোটিপতি ব্যবসায়ী তাহার লাভের অংকের হিসাব করে, সেইরূপ আগ্রহসহকারেই শ্রমিক তাহার মযদুরীর—পয়সা কয়েকটী গণিয়া লয়। জীবন উভয়ের কাছেই পরম প্রেয়স! একজন বৈজ্ঞানিক তাঁহার লেবরেটরীতে জ্ঞানসাধনায় তন্ময় হইয়া আছেন আর একজন কৃষক বৈশাখের দ্বিপ্রহরে খালি মাথায় লাংগল চালাইতেছে, কর্মসাধনার এই দুই আয়োজনে কাহার উৎসাহ যে অধিক, সঠিক ভাবে তাহা নির্ণয় করার—উপায় নাই।

ای ترا باهر دلے رازے دگر !
هرگدا را بردرت نازے دگر !

আরও লক্ষ করার বিষয় যে, সন্তান প্রসব করা জননীর পক্ষে কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক! সন্তানের লালন—পালন মায়ের বিরামহীন আত্মত্যাগের কি অপূর্ব নিদর্শন! কিন্তু সমুদয় ব্যাপার কতকগুলি কামনা ও অনুভূতির সংগে এমন ভাবেই জড়িত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, মাতৃত্বলাভের অত্যুগ্র আগ্রহ নারীত্বের সহজাতবৃত্তি ও চরমাদর্শে পরিণত হইয়াছে এবং—সন্তান প্রতিপালনের জন্য জননীর আত্মবিস্মৃতি বাতুলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। নারী জীবনের সর্বাপেক্ষা অসহনীয় দুঃখ সহিবে, তাহার দেহের—রক্তবিন্দুগুলিকে দুগ্ধাকারে সন্তানের মুখে ঢালিয়া দিবে, দেহের সকল সুখ সাচ্ছন্দকে সন্তানের জন্য উৎসর্গ—করিবে আর এই দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগের অপার আনন্দানুভূতিতে তাহার হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করিতে ——থাকিবে!

জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম যদি সান্ত্বনাবিহীন হইত, তাহাহইলে কি হইত? কোর্আনের নির্দেশ যে, তাহা হওয়া সম্ভবপর ছিলনা, কারণ বিশ্বচরাচরে আল্লাহর দয়া ও কৃপা সকল অবস্থায় ও সকল স্থানে কার্যকরী হইয়া আছে। তাঁহার রহ্মত জীবন-যুদ্ধের দুঃসহ কষ্টগুলিকে সুসহ ও লোভনীয় এবং জীবনকে শান্তি ও সান্ত্বনায় ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে।

সৃষ্টির বৈচিত্র সান্ত্বনার উপকরণ,

সান্ত্বনালাভের যেসকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণের দিকে কোর্আনে পুনঃ পুনঃ ইংগিত করা হইয়াছে, সৃষ্টি ও স্থিতির বিচিত্রতা তন্মধ্যে অন্যতম! মানুষের স্বভাব—সে এক ঘেয়েমি সহ্য করিতে পারেনা, পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্রে সে আনন্দানুভব করে। দৃশ্যমান জগত সর্বত্র ও সকল সময়ে যদি শুধু এক ঘেয়ে ও অপরিবর্তিত থাকিত, তাহাহইলে উহা চিত্তাকর্ষক ও লোভনীয় হইতে পারিতনা। সময়ের পার্থক্য, ঋতুর পরিবর্তন, জল ও স্থলের বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সৃষ্টজীব-দেহের বৈচিত্রের মধ্যে যেরূপ অন্য শতবিধ মংগলের কারণ নিহিত রহিয়াছে,—তেমনি ওগুলিকে পার্থিব সৌন্দর্যের এবং জীবন—সংগ্রামের শান্তি ও সান্ত্বনার সম্পদেও পরিণত করা হইয়াছে।

এই সংশ্রবে দিবস ও যামিনীর পার্থক্যের কথা কোর্আনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ছুরত আল্কছছে বলা হইয়াছে,—হে রছুল—(দঃ) আপনি বলুন, তোমরা কি ইহা লক্ষ করিয়াছ যে, আল্লাহ যদি রাত্রিকে তোমাদের জন্য প্রলয়কাল পর্যন্ত চিরস্থায়ী করিয়া

قل ارايتم ان جعل الله
عليكم الليل سرمدا الى
يوم القيامة من اله
غيرالله ياتيكم بضياء ؟
افلا تسمعون ؟ قل ارايتم
ان جعل الله عليكم النهار

www.ahlehadeethbd.org

মোহন লেবাছ

—আতাউল হক তালুকদার

রূপের সাধক ভাবছে ব'সে—
ভাবছে ব'সে দিবানিশি চুপ্ ক'রে,—
পাকিস্তানের নগ্ন দেহের
মোহন লেবাছ আছে বিশ্বের রূপ ঘরে?
নিখিল বিশ্বের রূপ-ঘরে আজ
লাখো ভূষণ মন-ভুলান রঙ-মাখা;
রূপ-পূজারী সেইগুলি আজ
তুল্ছে, ফেল্ছে, বল্ছে—এদের রঙ্ পাকা?
কোন্ সাজে হায় সাজ্বে ভাল
আদরিণীর কচি-কোমল নগ্ন গা?
ওরে মোদের রূপ-পূজারি,
ভুল্ছ কেন রূপ-সাধনার স্বপ্ন যা'?
বিশ্ব-নবীর লেবাছ এনে
দে পরিয়ে পাকিস্তানের অঙ্গেতে;
পাবি না ক' এমন সজ্জা
পৃথ্বীতলের সাজ-ঘরে আর সজ্জেতে!
এই ভূবনের মরুতবাতে
ফুল ফুটেছে সাহারাতে বেহেশ্তী,
খোশ্বুতে তা'র মাতোয়ারা
আত্মহারা আজো মোদের এ-পৃথ্বী!
মনের ভুলে দিছি ফে'লে
চটক হারা স্পর্শমণি কোর্ত্তা সেই;
আজ দেখি হায় গুলিস্তানে
বিয়াবানের আগুন, তাতে পাইনে খেই!
পাকিস্তানের গুলিস্তানে
ফুটুক কুসুম, মাতুক ভুবন গন্ধেতে,
দগ্ধ মরুর ঊষর বক্ষ
মুগ্ধ-স্নিগ্ধ হো'ক কাকলী ছন্দেতে!
নিখিল ধরার সজ্জা-গৃহে
অন্বেষণা বন্ধ কর, বন্ধুগো;
নিখিল জোড়া মোহন লেবাছ
তোমার রূপের অন্ধ কারায় বন্ধগো!
কপাট খোল, ইচ্ছা-অন্ধ,
সেই লেবাছে সাজাও সাধের পাকিস্তান;
পরশ-মণির পরশ পেয়ে
সাহারাতে ফুটুক আবার গুলিস্তান!

سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ افلا تبصرون ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون !

দিতেন, তাহা হইলে আল্লাহ ব্যতীত সে কোন্ প্রভু, যে দিবসের আলোককে—তোমাদের কাছে লইয়া আসিত? তোমরা কি শুনিতেছনা? আরও হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, তোমরা ইহাও কি লক্ষ করিয়াছ যে, আল্লাহ যদি দিবসকে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে কোন্ প্রভু তোমাদের বিশ্রামলাভের জন্য রাত্রি আনিয়া দিত? ইহা আল্লাহরই রহ্মতের নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিনের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে রাত্রিকালে তোমরা বিশ্রাম লাভ করিতে পার আর দিবসে (জীবিকার জন্য) তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হও এবং ইহার জন্য তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার, (৭১——৭৩ আয়ত)। আবার দিবস ও যামিনীর পার্থক্য শুধু দিন ও রাত্রির পার্থক্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দিনগুলি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইতেছে, রাত্রির বিভিন্ন পর্যায় নবনব রূপ ধারণ করিতেছে। দিবস যামিনীর প্রত্যেক অবস্থা, পর্যায় ও রূপের প্রতিক্রিয়াও আবার বিভিন্ন! ঊষার দীপ্তি, দিবার বিদায় চিত্র, সন্ধ্যার অভিসার, মধ্য রাত্রির গাম্ভীর্য মানুষের চক্ষু ও মনের অনুভূতির আস্বাদ অবিরত পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে। একঘেয়েমির অবসন্নতার পরিবর্তে পরিবর্তন ও বিচিত্রতার মাধুর্য দ্বারা তাহাকে উৎসাহদৃপ্ত ও আনন্দমুখর করিয়া রাখিতেছে। অতএব গৌরব—

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون !

আল্লাহর জন্যই যখন তোমাদের জন্য সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে এবং ঊষার শুভ্রতা প্রকটিত হয়। দিবস যখন—নিঃশেষিত হয় এবং মধ্যাহ্নকালে আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে তাঁহারই জন্য সমুদয় প্রশস্তি—হাম্‌দ!— আর্‌রুম, ১৭ ও ১৮ আয়ত।

www.ahlehadeethbd.org

নারী স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

মোহাম্মদ আবদুররহমান বি, এ, বি, টি।

নারী-স্বাধীনতার জয়-ধ্বনিতে আজ পশ্চিমের গগণ পবন মুখরিত। পাশ্চাত্য নারী জগতবাসীর নিকট এই গর্বিত ঘোষণা প্রচার করিতে চাহে যে—তাহারা পুরুষের যুগ যুগান্তরের অধীনতার অন্যায় নাগপাশ ছিন্ন করিয়া, দীর্ঘ দিনের বদ্ধমূল সংস্কারের লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া এবং চতুষ্পার্শের অভ্রভেদী কারাপ্রাচীর ডিংগাইয়া রুদ্ধগৃহের বদ্ধ পরিবেশ হইতে সৌর-করোজ্জ্বল উন্মুক্ত প্রান্তরে মুক্ত আবহাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহারা নির্বিবাদে পুরুষের কাঁধের সহিত কাঁধ মিলাইয়া একত্রে সমান তালে সমৃদ্ধির পথে উন্নতির শিখরপানে দ্রুত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

তাহারা প্রাচ্যের নারী সমাজকে ডাকিয়া বলে তোমাদের বুকের উপর শত অবিচারের দুর্বহ রথ-চক্র নির্মম গতিতে তোমাদিগকে নিষ্পেষণ করিয়া চলিয়াছে, তোমরা কতকাল এই অন্যায় জুলম সহ্য করিবে? আর কত দিন আঁধার-ঘেরা গৃহের সংকীর্ণ কোণে সুষুপ্তিতে মগ্ন থাকিয়া মজলুম জীবনের সকরুণ ব্যর্থতা বহন করিয়া চলিবে? উত্তিষ্ঠৎ, জাগ্রৎ, উঠ, জাগ। আমাদের প্রদর্শিত পথে উন্মুক্ত আবহাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াও, স্বাধীনভাবে বিচরণ—করিতে শিখ, নারীর জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত কর।

প্রাচ্যের আধা-জাগরিত নারী সমাজের কাণে এ আহ্বান সাড়া জাগায়। নারী-স্বাধীনতার অকুণ্ঠ দাবী লইয়া তাহারাও আগাইয়া আসে। এই দাবীর মুহুর্মুহুঃ আওয়াজে প্রাচ্যের দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। স্থানে স্থানে নারী-স্বাধীনতার বিজয় নিশান উড়িতে থাকে।

এখন প্রশ্ন যে, এই নারী স্বাধীনতা কি এবং—কেন? উহার প্রকৃত স্বরূপ কি? উহার নির্দিষ্ট কোন সীমা রেখা আছে কি? যদি থাকে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিজয় গর্বিত তথাকথিত স্বাধীন নারীরা সুনির্ধারিত সীমা-রেখার ভিতর অবস্থান করিতেছে কি? সীমা লঙ্ঘন করিলে উহার ফলাফল কি—হইয়াছে?

এই প্রশ্ন আজ সমাজ, জাতি ও পৃথিবীর সম্মুখে গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং এই সমস্যার যথার্থ সমাধানের উপর সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

এই সমস্যাকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে নারী-স্বাধীনতার অতীত এবং বর্ত্তমান পটভূমিকার উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

নারীর অভিযোগ: পুরুষেরা তাহাদিগকে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অধীনতার লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের উপর না-হক জুলম করিয়াছে, তাহাদিগকে ন্যায্য দাবী ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এই না-হক জুলম হইতে মুক্তি কামনা, এই অধীনতার অন্যায় নাগপাশ হইতে স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্খা নারীর জন্মগত অধিকার, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই!

কিন্তু পাশ্চাত্যের নারী ও তাহার পুচ্ছানুসারী প্রাচ্যের আধুনিক নারী সমাজ তাহাদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার এবং স্বাভাবিক দাবী আদায় করিয়াই কি সন্তুষ্ট থাকিতে রাজি? ইহার উত্তরে এক সোজা 'না' ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নাই। তাহারা পুরুষের সহিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবীদার ও সকল কার্যে সম-সুযোগ পাওয়ার প্রত্যাশী এবং যেকোন পুরুষের সহিত ইচ্ছামত মেলামেশা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার পক্ষপাতী।

তাদের এই দাবী নর-নারীর স্বভাব ধর্মের সহিত কি পরিমাণ সুসমঞ্জস তাহা বিচার করিয়া দেখিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবে, যুক্তি ও ন্যায়ের কষ্টি পাথরে পরখ করিতে হইবে এবং অতীত অভিজ্ঞতার ফলাফলের সহিত মোকাবেলা করিয়া লইতে হইবে।

নশ্বর মানবজাতির বংশ রক্ষা তথা জগৎ সংসারকে সচল রাখার জন্য অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় মানুষকেও স্ত্রী-পুরুষের মিলনের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। এই মিলনাকাঙ্খা বা যৌনবোধ ও প্রজনন-লিপ্সা কুদ্‌রতের অদৃশ্য কারিগরিতে পশুর ন্যায় প্রত্যেক নর ও নারীর হৃদয়ভ্যন্তরে, তাহাদের রক্তে, মাংসে, অস্থি ও মজ্জায় ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে।

কিন্তু মানুষ সাধারণ জীব নয়— সে জীবশ্রেষ্ঠ, সৃষ্টির সেরা—আশরাফুল মাখ্‌লুকাৎ। তাহার জীবনের পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে—সম্মুখে একটা লক্ষ্য আছে—সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, সেই লক্ষ্যে—পৌঁছিবার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়, বহু চেষ্টা ও সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

নরনারীর মিলনের ফলে পৃথিবীতে নূতন মানব-শিশুর আবির্ভাব হয়— দুন্‌য়া আবাদ হয়। অসহায় সন্তানের প্রতিপালন, পরিবর্ধন ও পরিপুষ্টির জন্য—পিতামাতার সস্নেহ রক্ষণাবেক্ষণের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। বিধাতার অমোঘ নিয়মে তজ্জন্যই পিতামাতার অন্তর-আধারে পূর্ব হইতেই স্নেহ-ভালবাসার সুধাবারি সঞ্চিত হইতে থাকে। পিতামাতার সেই নির্মল স্নেহ-রসে সিক্ত হইয়া তাহাদেরই পক্ষপুটে আদরে সোহাগে মানব-শিশু দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে নানারূপ তা'লিম ও তরবিয়তের ভিতর দিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিয়া পরিপূর্ণ মানুষরূপে ধরণীর সুবিশাল নাট্যমঞ্চে অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়।

ইহার জন্য প্রত্যেক নর ও নারীকে এক দৃঢ় ও পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয়—— আবশ্যক হয় গৃহ বা কুটীরের শান্তস্নিগ্ধ আশ্রয় আর প্রয়োজন হয় পারস্পরিক বোঝাপড়া ও দায়িত্ব বণ্টনের, এবং শৃঙ্খলাবিধানের জন্য একজনের নেতৃত্ব—স্বীকার। মানব ইতিহাসের আদিম যুগে যখন মানুষের সংখ্যা ছিল অল্প, বসতি ছিল বিরল, অভাব ছিল সামান্য, আহার্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যছিল সহজলভ্য তখন দায়িত্ব বণ্টন ও কর্ত্তব্য-বিভাগের বাঁধাধরা নিয়ম প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। সমস্ত কার্য মিলিয়া মিশিয়া একত্রে সমাধান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহে যথেষ্ট আয়াস, উপার্জনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, স্বার্থে স্বার্থে লড়াই, ন্যায় ও অন্যায়ে—সংগ্রাম প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যায় যখন জীবন দ্বন্দ্ব কঠিন হইয়া পড়িল, তখন সুস্পষ্টভাবে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তাহাদের স্বভাব ও কর্ম্মশক্তি অনুসারে দায়িত্ব বণ্টন ও কর্ত্তব্যবিভাগ অপরিহার্য হইয়া উঠিল এবং সুশৃঙ্খল কার্যপরিচালনার জন্য শক্তিবানের নেতৃত্ব-স্বীকার অত্যাবশ্যকরূপে দেখা দিল।

পুরুষ নারী অপেক্ষা গঠন-প্রকৃতি, শারীরিক শক্তি, বলবীর্য, সাহস-সহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা,—বুদ্ধি-প্রতিভা, বিচার-শক্তি ও পরিচালন ক্ষমতায়-প্রবল ও শ্রেয়তর প্রমাণিত হওয়ায় স্বতঃসিদ্ধ ভাবে তাহারই উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব আপতিত হইল। নারী স্বেচ্ছায় ও আপন সুবিধায় এই নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইল এবং মান্য করিয়া চলিল। পুরুষ তাহার প্রকৃতগত শক্তিমত্তা, উদ্যমশীলতা ও দুঃসাহসিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় বাহিরের ঝড়ঝাপ্‌টা বহন, প্রকৃতির অনায়ত্ব কোল হইতে শষ্যাদি আহরণ, শত্রুর সহিত সংগ্রাম প্রভৃতি কঠিনতর কার্যগুলি আপন স্কন্ধে—তুলিয়া লইল আর সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি, দুর্বল-আকৃতি ও কোমলপ্রকৃতির নারী গৃহের শৃঙ্খলা বিধান, শিশু প্রতিপালন, আহার প্রস্তুতির আয়োজন, বস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতি সহজতর কাজগুলি আপনার জন্য—বাছিয়া লইল। বাহিরের কর্মশ্রান্ত ও রণক্লান্ত পুরুষের তাপদগ্ধ হৃদয়কে নারী তাহার স্বভাবসিদ্ধ সেবা,—প্রেম ও প্রীতির স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে জুড়াইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু প্রয়োজন ঘটিলে প্রত্যেকে আপনাপন সীমানার মধ্যে অবস্থান করিয়াই একে অপরের কার্যে সাধ্যমত সহায়তা করিতে কখনও কুণ্ঠা—বোধ করিত না। আব্যশকবোধে নারী তাহার সম্মান ও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া এবং হীন-প্রবৃত্তি পুরুষের—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লোভাতুর দৃষ্টি হইতে নারীত্বের মহিমাকে রক্ষা—করিয়া বাহিরের আবশ্যক কার্যে আর জাতীয় সঙ্কট মুহূর্তে জরুরী কর্তব্যে ও উপযোগী সেবায় অংশ গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করিত না। কিন্তু কেহ অপরের—সীমার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বিশৃঙ্খলা—আনয়ন বা অসমাধ্য সমস্যার সৃষ্টি করিত না, প্রত্যেকেই আপনাপন ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিত। এই ভাবে পরস্পরের বোঝাপড়া ও সহযোগিতায় সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সুখী পরিবার ও সোনার সংসার গড়িয়া উঠে এবং স্বাভাবিক গতিতে মানব সভ্যতা বিকশিত ও অগ্রগতির পথে ধাবিত হইতে থাকে। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে প্রত্যেক সমৃদ্ধ জাতির গৌরবযুগে নারী-পুরুষের এই স্বাভাবিক সম্পর্ক বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে পুরুষ তাহার শক্তির অপব্যবহার—শুরু করিয়া দেয়। বৈভব-প্রমত্ত পুরুষ নারীকে সেবাদাসীর নিম্নস্তরে ঠেলিয়া ফেলে। পুরুষের ভোগ-লালসার যুপকাষ্ঠে নারীত্বের মহিমা বিসর্জিত হয়। সভ্য মানুষ পশুরও অধঃস্তরে নামিয়া আসে। পৃথিবীর প্রত্যেক 'সভ্য' জাতির ইতিহাসের পাতায় এই পতনের কলঙ্ক লাঞ্ছিত বেদনা-করুণ আলেখ্য ও মজ্‌লুম নারীর বিষাদঘন অশ্রুসজল কাহিনীতে ভরপূর হইয়া আছে। বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার নারী সমাজের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতার যে উশৃঙ্খল অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ করি তাহা তাহাদের প্রতি দীর্ঘ দিনের আচরিত এই অন্যায় জুলুম ও সীমাহীন অবিচারের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে ইহাও অস্বাভাবিক এবং সীমালঙ্ঘক কার্য। অস্বাভাবিক কখনও স্থায়ী হয় না আর সীমা লঙ্ঘনের ফলভোগও অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসের স্পষ্ট—স্বাক্ষর এই যে, যখনই কোন সমাজ বা দেশ নারীকে তাহার যথার্থ স্থান হইতে উর্দ্ধে কিম্বা নিম্নে উপবিষ্ট করাইয়াছে, অথবা তাহাকে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া মজ্‌লুম ও ঘৃণিত জীবন যাপনে বাধ্য করিয়াছে কিম্বা অনধিকার চর্চ্চার—সুযোগ দিয়া পুরুষের মাথায় তুলিয়া নাচান হইয়াছে তখনই সেই সমাজ বা দেশের উপর বিধাতার রুদ্র-কঠোর নিয়মে লা'নতের ঘৃণিত বোঝা নিষ্করুণ ভাবে নামিয়া আসিয়াছে।

গ্রীস, রোম ও মধ্য যুগীয় ইউরোপের পতনের ইতিহাসে এই কথার জলন্ত সাক্ষ্য মিলিবে।

গ্রীসের পতন যুগে ক্ষমতা-দম্ভী পুরুষ দুর্বল—নারীকে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে করিতে গৃহকর্ত্রীর সমুন্নত আসন হইতে—নামাইয়া সেবাদাসীতে পরিণত করিয়া ফেলে।—বিজিত দেশের ভাগ্যহতা কৃতদাসীগণ শক্তি-মদমত্ত বিজয়ী পুরুষের পশু প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হয়। সৌন্দর্যের পূজা ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া ভোগলিপ্সার উশৃঙ্খল চরিতার্থতার ভিতর উহার চরম সার্থকতা—খুঁজিয়া বেড়ায়। বৈবাহিক সম্বন্ধ একটি তামাসায়—পরিণত হইয়া যায়। ব্যভিচার উদ্দাম গতিতে চলিতে থাকে। সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষক কাহারও—চোখে নারীত্বের এই অবমাননা অন্যায় বলিয়া ধরা দেয় না। চারুকলার উৎকর্ষতার নামে বিবস্ত্র নারী-দেহের নগ্নমূর্তি বীভৎস আকারে অঙ্কিত ও ঘরে ঘরে রক্ষিত হইতে থাকে। এই জঘন্য কামপ্রবৃত্তি ও—কুৎসিত সৌন্দর্য-পিপাসা গ্রীকরা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, দেহগত মানুষের দৃশ্য রাজ্য অতিক্রম করিয়া কল্পনাবিলাসী গ্রীক ভাবুকগণ দেবতাদের অদৃশ্য এলাকায়ও উহাকে পৌঁছাইয়া দেন। কামদেবী এ্যাফোরডাইটকে (Aphordite) দেব-রাজ্যের তিন পর-স্বামী এবং ধরিত্রীর ধূলার এক মানব সন্তানের সহিত ব্যভিচার-ক্রিয়ায় লিপ্ত করান হয় এবং এইরূপ অসঙ্গত যৌন-ক্রিয়ার ফলে এ্যাফোরডাইটের গর্ভে মহব্যতের দেবতা কিউপিড [Cupid] এর—জন্ম হয়। গ্রীকদের আদর্শ— উপাস্য দেবদেবীরই যখন এই অবস্থা তখন উপাসক মানবের অবস্থা কী দাঁড়াইতে পারে তাহা শুধু কল্পনেয়!

গ্রীকদের পর ইউরোপে রোমক জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমক শাসনের প্রথম যুগে নারীরা তাহাদের স্বাভাবিক অধিকারের সীমারেখার ভিতর স্বাধীন সত্তা লইয়া সগৌরবে অবস্থান করে। কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

কালক্রমে গ্রীক সভ্যতার অপপ্রভাবে নারী গৃহের—সুশৃঙ্খল ও সুষমাময় শান্তির নীড় হইতে বাহিরের ধূলা-মলিন আবর্জনার অশান্ত আবহাওয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়। নারীর অবাধ স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। নর ও নারীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এক পবিত্র মিলন মধুর সম্পর্কের পরিবর্তে বিবাহ একটি নিছক নাগরিক চুক্তিতে (Civil contract) পরিণত হয়। নারী স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন ও আপন সম্পদ আহরণে অগ্রসর হয় এবং স্বোপার্জিত অর্থ অত্যধিক সুদে স্বামীদিগকে কর্জ দিতে শুরু করিয়া দেয়। ধনবতী মেয়েগণ আপন স্বামীদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া রাখে। বৈবাহিক সম্পর্ক এত শ্লথ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ এরূপ সহজক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় যে কথায় কথায় বন্ধন ছিন্ন হইতে থাকে। রোমক দার্শনিক সিনেরোর বর্ণনামতে নারীরা স্বামীর সংখ্যা দ্বারা তাহাদের বয়সের গণনা করিতে অভ্যস্ত হয়। মার্শাল (৪৩ হইতে ১০৪ খৃঃ) এমন এক নারীর উল্লেখ করেন যে দশবার স্বামী পরিবর্তন করে। জুভেনীল (৮০—হইতে ১৪০ খৃঃ) এক নারী সম্বন্ধে লিখেন যে ৫ বৎসরে ৮ জন স্বামী গ্রহণ করে। সিনেটর জরুম (৩১০ হইতে ৪২০ খৃঃ) আর এক নারীর উল্লেখ করেন যে জীবনে ২৩ জন স্বামীর সহবাসে আগমন করে আর তাহার শেষ স্বামী ২১ জন স্ত্রী পরিবর্তনের পর তাহাকে তাহার দ্বাবিংশতম স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে।

রোমের এই নারী আজাদীর যুগে অবিবাহিত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌন-ব্যভিচার যে অন্যায় ও দোষনীয় এই স্বাভাবিক অনুভূতিও—হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উপপত্নি গ্রহণ সর্বস্বীকৃত ভাবে বৈধ আচার ও একটি সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয় এবং উহা আইনের সনদও প্রাপ্ত হয়। উপপত্নীর গর্ভ-জাত সন্তানগণ বৈধ সন্তানের ন্যায়ই জন্মদাতার পদ, সম্মান ও ধনের উত্তরাধিকারী হইতে থাকে। জীবন পদ্ধতির এই বৈকল্যে ও নিয়ম শৃঙ্খলার এরূপ শৈথিল্যে চরিত্রের বাঁধ ভিতসমেত কাঁপিয়া উঠে এবং পরিশেষে রোমক সমাজ-জীবন নগ্নতা, অশ্লীলতা ও প্রবৃত্তি পূজার দুর্বার সয়লাবে—ভাসিয়া যায়। থিয়েটার প্রভৃতিতে উলঙ্গ দৃশ্যের অবতারণা হইতে থাকে এবং উহার অনুকরণে নারীর নগ্ন সৌন্দর্য এবং বহুবিধ কুরুচীপ্রদ ও কামোদ্দীপক ছবি প্রতি ঘরের দেয়ালে শোভা পাইতে থাকে। রোমের সুপ্রসিদ্ধ স্নানাগারে (Thermide) নারী পুরুষের একত্র স্নান একটি বহু প্রচলিত ফ্যাশনে দাঁড়াইয়া যায়। এই স্নানাগার সমূহে গোসলের বিলাসব্যবস্থা ছাড়াও, ব্যায়ামাগার, সাজসজ্জার কামরা (Dressing—room), মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, প্রেমালাপ ও তৃষিত আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির জন্য সুবেষ্টিত গোপন কক্ষ—এবং বিলাসব্যসন ও অবসর বিনোদনের হরেক রকম উপকরণের বিচিত্র-সমাবেশ ছিল। ল্যান্সিয়ানি—(Lanciani) বলেন, এই স্নানাগারগুলি ছিল প্রকৃত পক্ষে সুবৃহৎ ও সুসজ্জামণ্ডিত ক্লাবগৃহ যেখানে বিলাসপ্রিয় যৌনমিলনাকাঙ্খী সুন্দর (Voluptuary & elegant) যুবকযুবতীগণ সমবেত হইয়া অবসর বিনোদন ও আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাইত।

রোমান সমাজ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ দিতে বসিলে এই কলঙ্ক কাহিনীর ফেহরেস্ত অতি দীর্ঘ ও বিরক্তকর হইয়া উঠিবে এবং আসল প্রতিপাদ্য—বিষয় হইতেও আমরা দূরে সরিয়া পড়িব। গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের পতন যুগের মোটামুটি যে ছবি আমরা তুলিয়া ধরিয়াছি— তাহাহইতেই নারী ও পুরুষের আপনাপন সীমা লঙ্ঘনের পরিমাপ ও উহার অপরিহার্য প্রতিফলের স্বরূপ অনুধাবন করা চলিবে। বস্তুতঃ নারী স্বার্থ-দুষ্ট পুরুষের উস্কানিতে তাহার নারী-সুলভ প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া নির্ধারিত গণ্ডিরেখা অতিক্রমপূর্বক অনধিকার চর্চায় লিপ্ত হওয়ার ফলেই তাহার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজের উপর লা'নতের দুর্বিষহ জগদ্দল প্রস্তর নামাইয়া আনে। ফলে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এই দুই দেশের গৌরবোজ্জ্বল অভিনয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

এই পাপস্রোত বিভিন্ন ধারায় ইউরোপের দিক্ দিগন্তে প্রবাহিত হইয়া যখন সমস্ত সমাজ-জীবনকে কলুষিত করিতে রত— ঠিক সেই প্রয়োজন মুহূর্তে ইউরোপে খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটিতে থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফলে কিছুদিনের জন্য পাপস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টান যাযক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস মনোবৃত্তি এবং অস্বাভাবিক নিয়ম পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে নারীরা তাহাদের প্রকৃতিগত অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং স্বাভাবিক কার্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া যায়। খৃষ্টানদের প্রচারিত মতানুসারে নারী দুনিয়ার সমস্ত অকল্যাণ এবং দুঃখ লাঞ্ছনার মূলিভূত কারণরূপে নির্দেশিত হইতে থাকে। আদি নারী বিবি হাওয়ার ভ্রান্তি ও স্বর্গচ্যুতি এবং উহার ফলে সমস্ত মানব-জাতির সংসার যাতনার শাস্তিভোগের দায়িত্ব ও কলঙ্কের ডালা উপস্থিত নারী সমাজের স্কন্ধে চাপান হয়। নারী পুরুষের পাপাসক্তির উৎস, অন্যায়—ক্রিয়ার লক্ষ, শয়তানের সর্ববৃহৎ অস্ত্র এবং জাহান্নামের সিংহদ্বার বলিয়া কথিত ও প্রচারিত হয়। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান ধর্মগুরুদের মুখ হইতে ঘোষিত হয়, "পুরুষের হৃদয়-বাগে শয়তানের প্রবেশ পথ—নারী"। নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহ্বানকারিণী—খোদার আইন অমান্যের পথ-প্রদর্শিকা সে, আল্লাহর আকাঙ্খিত প্রতিচ্ছবি—পুরুষজাতির ধ্বংসকারিণী সে।"

"নারী অমঙ্গলের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি"। "নারী এক অপরিহার্য অকল্যাণ, প্রকৃতিগত কুমন্ত্রণা, বাঞ্ছিত বিপদ, পারিবারিক অশান্তি, সর্বনাশা মনোহরা—সুসজ্জিত মৃত্যুবৎ" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নারীর সংস্পর্শ ও বিবাহ একটী অবাঞ্ছিত কার্যরূপে পরিগৃহীত হয়। বৈবাহিক বন্ধনের ভিতরেও নারীপুরুষের যৌনমিলনক্রিয়াকে একটি কুৎসিৎ ঘৃণিত কার্য মনে করা হয়। সুতরাং বিবাহিত নারীর সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান এক প্রশংসাযোগ্য—শুভকর্ম বিবেচিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নারীর সহিত মেলামেশায় স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থগিত রাখার বহুরূপী শর্ত আরোপ করা হয়।

নারীকে যখন গির্জায় যাওয়ার অনুমতি প্রদত্ত হয় তখন তাহার জন্য অপকৃষ্ট স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বেদীর কাছে যাওয়া আসা ছিল তাহার জন্য নিষিদ্ধ। বিবাহে পুরুষের আংটি ছিল সোনার, মেয়েদের লোহার। পোপ সিলভেষ্টারের বিধানানুসারে পুরুষকে গৃহের সর্বময় কর্তা রূপে ঘোষণা করা হয়, সে হয় নারীরও মালিক। সকল অবস্থায় নারী তাহার আদেশ পালন করিতে রাজি না হইলে—সমীচীন হইবে তাহাকে বেত্রাঘাত করা..... কারণ বেত্রাঘাত বেদনাদায়ক, ফলপ্রদ, প্রতিরোধক ও—মঙ্গলজনক।

নারীর হৃদয়ের অনুভূতিকে অস্বীকার, বুদ্ধিকে বিদ্রূপ, অধিকারকে সঙ্কুচিত এবং সমাজজীবন ও তমদ্দুনী কার্যকলাপে যোগদানের পথ অবরুদ্ধ করা হয়। এইরূপে নারীকে একটি অনভিপ্রেত জীব ও অকল্যাণের প্রতীক মনে করিয়া সমাজের ঘৃণিত আঁধার কোণে ঠেলিয়া ফেলা হয়। এমনকি নারীর ভিতর আত্মা নামক জিনিষের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাই নিয়া পাদরী মহলে প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। মোটের উপর নারী তাহার ন্যায়সঙ্গত জন্মগত—অধিকার-ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইয়া জিঞ্জির পায়ে শত বাধা নিষেধের কারা-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া যায়। তথায় প্রভু পুরুষের ঘৃণায় মাথা অন্নের দানা খুঁটিয়া খাইয়া তাহাকে অভিশপ্ত জীবনের ঘৃণিত বোঝা বহন করিয়া চলিতে হয়। ফলে সমাজের উন্নতি-ব্যাহত ও স্বাভাবিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া মানব সমাজ পঙ্গু, আড়ষ্ট ও স্থবির জীবনে দাঁড়াইয়া যায়।

ক্রুসেডের পূর্ব সময় পর্যন্ত ইউরোপে নারীর উপর এই অকথ্য জুলম ও অন্যায় অবিচার অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। ক্রুসেডের কল্যাণে ইছলামের সংস্পর্শে আসিয়া মুছলিম সমাজে নারীর অধিকার ও সম্মান দর্শনে ইউরোপের চমক ভাংগিতে থাকে। অতঃপর রিনেসাঁ, রিফরমেশন, বিজ্ঞান-চর্চা, শিল্প বিপ্লব ও রাজনৈতিক আলোড়ন ধীরে ধীরে ও স্তরে স্তরে প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতের সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং নারীর প্রতি অবিচারের পটভূমিকে ভিতসমেত কাঁপাইয়া তোলে। নারী সহস্র বর্ষের শত বাধা নিষেধের জিঞ্জির ছিঁড়িয়া ও সংস্কারের কারা-প্রাচীর টপকাইয়া মোহ মুক্ত আবহাওয়ায়—দাঁড়াইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে থাকে। এই সময়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যদি নারীরা তাহাদের হৃতঅধিকার পুনরুদ্ধারপূর্বক তাহাদের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া পুরুষদের সহিত যুক্তিপূর্ণ সহযোগিতায় নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গল সাধনায় আত্মনিয়োগ করিত তাহা হইলে ক্ষমতা-স্পর্দ্ধিত পুরুষের স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইত এবং অরাজক দুনিয়ায় শান্তির স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারিত।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাহা হয় নাই, হইতে পারে নাই।

দুনিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আনন্দ ও আরাম আয়াসের শত উপকরণের প্রতি লোভাতুর পুরুষের শয়তানি ওয়াছ্ওয়াছায় প্রলুব্ধ নারী আবার সীমা লঙ্ঘন ও নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে।

স্বার্থ-দুষ্ট পুরুষ তাহাদিগকে হাতছানি দিয়া— ডাকে ও শত ভাবে বুঝাইয়া বলে, তোমরা আমাদের নিত্যসহচরী। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের বাহির-বিশ্বের কাজ অসম্ভব গতিতে ও অভাবিত ভাবে— বাড়িয়া গিয়াছে। জীবন দ্বন্দ্বে নিঃসঙ্গ সংগ্রামে— আমরা হাঁপাইয়া উঠিয়াছি। তোমরা এখন রান্না গৃহের নিরালা কোণে আবদ্ধা অথবা শুধু শয়ন কক্ষের শোভা রূপে বিরাজমান থাকিলেই চলিবে না।— তোমাদিগকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে,— খেলাধূলায়, বিদ্যাভ্যাসে, ভ্রমণে বিহারে, কলে কারখানায়, অফিসে আদালতে, স্থলে— জলে— নভোমণ্ডলে, শান্তিতে— সংগ্রামে, সর্ব্বস্থলে সর্বসময়ে আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

নারী প্রলুব্ধ হয়, আহবানে সাড়া দেয়, পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত দাবীসমূহ একে একে নারীর অন্তরে দানা বাঁধিয়া উঠে এবং পুরুষের সাম্নে উহা পেশ করিতে থাকে :

১। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের— কৃত্রিম ব্যবধানের সমস্ত প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া সমানাধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

২। দীর্ঘ দিনের আচরিত বদ্ধমূল সংস্কারের মোহ ভাঙ্গিয়া পুরুষের সহিত নারীর অবাধ মেলা-মেশা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার নিরঙ্কুশ সুযোগ ও সুবিধা দান করিতে হইবে।

৩। পুরুষের অধীনতার অভিশাপ হইতে চির-কালের জন্য নারীর মুক্তি ও স্বাধীনতাকে অক্ষয় ও অব্যাহত রাখার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ নারীর— আর্থিক স্বাধীনতা স্বীকার ও উহা কার্যকরী করার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৪। নারীকে রান্না ঘরের দায়িত্ব ও শিশু প্রতি-পালনের কর্তব্য হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রক্ষণশীল পুরুষের না-রাজি সত্ত্বেও নারীর— দাবীর পশ্চাতে শক্তি সঞ্চিত হয় এবং উহা পূর্ণ হইতে থাকে।

কিন্তু ফল কি দাঁড়ায়? ঝড় উঠে হৃদয়াকাশে, বিপর্যয় আসে পারিবারিক জীবনে, দাম্পত্য বন্ধনের ক্রুটিলা হইয়া আসে, সন্তান সন্ততি লাওয়ারেছ— মালে পরিণত হয়, সমস্যার জটিলতা বাড়িয়া চলে, সমাজ-শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, শান্তি চির বিদায় গ্রহণ করে। আগুন জ্বালিয়া ওঠে মনে, ছড়াইয়া পড়ে ঘরে বাহিরে, তাপিত হয় আকাশ, বাতাস পাতাল ও পাথার।

সে আগুন নিভে না, আধুনিক বিজ্ঞানের সব চেষ্টা, সব সাধনা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়, বিপরীতমুখী রাষ্ট্রাদর্শের দুই সুবৃহৎ দমকল বিকল হইয়া পড়ে।

কে থামাইতে পারে এই সর্বনাশা ঝড়, কে— নিভাইতে পারে এই সর্বগ্রাসী আগুন? এবং কি উপায়ে?

এই প্রশ্নের জওয়াব আমরা ইন্শাআল্লাহ্ তর্জুমানের পৃষ্ঠায় পরে দিতে চেষ্টা করিব কিন্তু তৎপূর্বে দুই বিপরীত আদর্শের ধ্বজাধারী আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুচ্ছ-গ্রাহী দেশ সমূহে এই উশৃঙ্খল নারী-স্বাধীনতা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে কিরূপ উন্মত্ত ঝড় এবং ভীষণ অগ্নি-কাণ্ড সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে— এবং মানব-সমাজকে কোথায় কোন অকূল পাথারে ঠেলিয়া নিতেছে সেই করুণ ও কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্যপটের কতকাংশ আমরা খোদাচাহে আগামী সংখ্যায় পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাইব। *

* For historical references vide—

(1) A Short History of Ancient Times—Myers,—pages 143 & 235 to 243.

(2) What It Means to Marry— Dr. M. Scharbieb, chapter II—Greek & Roman Marriage pages 9—II

(3) Pardah—[Urdu]— Maulana Abul A'la—Maodudi pages 6—10.

(4) Woman in All Ages & in All Countries—E B. Pollard Ph. D.

(5) Encyclopedia Britannica Vol XXIV—9th edn. Pages 637—643.

আজকের রাশিয়া—— ব্রজবিহারী বর্মণ—— পৃষ্ঠা ২২৭—২৮

www.ahlehadeethbd.org

বসন্তের অবদান

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

শীতের কুহেলী তিমির বিদূরিত করিয়া শৈত্য-কাতরা ধরণীর বুকে বসন্তের আবাহন আসে। মৃতা ধরার নিস্পন্দ দেহে জাগে নব জীবনের স্পন্দন।— জরাজীর্ণা প্রকৃতির প্রতি রন্ধ্রে জাগে নবজীবনের মধু-রিমা। মানবের দেহে-মনেও জাগে অপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ। জীবন-মৃত্যুর এই খেলা চিরন্তন। এই খেলার মধ্যেই অনন্ত লীলাময়ের অফুরন্ত লীলা— কুশল-প্রকাশের দীপ্তি যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া আসিতেছে। তাই রবিউল-আউয়াল অর্থাৎ প্রথম বসন্তের ক্ল তিথিতে আজ হইতে ১৪২৩ বৎসর পূর্ব্বে মক্কার কোরেশ প্রধান আবদুল মোত্তালেব এর গৃহে বসন্তের যে মূর্ত্ত্য-কল্যাণ বিবি আমিনার কোল উজ্জ্বল করিয়া হাঁসিয়া উঠিয়া-ছিল, তার রঙীন প্রভায় সেদিন দুঃখ-জীর্ণা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুতে নবজীবনের জয়-ধ্বনি অনুরণিত— হইয়া উঠিয়াছিল। যুগান্তের শত প্রকার বিপত্তির বাধা ঠেলিয়া আজিও সেই বসন্তের অবদান নিখিল মানব মনে শান্তির স্পর্শ বিলাইয়া আসিতেছে।— তাই দুনিয়ার প্রতি প্রান্তে কোটি কণ্ঠের ঝঙ্কার উঠিতেছে,— ইয়া নবী ছালাম আলায়কা।

স্রষ্টা আল্লাহর সহিত তাঁহারই প্রদত্ত বিধানের বলে সৃষ্ট জীব মানুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতে মানুষের নবী, মানুষ-নবী, মানুষেরই গৃহা-ঙ্গণে, রক্ত মাংসে গঠিতা মানবীর কোলে, ৫৭০— খৃষ্টাব্দের রবিউল আউয়ালে আলো আঁধারের সন্ধি-ক্ষণে, শুভক্ষণে, জন্ম গ্রহণ করিলেন। অনাচার— অনিয়মের শৈত্য-পীড়িতা ধরণীর কোলে কোলে জাগিয়া উঠিল নবীনতা ও চির-সবুজের সমারোহ। মানুষের চির দিবসের ভুলেযাওয়া হৃদয়-বাণী স্মরণ করাইয়া দিয়া সকল বিধানের মূল মন্ত্র হিসাবে— তিনি শুনাইলেন,— মানুষ, তুমি অমৃতের সন্তান, অমৃত লোকে ফিরে যাওয়াই তোমার পবিত্র সাধনা। তুমি অনন্তের অভিসারী। তুচ্ছ সান্তকে জড়াইয়া ধরিয়া অধঃপতিত থাকা তোমার কাজ নয়। তুমি যে দেশেই জন্মগ্রহণ কর, তোমার হৃদয়-দেশের— অধিশ্বর একমাত্র আল্লাহ। তুমি যে ভাষায়ই কথা বল না কেন, তোমার হৃদয়ের নিগূঢ়তম ভাষা সেই পরম স্রষ্টার জয় গানে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। তোমার হৃদয়ের মণিকোঠায় এই পবিত্র বিশ্বাসের অমৃতানন্দ জমা হইয়া আছে। এই মহৎ অনুভূতি হৃদয়ে লই-য়াই তুমি দুনিয়ায় আস। ইহাই তোমার ফেত্‌রৎ বা স্বভাব-সুন্দর ধর্ম্মীয় অনুভূতি। আলমে আরওয়া বা আত্মিক লোকে তুমি সদা প্রভুর কাছে যে অঙ্গী-কার করিয়া আসিয়াছ, দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্ম্মের— জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করিয়া সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া বল,— লাইলাহা ইল্লাল্লাহো. মোহাম্মদর— রছুলুল্লাহ। আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, আর মোহা-ম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত রছুল।

পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে উচ্চ দার্শনিকতা বহু— আছে কিন্তু সত্য ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ তথা সুপ্রতিষ্ঠিত শরীয়ত নাই। তাই রছুলে করিম (দঃ) শুধু বিশ্বাস ও অনুভূতির মধ্যে ধর্ম্মের স্থান সীমাবদ্ধ না রাখিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কঠোর বাস্তবের সংঘাতের মধ্যে ধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছেন। এ জন্য মানুষের সমগ্র জীবনের সামগ্রিক সাধনা হিসাবে তিনি যে আইন কানুন বাত্‌লাইয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্যিকার মোছলমানের অপরিহার্য্য ও অপরিবর্ত্ত-নীয় জীবন-বিধান। এছলামী আইনের মূল উৎস হিসাবে পবিত্র কোর্‌আন ও হাদিছের বিধানগুলি সমগ্র মানব জাতির জন্য অমরতার পাথেয়।

মানুষের মনের উপর মানুষ-রচিত কোন আই-নের হাত নাই। তাই মহানবী (দঃ) প্রদত্ত যাব-তীয় আইন কানুনের ভিত্তিমূল পবিত্র কোরআন ও হাদীছের প্রথম এবং প্রধান কথা হইল তাক্‌ওয়া বা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি জনিত আত্মশুদ্ধি। মানুষের সমগ্র জীবনের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার— উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন— انما الاعمال بالنيات মানুষ যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিবে, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার ফল পাইবে। সমস্ত এছলামী আইনের মর্ম্মবাণী হইতেছে—এই নিয়ত ও তাক্ওয়া— বা উদ্দেশ্য ও চিত্তশুদ্ধি। বাহিরের জীবনে এই দুইটীর রূপায়ণ হইতেছে আদল এবং এহ্ছান — বা ন্যায়-বোধ ও কল্যাণ কামনা।

সমগ্র মানব জীবনে কোরআন ও হাদিছ বর্ণিত এই মূলনীতিগুলির বিকাশ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন— কার্য্যকলাপের মধ্যে নিহিত করা হইয়াছে। ফেকাহ শাস্ত্রের জনক ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এবং অন্যান্য মহামান্য ফকিহ এমামগণের পরিশ্রমে এছলামী আইনশাস্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বিপুল আকারে— গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রথম—ব্যক্তিগত আইন বা Personal Law : রছুলে করিম (দঃ) বলিয়াছেন, ان لنفسك عليك حق তোমার নিজের উপরও তোমার— কতকগুলি হক বা দাবী আছে। ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত ও সুন্দর করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। এই বিধান বলে মেছ্ওয়াক করা, পেশাব পায়খানার পর পবিত্র হইবার রীতি-নীতি, অজু ও গোছল— করিবার পদ্ধতি, দৈনিক শত কাজের মধ্যেও পাঁচবার সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহর নিকটতম হইয়া নিবিড়তম— করুণার স্পর্শ লাভ হিসাবে নামাজ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, এই আইন পালন করা না-করা মানুষের খোশ খেয়াল বা ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেকটী বয়ঃপ্রাপ্ত মোছলমানকে ইহা পালন করিতেই হইবে। নচেৎ সে জাহান্নামী।

দ্বিতীয়—দাম্পত্য জীবনের আইন। হুজুর (দঃ) বলিয়াছেন— ان لزوجك عليك حق- তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও কতকগুলি দাবী আছে। এই বিভাগের আইনের মধ্যে বিবাহ,— তালাক, দেনমোহর, এদ্দত, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, প্রভৃতি দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণ সংবিধান নিহিত রহিয়াছে। বৃটিশ আমলে ভারতে Mohammedan law নামক আইন গ্রন্থে এই সকল আইনের অপূর্ণ ও বিকৃত ভাষ্য রহিয়াছে। একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। এছলামে বিবাহকে একটী— Sacred contract বা পবিত্র চুক্তি রূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, love বা শুধু হৃদয়াবেগ এর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। অনেক অমোছলমান ইহাতে কটাক্ষপাত করেন। দুইটী ভিন্ন জায়গার ভিন্ন— জাতীয় জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করার সময়— নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখিতে হইবে— সূত্রটী মজবুত কিনা। স্বার্থের সংস্থান অপেক্ষা মজবুত রশি আর নাই। দেনমোহরের স্বার্থ-বন্ধনের উপর ভিত্তি করিয়া যে মিলন-সৌধ গড়িয়া ওঠে, তাহা প্রতিকূল বাতাসে সহজে ধ্বসিয়া পড়ে না। পক্ষান্তরে এই স্বার্থ-বন্ধনের অভাবে অসংখ্য প্রেমিকাকে হৃদয়াবেগ প্রশমিত— হইবার পর প্রেমিক-পরিত্যক্তা ও কপর্দকহীনা অবস্থায় পথে ঘুরিতে দেখিয়াছি। এই ভাবে খোলা বা স্ত্রীকে তালাক দাবী করার অধিকার প্রদান দ্বারা নারী জাতিকে আত্মরক্ষার এক মহা অস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মোহর এবং খোলা প্রভৃতি বিধানগুলি না থাকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই দাম্পত্য জীবনের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র ও মারাত্মক আকারে দেখা দিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকায় Divorce office গুলির কার্যবিবরণী দৃষ্টে ইহার সত্যতা স্বীকৃত হইবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে হিন্দু-কোড আইন পাস করাইবার যে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে মোছলেম নারীগণের সুবিধা-ভোগ দেখিয়াই সে আন্দোলন প্রেরণা পাইয়াছে। পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মোছলমান মেয়েরা ন্যায়-সঙ্গত ভাবে উত্তরাধি— কারিনী হয়। দুনিয়ার কোন সমাজে তার তুলনা নাই। পবিত্র কোরআন বর্ণিত ফারায়েজ অনুসারে মৃত ব্যক্তির ধন বণ্টনকালে শুধু মেয়ে মানুষ হইয়া জন্মিবার অপরাধে মোছলেম নারীগণ বঞ্চিত হন না। বস্তুতঃ মানুষের জীবন ও মানব প্রকৃতির— বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পবিত্র কোরআনে— বর্ণিত আইন রচিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তৃতীয়—পারিবারিক আইন : সংসারী মানুষের পক্ষে স্ত্রী পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত ব্যক্তিগণ, প্রতিবেশী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের সহিত সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করিবার আইন। এগুলি এত গুরুতর এবং অবশ্যপাল্য যে এগুলিকে হক্কুল এবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং ইহা পালনে ত্রুটী হইলে সে পাপ স্বয়ং আল্লাহও মাফ করিবেন না—এই রূপ কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। জীবিকা অর্জ্জনের মূল সূত্র হিসাবে বলা হইয়াছে,

اطيب ما ياكل العبد من كسب يده -

বান্দার স্বহস্ত উপার্জ্জিত হালাল খাদ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন জীবিকাই নাই। এই বিভাগের মধ্যেই খাদ্য বস্তুর আইনও সংবদ্ধ। উহার মূলসূত্র হইতেছে— طيب ও حلال অর্থাৎ বৈধ ও পবিত্র — বস্তুই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। পানির কাঁকড়া, কচ্ছপ অখাদ্য, অথচ মাছগুলি খাদ্য,— গরু ছাগলের মাংস হালাল, শূকর কুকুরের মাংস হারাম, এ জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে অন্য কোথায় পাওয়া যাইবে?

চতুর্থ :—সামাজিক আইন। বিদায় হজ দিবসে রছুলে করিম (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন—

فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا -

তোমাদের পরস্পরের রক্ত, ধন-সম্পত্তি, মান-ইজ্জত পরস্পরের নিকট এই দিন, এই শহর, এই মাসের মতই অতীব পবিত্র। বস্তুতঃ এই মূল—নীতির উপরই বিশ্বব্যাপী মোছলমান সমাজের সামাজিক কাঠামো দাঁড়াইয়া আছে। রক্তের—কৌলিন্য, সম্পদের অহমিকা, ক্ষমতার দর্প, স্বার্থের সংঘাত প্রভৃতি যাবতীয় শয়তানী প্রভাবকে বিচূর্ণ করিয়া এছলামী সমাজ-জীবন উদার মহিমায় পৃথীবীর যাবতীয় মানুষকে কোলে ডাকিতেছে। ছোটর প্রতি বড়র কর্ত্তব্য, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের কর্ত্তব্য, প্রভৃতি বিভিন্ন দায়িত্বগুলি আইনগত ও নীতিগতভাবে মানুষের প্রতি জারী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ আইন ভঙ্গের শাস্তি শুধু শরীয়তের রাজদরবারে নাই, আল্লাহর দরবারেও অনন্ত শাস্তি রহিয়াছে।

পঞ্চম :—শাসনতান্ত্রিক আইন বা Administrative Law। সাম্য ও ন্যায়-নীতি ইহার প্রাণবাণী। নাজরানের খৃষ্টানগণের প্রতি মহানবীর (দঃ) প্রদত্ত ঘোষণা পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। আল্লাহ্ পাক আদেশ করিয়াছেন—

يايها الذين امنوا - اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم - فان تنا زعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول -

বিশ্বাসীগণ— তোমরা আল্লাহর আদেশ—মান, রছুলের (দঃ) আদেশ মান এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশদানের অধিকারী তাহাদের। কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে বিবাদ—উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসার জন্য আল্লাহর প্রদত্ত কোরআন ও রছুলের হাদীছের বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করিয়া লও।" — اولى الامر বা আদেশ দানের অধিকারী, গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, নিয়ম—তান্ত্রিক রাজা, অথবা Benevolent Dictator যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, যতক্ষণ তিনি জনসাধারণের কল্যাণ সাধনায় নিয়োজিত থাকিয়া কোরআন ও হাদিছ অনুযায়ী আদেশ দান করিবেন, তাঁহার—আদেশ মানিতেই হইবে, নতুবা নিরয়গামী হইতে হইবে। পক্ষান্তরে আদেশদাতাকেও সম্পূর্ণরূপে—আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করতঃ গণ কল্যাণের জন্যই আদেশদান করিতে হইবে। প্রথম খলিফা হজরত আবুবক্‌র (রাঃ) খলিফা হইয়াই জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

اطيعونى ما اطعت الله و رسوله - ان اقوم عندى الضعيف حتى اخذ حقه له - وان اضعفكم عندى القوى حتى اخذ الحق منه -

তোমরা আমার আদেশ পালন করিও—যতক্ষণ আমি

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) আদেশ পালন করি।—তোমাদের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তিও আমার নিকট সবচেয়ে শক্তিশালী—যতক্ষণ আমি তার দাবী আদায় করিয়া দিতে না পারি। আর তোমাদের প্রবলতম ব্যক্তিও আমার নিকট নগন্য,—যতক্ষণ আমি তার নিকট হইতে অন্যের পাওনা আদায় করিয়া দিতে না পারি। রছুলে করিম (দঃ) বলিয়াছেন— سيد القوم خادمهم জাতির নেতা জাতির সেবক। অবশ্য এ-সেবক I.C.S দলের Civil Servant নয় যারা সেবার নামে প্রভুত্বের চরম অহমিকা প্রদর্শন করেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি ও শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বের উন্নততম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) এক দিন সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—আমি যদি ভুল করি, অথবা আমার দ্বারা যদি কোন অন্যায় সাধিত হয়, তোমরা তাহা সংশোধন করিয়া দিও। সভা মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন—

والله - لو رايناك فيك اعوجاجا - لقومناه بسيوفنا -

আল্লাহর কছম—যদি আমরা আপনার মধ্যে কোন অন্যায়াচরণ দেখি, তবে আমাদের তরবারী দ্বারা তাহা সংশোধন করিব।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক খলিফা ওমর (রাঃ) এই সবল উক্তি শ্রবণে হাসিয়া বলিলেন,—

الحمد لله على ان فى امة محمد صلعم من يقوم اعوجاج عمر بسيفه -

আল্লার প্রশংসা,—উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে এমন লোকও আছে যে ওমরের অন্যায়কে তরবারী দ্বারা সংশোধন করিতে পারে। ব্যক্তি স্বাধীনতার অনেক বড় বড় বুলি আমরা রোজই শুনি। আজিকার বিশ্বে কোন রাষ্ট্রনায়ক কোন প্রজার কাছে এরূপ তেজোক্তি শুনিতে রাজী আছেন কি? রাষ্ট্রনেতাকে অবশ্যই নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ চরিত্রের পুরুষ হইতে হইবে। রাষ্ট্রের একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যেরূপ মাসিক আয়, তাঁহাকেও পরিবার পালনের জন্য তার বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হইবেনা। মোছলেম রাষ্ট্রে Law of Primo-Geniture বা অগ্রজের স্বত্বাধিকার থাকিবেনা। রছুলে করিম (দঃ) বলিয়াছেন—

لاحمى الا لله و رسوله -

চারণ-ভূমী আল্লাহ ও রছুলের— অর্থাৎ জনসাধারণের সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। এইরূপ পানির অধিকার, খনিজ দ্রব্যের অধিকার এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার— সমস্তই বায়তুলমাল বা Public Treasury তে ন্যস্ত থাকিবে। সামন্ত তান্ত্রিক জমিদারী প্রথা সেখানে থাকিবেনা। জোতভূমি—ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় প্রতিবেশীর Right of Pre-emption বা অগ্র ক্রয়াধিকার থাকিবে। ভূমির কৃষক ভূমির মালিক হইবে। জমিতে বেদখল থাকিলেও কারও স্বত্ব নষ্ট হইবে না। মোছলেম রাষ্ট্রে— জুয়া, লটারী—প্রভৃতি শ্রমবিবর্জ্জিত ব্যবসা, সুদী লেন দেন প্রভৃতি বাধ্যতামূলক সম্মতি আদায়ী ব্যবসার অস্তিত্ব থাকিবেনা। খাদ্যদ্রব্যের চোরা কারবার একদম হারাম— একথা কোরআন শরীফে কঠোরভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

৬ষ্ঠ— আন্তর্জাতিক আইন বা International law. বর্ত্তমান যুগের মনীষীগণের One world পরিকল্পনার বহু পূর্ব্বে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হইয়াছে-- كان الناس امة واحدة 'মানবমণ্ডলী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

قل يا ايها الناس - انى رسول الله اليكم جميعا

বল, হে পৃথিবীর মানুষ, আমি তোমাদের সকলের নিকটেই রছুলরূপে আসিয়াছি। কার্লমার্কস দুনিয়ার মানুষকে এক অর্থনৈতিক বাঁধনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর অনুসারীরা মানুষকে বাহুবলে—বাঁধিতে লাগিয়াগিয়াছে। অন্যায় ও অত্যাচারমূলক স্বার্থের বন্ধন কোন দিনই স্থায়ী হয় না, এখনও হইবে না। আরও অনেকে অনেক রকমে দুনিয়ার মানুষকে এক পরিবার ভুক্ত করিবার চিন্তায় নিবিষ্ট—আছেন। পবিত্র কোরআনের ইঙ্গিত একই। কিন্তু উপায় ভিন্ন। انما المؤمنون اخوة এক আল্লাহ সকল মানুষের প্রভু এবং এই বিশ্বাসের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধীনস্থ সমস্ত মানুষ পরস্পরের ভাই ভাই এই মূল-নীতি সমস্ত ব্যাধির মহৌষধ। সমস্ত দুনিয়া আল্লাহ পাকের মহাসাম্রাজ্য। তাঁর সাম্রাজ্যে তাঁরই সৃষ্ট মানুষ রাজ্যলিপ্সা ছাড়িয়া পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবে,—এই পবিত্র বিশ্বাস ও অনুভূতির ছায়ায় হৃদয়ের সুকোমল ও সুকুমার বৃত্তির উপর দাঁড়াইয়া মানুষ যদি মহা মিলনের গান গাহিতে না পারে, তবে—তাদের মুক্তি কোথায়? অবশ্য সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এক সাথে মোছলমান হইয়া যাইবে, এরূপ অন্ধ—বিশ্বাস এছলামে নাই। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলিতেছেন—

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا - ولوشاءالله لجعلكم امة واحدة - ولكن ليبلوكم فى ما اتاكم - فاستبقوالخيرات - الى الله مرجعكم -

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি শরীয়ত ও ধর্ম্ম-পথ বানাইয়া দিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তোমাদিগকে একই উম্মত বানাইতেন। কিন্তু তা হয় নাই, এই জন্য যে তোমাদিগকে তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং তোমরা—সকলেই মঙ্গলজনক পথে আগুয়ান হও। আল্লার নিকটে তোমাদের সকলকেই ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যবধান, দেশ কাল-পাত্রের ভেদাভেদ, ভাষা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির পার্থক্য—সমস্ত বৈষম্য ও গরমিল সত্বেও মানুষ আকাশের চন্দ্র-সূর্য্যের আলোর ন্যায়, বাতাসের ন্যায়, বৃষ্টিধারার ন্যায় আকাশ—পারের এই পবিত্র মহাবাণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য, পূত, ও স্নাত হইয়া উঠুক, মানুষের অসুন্দর ও শয়তান পরাভূত হইয়া তার আত্মা চির-সুন্দর—শক্তিমান হইয়া উঠুক, ইহাই এছলামের শিক্ষা। সারা দুনিয়ার বুক জুড়িয়া যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে তার মধ্য দিয়া এই শাশ্বত আহ্বান মানব-দৃষ্টির অন্তরালে আপন গতিপথ রচনা করিয়া যাইতেছে, একথা অমোঘ সত্য। হেগ, কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত, মনীষী বার্ণার্ড শ'র ভবিষ্যদ্বাণী সেই ইঙ্গিতই জানাইতেছে। আমরা আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠতম আইনের অনুসারী। পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য জাতির নিকট আমাদের শিখিবার বিশেষ কিছুই নাই, শিখাইবার অনেক—কিছু আছে, এই বিশ্বাস ও উপলব্ধি আমাদের—শিক্ষিত সমাজে জাগ্রত হউক। আমিন!

অপূর্ব ক্ষমা

—[0]—

ঃ আবদুর রশীদ ওয়াসেক্‌পুরী।

আতপ দগ্ধ মরুর বালুকা, বেলা ঠিক দ্বি-প্রহর,
কোথাও কাহারো কোন সাড়া নেই, নীরবতা ধরাপর।

চলেনা কাফেলা, উড়েনা ঈগল, বালুকার চলে খেলা
এহেন সময়ে মানুষের নবী শুয়ে আছেন একেলা—

এক বিটপীর ছায়াতলে; শিরে রাখিয়া নিজের হাত
ভাবিছেন নবী মানুষের হিত; কোথা হ'তে অকস্মাৎ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দু'ধার নিশিত তলোয়ার হাতে অরি আসি একজন,
কহিল : রছুল, কে তোমা বাঁচাবে ? আমি বধিব জীবন।

চোখ মেলিতেই দেখিলেন নবী হায় একি অদ্ভুত,
শিয়রের কাছে তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া যমদূত !

"আল্লাহ্ মোরে বাঁচাবেন," জোরে কহিলেন নবীবর,
বেহেশ্‌তী এক নূরের আলোকে অলোকিল অম্বর।

"আল্লাহ" শব্দ দিক্‌দিগন্তে নিমিষে ধ্বনিয়া যায়,
শিহরণ জাগে মরু বাগে বাগে খর্জ্জুর বীথিকায়।

কাঁপিয়া উঠিল বেদীনের হাত, তলোয়ার পড়ে খসি
খোদার রছুল বিদ্যুতবেগে হাতে লয়ে সেই অসি—

কহিলেন তারে, : ওরে পাষণ্ড, কে বাঁচাবে তোরে বল্ ?
বেরুলনা কথা, নির্ব্বাক অরি, নয়নের কোণে জল।

ভয়ার্ত্ত মনে কহিল কাঁদিয়া—'তুমিই বাঁচাও মে'রে'
কহিলেন নবী : ওরে,—
দেখিস্‌নি এবে তোর হাত হতে কে বাঁচাইয়াছে মোরে ?

আমি যে তুচ্ছ ক্ষুদ্র মানুষ শক্তি কী বাঁচাবার !
শক্তিমান সে বিরাট মহান সৃষ্টির মূলাধার।

সকলকে যিনি সমান জানেন, দয়া যাঁর অফুরাণ,
তিনিই "আল্লাহ্" তোমার, আমার দিয়েছেন এই প্রাণ।

"আল্লাহ্" তোরে বাঁচাবেন ওরে তাঁহারে স্মরণ কর্,
'সৎপথে চ'লো'—কহি নবীবর, ক্ষমিলেন অতঃপর।

নবীর মধুর বাণীগুলি শুনে কাফের সে বেঈমান,
তাঁরি পদে পড়ে ঈমান আনিয়া হইল মুসলমান।

এমনি করিয়া কতনা বেদীন্ জীবন নাশিতে আসি,
বিলা'লো জীবন নবীর চরণে অপূর্ব্ব-ভালবাসি।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫। বুখারী, বয়হকী ও ইব্‌নেহয্‌ম প্রভৃতি আবুহোরায়রার উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) ন্যায় স্বীয় সহচরবর্গের— সহিত এত অধিক পরামর্শকারী কোন ব্যক্তি কদাচ দর্শন করিনাই। *

ما رايت احد قط كان اكثر مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم -

৬। ইমাম আহ্‌মদ ও ইব্‌নেহিশাম প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদর যুদ্ধে নিষ্ক্রান্ত — হইবার প্রাক্কালে — রছুলুল্লাহ (দঃ) মুহাজির ও আন্‌ছারগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। মুহাজিরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আবুবক্‌র — ছিদ্‌দীক, উমর — বিন্‌ল খাত্তাব এবং মিক্‌দাদ বিনে আম্‌র উঠিয়া দাঁড়ান। আন্‌ছারগণের পক্ষ হইতে ছঅদ বিনে উবাদা দাঁড়াইয়া বলেন, — যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ আছে তাঁহার শপথ!— আপনি যদি আমাদিগকে সাগর পাড়ি দিতে বলেন, আমরা তাহাই করিব আর আপনি যদি আরব উপদ্বীপের শেষ সীমান্ত ইয়ামনের বর্‌কুলগিমাদ পর্য্যন্ত আমাদিগকে উট চালাইয়া যাইবার আদেশ দেন, আমরা সেই আদেশ প্রতিপালন করিব। বনী-ইছ্‌রায়ীলরা হয্‌রত মুছাকে যাহা বলিয়াছিল অর্থাৎ— "তুমি আর তোমার রব্ব দুইজনে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে যাও" তেমন কথা আমরা কদাচ বলিব না। ¶

فاستشار النبى صلى الله عليه وسلم مخرجه الى بدر، فقام ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب والمقداد بن عمرو ومن الانصار سعد بن عبادة وقال : والذى نفسى بيده لوامرتنا ان نخيضها البحار لاخضناها، ولوامرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا ! ولانقول كما قالت بنواسرائيل لموسى : اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون !

* বয়হকী, ছুন্‌নে কুব্‌রা (১০) ১০৯ পৃঃ।

¶ ইবনে কছীর, বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া (৩) ২৬২—২৬৩ পৃঃ।

৭। এই বদরের যুদ্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ) হোবাব বিন্‌ল মন্‌যরের পরামর্শক্রমে শিবির সন্নিবেশের— প্রথম স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নির্দেশিত স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে হোবাব রছুলুল্লাহ (দঃ) কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য। প্রথমোক্ত স্থানে রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন অবতরণ করিলেন, তখন হোবাব তাঁহাকে বলিলেন,— হে আল্লাহর রছুল, — আপনি যে স্থানে— অবতরণ করিয়াছেন, এই স্থানে যদি আল্লাহ আপনাকে অবতীর্ণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের — অগ্রসর বা পশ্চাদ্বর্তী হইবার উপায় নাই। অথবা আপনার — ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও সামরিক সুবিধা এবং রণকৌশলের জন্য— এই স্থান নির্বাচিত হইয়াছে? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মত সামরিক সুবিধার— প্রতি লক্ষ করিয়াই এই স্থান নির্বাচিত হইয়াছে। হোবাব বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল, তাহা হইলে এই স্থান সৈন্যদলের অবতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়! আপনি লোকজন সহকারে শত্রু দলের নিকটতম জলাশয় পর্যন্ত অগ্রসর হইতে থাকুন, আমরা সেই স্থানে অবতরণ করিব এবং উক্ত জলাশয় ব্যতীত অন্যান্যগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিব। জলাশয়ে আমরা একটী হওয় তৈয়ার— করিয়া উহা ভর্ত্তি করিয়া লইব। আমরা পানী পাইব কিন্তু শত্রুপক্ষ পিপাসায় কাতর হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ)

يارسول الله ارايت هذا المنزل امنزل انزلكه الله ليس لنا ان نتقدمه ولا نتاخرعنه، ام هوالراى و الحرب والمكيدة ؟ قال بل هوالراى والحرب و المكيدة ! قال يارسول الله فان هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى تاتى ادنى ماء من القوم، فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبنى عليه حوضا، فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد اشرت بالراى -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিলেন, অতি উত্তম পরামর্শ!

৮। বয়হকী, ইব্নে হিশাম ও ইব্নে কছীর প্রভৃতি উহুদ যুদ্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিষ্ক্রান্ত হওয়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে,—

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يخرج اليهم وكان يكره الخروج فقال رجال من المسلمين ممن كان فاته بدر : يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لايرون انا جبنا عنهم وضعفنا ! فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من امرهم حب لقاء القوم حتى لبس اداته - ثم ندموا وقالوا يارسول الله اقم فالراى رايك ! فقال لهم ماينبغى لنبى ان يضع اداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه -

রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং ব্যক্তিগত ভাবে — মদীনা নগরী হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ — করার পক্ষপাতি — ছিলেননা। বাহিরে গিয়া সংগ্রাম করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কিন্তু যে সকল মুছলমান বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহর রছুল, আপনি আমাদিগকে লইয়া শত্রু— দলের সহিত সংগ্রাম করার জন্য বাহির— হইয়া পড়ুন, তাহারা যেন আমাদিগকে কাপুরুষ ও দুর্বল মনে না করে! যে সকল লোক মদীনা হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ— করার পরামর্শ দিতেছিলেন, তাঁহারা অবিরত তাঁহাদের মতকে কার্যকরী করার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর যোর দিতে থাকায় অবশেষে তিনি মদীনা— হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রসজ্জে সজ্জিত হইলেন। তাঁহার প্রস্তুতির পর তাঁহারা অনুতপ্ত হইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল, অবরুদ্ধ থাকিয়াই যুদ্ধ করুন আপনার মতই আমাদের মত! কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) আর ক্ষান্ত থাকিতে সম্মত— হইলেন না এবং বলিলেন, রছুলের পক্ষে অস্ত্রধারণ করার পর, যতক্ষণ আল্লাহ তাঁহার এবং শত্রু দলের মধ্যে মীমাংসা না করেন, তাঁহার পক্ষে অস্ত্র সম্বরণ করা বিধেয় নয়।

৯। আবু উবায়দ কিতাবুল্ আম্ওয়ালে এবং আবুদাউদ ও তিরমিযী স্ব স্ব ছুননে আব্য়য্ বিনে হাম্মালের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ইয়ামানের মাআরিব— নামক স্থানের লবণের হ্রদ জাগীর স্বরূপ — প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যখন চলিয়া— গেলেন, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলা হইল, হে আল্লাহর রছুল, আপনি আব্য়যকে যে জাগীর প্রদান করিলেন তাহার প্রকৃত অবস্থা কি— আপনি অবগত আছেন? উহাকে আপনি লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডার জাগীর দিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহা অবগত হইয়া আব্য়যের নিকট হইতে উহা— ফিরাইয়া লইলেন। ✦

انه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذى بمارب، فقطعه له . قال : فلما ولى، قيل يا رسول الله اتدرى ما اقطعت له ؟ انما اقطعته الماء العد ! قال : فرجعه منه -

১০। হুদয়বিয়ার সন্ধিশর্তে মুছলমানগণের— মধ্যে অনেকেই আপাতদৃষ্টির ফলে সন্তুষ্টিলাভ করিতে পারেননাই এবং সন্ধির কার্য সমাপ্ত হইবার পর যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সহচরগণকে বলিলেন, উঠ, কুর্বানী কর— এবং ক্ষৌরকার্য সম্পাদন কর, তখন— আল্লাহর শপথ একজনও রছুলুল্লাহর— (দঃ) কথামত দাঁড়াই লেননা। তিনবার বলার পরও যখন কেহ উঠিলেননা—

فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ! فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات ! فلما لم يقم منهم احد، قام فدخل على ام سلمة،

* ইবনেহিশাম, ছীরত (১) ৩৫৬ পৃঃ।

* ইবনেহিশাম, ছীরত (১) ৪৪৮ পৃঃ; ইবনে কছীর, বিদায়া (৪) ১১ পৃঃ।

✦ আল্আম্ওয়াল ২৭৭ পৃঃ; ছুননে আবিদাউদ— (৩) ১৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

فذكرلها ما لقى من الناس، فقالت له ام سلمة يانبى الله اتحب ذلك اخرج ثم لاتكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم كلمة حتى فعل ذلك : نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما -

তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) জননী উম্মে ছল্‌মার নিকট গমন করিলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপিত—করিলেন। উম্মে-ছলমা বলিলেন, যদি আপনি ভাল মনে—করেন আমার এই পরামর্শ গ্রহণ করুন, আপনি বাহিরে যান এবং কাহাকেও একটী কথাও বলিবেননা স্বয়ং আপনার উষ্ট্র কুর্‌বানী করুন এবং আপনার নাপিতকে ডাকাইয়া মুণ্ডিত হউন।—রছুলুল্লাহ (দঃ) জননী উম্মে ছল্‌মার পরামর্শমত বহির্গত হইলেন এবং কাহারো সহিত একটী কথাও নাবলিয়া পরামর্শ মত কার্য করিলেন, তিনি তাঁহার উষ্ট্র কুর্‌বানী করিলেন, তাঁহার নাপিতকে ডাকিয়া ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করিলেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরগণ যখন ইহা দেখিলেন তখন তাঁহারাও উঠিয়া পড়িলেন, সকলেই কুর্‌বানী করিলেন এবং একে অপরকে কামাইয়া দিতে লাগিলেন এমনকি ব্যস্ততার দরুণ তাঁহারা পরস্পর যেন মারামারি করিবেন এরূপ ভাব হইয়া পড়িল। *

১১। রছুলুল্লাহর (দঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজ্‌রতের ঘটনা সম্পর্কে ইব্‌নেহিশাম লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আবদুল্লাহ বিনে আরকৎ, যিনি দয়ল বিনে বক্‌র গোত্রের লোক এবং মুশ্‌রিক ছিলেন, তাঁহাকে মদীনার পথ প্রদর্শক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। †

فاستاجر عبد الله بن ارقط رجلا من بنى الديل ثم من بنى بكر وكان مشركا يدلها على الطريق -

১২। রছুলুল্লাহ (দঃ) আবুবক্‌র ছিদ্দীকেকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন।—আকারে ইংগিতে তাঁহার এ-মনোভাব ব্যক্ত করিলেও কদাচ স্পষ্টাকারে তাঁহার মনোনয়নের কথা প্রকাশ করেন নাই। অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়া কাগজ কলম আনিতে বলিয়াও এ মনোনয়ন শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করান নাই। জনমণ্ডলীর পরামর্শাধিকারকে বলবৎ করা এবং জনমতের সাহায্যে—খলীফা নির্বাচিত করার রীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি তাঁহার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করায় ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি জননী আয়েশার বাচনিক উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ না করুন,— মুছলমানগণ আবুবক্‌র ছাড়া অন্য কাহারো খিলাফতে একমত হইবেননা। *

و يابى الله والمؤمنون الا ابابكر!

ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদন।

মন্ত্রণা বা কাউন্‌সিল সম্বন্ধে আমরা কোর্‌আন ও ছুন্নাহর বারটী নির্দেশ উদ্‌ধৃত করিয়াছি। এই সকল নির্দেশের প্রয়োজনীয় ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং উহাদের সাহায্যে যেসকল বিষয় প্রতিপন্ন হয়, আমরা অতঃপর তাহার আলোচনা করিব।

ছুরত-আলে-ইম্‌রানের যে আয়তটী সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অন্তরভুক্ত 'আম্‌র' অর্থাৎ আদেশ বা কার্যকে আলিফ-লাম অব্যয়পদ দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এইযে, যেসকল বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কোর্‌আন ও ছুন্নাহর নির্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল বিষয় পরামর্শের অন্তরভুক্ত নয়। ওয়াহীর বহির্ভূত বিষয়গুলির জন্যই শুধু পরামর্শের ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। আকায়েদ (Faith), ইবাদাত এবং হালাল হারাম সম্পর্কিত ব্যাপারগুলিকে পরামর্শের অন্তরভুক্ত করিতে গেলে ইছ্‌লাম ঐশীধর্মের পরিবর্তে মানুষের তৈয়ারী কৃত্রিম সাপেক্ষিক ধর্মে (Relative Religion) পরিগণিত—হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্থান, সময় ও প্রয়োজনের গুরুত্ব

* বুখারী (২) ৭৯; তাবারী, তারীখ (৩) ৮০ পৃঃ।

† ইব্‌নেহিশাম, ছীরত (১) ২৬৭ পৃঃ।

* মুছ্‌লিম (২) ২৭৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও ভেদাভেদের জন্যই পরামর্শের প্রয়োজন, নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত বিষয়সমূহে মন্ত্রণা নিরর্থক।

ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম বলেন যে, সিদ্‌ধতা ও — অসিদ্‌ধতা সাব্যস্ত করার সংগে শুরার কোন সম্পর্ক নাই। যে বিষয়গুলি জনমণ্ডলীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেবল সেই সকল বিষয়ের জন্য পরামর্শের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। *

প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ ও শান্তিকালীন জাতির সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রয়োজন এবং শর্‌য়ী আদেশের নিবর্তন ও প্রয়োগ উল্লিখিত "আল্‌আম্‌রে"র পর্যায়ভুক্ত। আলে-ইম্‌রানের উক্ত আয়ত উহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর অবতীর্ণ হইয়াছিল, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে উক্ত আয়তে আদেশ করা হইয়াছে যে, উহুদ যুদ্ধের জন্য মদীনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া বিষয়ে জনমণ্ডলীর পরামর্শ ভ্রান্তিমূলক এবং উহার পরিণাম ক্ষতিকারক হইলেও আপনি যুদ্ধের পূর্বকালীন মন্ত্রণার রীতি পরিহার করিবেন না। ইমাম বা নেতার একক সিদ্‌ধান্ত হদি নির্ভুলও হয়, তথাপি ভাবী মুছ্‌লীম রাষ্ট্রের আদর্শরূপে পার্লামেন্টারী বা শুরার রীতি প্রবর্তন করা অধিকতর কল্যাণপ্রসূ হইবে। সমষ্টির সিদ্‌ধান্ত একক অভিমত অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল হওয়া স্বাভাবিক, উহা স্বৈরাচারের প্রতিষেধক। একক সিদ্‌ধান্ত অনুসারে সমুদয় রাষ্ট্রীক ও সামাজিক কার্য পরিচালনা করার মধ্যে বিপদ, সংকট ও ভ্রান্তির সম্ভাবনাই অধিক। এই সকল কারণে ইছ্‌লামী শাসনসংবিধানে কোর্‌আন ও ছুন্নাহর পরেই শুরা বা মন্ত্রণা স্থানলাভ করিয়াছে।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম হাদীছগুলির সাহায্যে দুইটী বিষয় প্রমাণিত হয়,

প্রথম, যাঁহারা রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্য মন্ত্রণা দ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্‌ধান্ত অবশ্য-অনুসরণীয় মনে করেন না এবং পরামর্শের রীতিকে জনমণ্ডলীর মনস্তুষ্টি বিধানের অভিনয় মাত্র মনে করেন, উল্লিখিত হাদীছগুলি তাঁহাদের মতের ভ্রান্তি সাব্যস্ত করিতেছে, পক্ষান্তরে মন্ত্রণার দ্বারা যে সিদ্‌ধান্ত স্থিরীকৃত হইবে, তাহা যে রাষ্ট্রাধিনায়কের পক্ষে অবশ্য প্রতিপালনীয়, উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা তাহা সন্দেহাতীত ভাবে সাব্যস্ত হইতেছে।

আমাদের প্রতিপাদিত দফাটী যে অভ্রান্ত,— রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট উক্তির সাহায্যেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে,— ইবনে-মর্‌ওয়ে আলী মুর্তযার— বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে ছুরত আলে ইম্‌রানে উল্লিখিত মন্ত্রণা-আয়তের অন্তর্গত "আয্‌ম"— (ع—ز—م) শব্দের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি (দঃ) বলিলেন, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসরণ করার কার্যকে— আয্‌ম বলে। *

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم ؟ فقال مشاورة اهل الراى ثم اتباعهم —

দ্বিতীয়, উল্লিখিত হাদীছগুলির সাহায্যে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ওয়াহীর মধ্যস্থতায় যে সকল রাষ্ট্রীক বা সামাজিক বিষয়ে রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন নির্দেশ লাভ করেন নাই, সেই সকল বিষয়ে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত পরিহার করিয়া জনমতকে অগ্রগণ্য করিয়াছেন। অতএব আজ ওয়াহী অবতীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাথাকায় এবং নবুওতের চরমত্ব ঘটায় রাষ্ট্রীক ও সামাজিক যে সকল বিষয়ে কোর্‌আন ও ছুন্নাহর কোন নির্দেশ বিদ্যমান নাই, সেই সকল— বিষয়ে রাষ্ট্রাধিনায়ক বা কোন মুজতাহিদের ব্যক্তিগত অভিমত অগ্রগণ্য করা হইবে না।

দশম হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইছলামে নারীদের পরামর্শাধিকার সকল ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। যে সকল বিষয়ে নর নারীর প্রজ্ঞা সমান, বিশেষতঃ যে সকল ব্যাপার নারীদের সহিত বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত, সে সকল বিষয়ে পুরুষের মতই নারীদের পরামর্শের অধিকার রহিয়াছে।

যে সকল অমুছলমান ইছলামী রাষ্ট্রের শুভাশুধ্যায়ী এবং উহার বিশ্বস্ত নাগরিক, একাদশ হাদীছের সাহায্যে তাহাদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ

* ইব্‌নেহয্‌ম, আল্‌ইহ্‌কাম (৬) ৩০ পৃঃ।

* ছৈয়ুতী, দুর্‌রে মন্‌ছুর (২) ৯০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করার বৈধতা প্রমাণিত হইতেছে।

শাসন-সংবিধানের তৃতীয় স্তম্ভ মন্ত্রণা বা শুরা সম্বন্ধে আরও দুইটী হাদীছ এবং কতিপয় উক্তি—আমাদের অভিমতের পোষকতায় উদ্ধৃত করিতেছি:

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ রছুলুল্লাহর (দঃ)—উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) পরামর্শ করার কোন রূপ প্রয়োজন না—থাকিলেও আমার—

اما ان الله و رسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة لامتى، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيا –

উম্মতের জন্য আল্লাহ পরামর্শের রীতিকে রহমত করিয়াছেন। যাহারা পরামর্শ-বিধির অনুসরণ করিবে, তাহারা কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবেনা আর যাহারা এ রীতি পরিহার করিবে তাহারা ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইবে না,— ইব্নে আদী ও বয়হকী।

আলী মুর্তযা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, বিনাপরামর্শে কাহাকেও আমার স্থলাভিষিক্ত করা সমীচীন হইলে আমি আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদকে স্থলাভিষিক্ত করিতাম,—হাকিম।

لو كنت مستخلفا احدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن ام عبد –

হাছান বছরী বলেন, আল্লাহ ইহা অবশ্যই—অবগত ছিলেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্য জনমণ্ডলীর পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনের পর তদীয় উম্মতের জন্য পরামর্শের ছুন্নৎকে বলবৎ করার উদ্দেশ্যে উহার নির্দেশ দিয়াছিলেন,—বয়হকী। *

আমাদের যুগের মনীষী মরহুম আল্লামা ছৈয়দ রশীদ-রিযা এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার—সারাংশ এইযে,—

"রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবদ্দশায়, যখন মুছলমানদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল এবং মক্কাজয়ের অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারা মদীনার মছ্জিদে সংকুলিত হইতে পারিতেন, তখন মন্ত্রণার রীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সহচরগণের মধ্যে অধিকাংশের সহিত, যাঁহারা ছওয়াদেআ'যম (السواد الاعظم) নামে পরিচিত এবং যাঁহারা তাঁহার কাছে প্রায়শঃ অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। যেসকল ব্যাপার প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করা জাতির স্বার্থের পক্ষে হানিকর বিবেচিত হইত, সেসকল বিষয়ে শুধু অভিজ্ঞ ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সহিত পারামর্শ করিতেন। কোরায়শগণের রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত যুদ্ধকরার উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে যাত্রা করার সংবাদ যখন তিনি অবগত হইলেন, তখন মুহাজির ও আন্ছারগণ স্পষ্টভাবে মক্কাবাসীগণের প্রতিরোধ করার সংকল্প প্রকাশ নাকরা পর্যন্ত তিনি বদর-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হননাই। উহদের ব্যাপারেও তিনি সকলের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। জাতির সমুদর ব্যাপারেই এইভাবে রছুলুল্লাহ (দঃ) পরামর্শ করিয়া কার্য করিতেন, অবশ্য যেসকল ব্যাপারে ওয়াহী অবতীর্ণ হইত, সেগুলি তিনি চূড়ান্তভাবেই বলবৎ করিতেন, সেসকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেননা। মুছলমানগণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং পৃথিবীর দূরবর্তী প্রান্তসমূহে ইছ্লাম বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং প্রত্যেক জনপদে বুদ্ধিমান ও প্রভাবশীল মুছলমানদের অভাব রহিলনা, তখনও রছুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন কারণে পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রণা রীতির বাঁধাধরা বিস্তৃত সংবিধান ও ব্যবস্থা জাতির হস্তে প্রদান করেননাই—

প্রথম, পার্লামেণ্টারী নিয়ম ও রীতি জাতির সমষ্টিগত অবস্থা, যুগ ও স্থান অনুসারে বিভিন্নরূপী হইতে বাধ্য। মক্কাজয়ের পর রছুলুল্লাহ (দঃ) অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, তিনি জানিতেন যে, ইছ্লাম-রাজ্য বহুবিস্তৃত হইবে এবং পৃথিবীর বহু জাতি উহার পতাকামূলে সমবেত হইবে, সুতরাং পরামর্শের—নিয়ম কানুন সমোয়োচিতভাবে রচনা করার অধিকার তিনি জাতির হস্তেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়, মন্ত্রণার নির্দিষ্ট ও পূর্ণ বিধান যদি রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং রচনা করিয়া যাইতেন, তাহাহইলে প্রয়োজন মত উহার সংশোধন ও পরিবর্তনের উপায়

* ছৈয়ুতী, দুর্রেমন্ছুর (২) ৯০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকিতনা।

তৃতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং পরামর্শের জন্য আদিষ্ট ছিলেন, সুতরাং নিজের ইচ্ছামত পার্লামেন্টারী সংবিধান রচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা আর তদানীন্তন জনমণ্ডলীর পরামর্শের অনুসরণ—করিয়া এবিষয়ে বিস্তৃত বিধান রচনা করিলে উহদ-যুদ্ধের পরামর্শের ন্যায় উহা ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনাও বিদ্যমান ছিল এবং উহার কুফল জাতিকে—অনাগত ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ভুগিতে হইত।" ¶

কিন্তু বিস্তৃত ও সম্পূর্ণাকারে না হইলেও মন্ত্রণা-বিধানের মূলসূত্র যেগুলি, কোর্‌আন ও ছুন্নতে সে-সমস্তের ইংগিত প্রদত্ত হইয়াছে এবং খুলাফায়ে-রাশেদীনের পরিগৃহীত পরামর্শরীতির মধ্যে উল্লিখিত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মন্ত্রণার নিয়ম—

১। মইমুন বিনে মিহরান বলেন যে, আবুবক্‌র ছিদ্দীকের নিকট কোন বিচার্যবিষয় উপস্থিত—হইলে তিনি উহার মীমাংসার জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহর গ্রন্থের নির্দেশ অনুসন্ধান করিতেন। কোর্‌আনে উক্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আদেশ দিতেন, কোর্‌আনে যে বিষয়ের মীমাংসা থাকিত না, অথচ সে সম্পর্কে যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ তাঁহার জানা থাকিত, তিনি উক্ত হাদীছ অনুসারে আদেশ করিতেন। যদি সে সম্পর্কে তাঁহার হাদীছও অজ্ঞাত থাকিত তাহা হইলে তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন এবং মুছলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন ও বলিতেন, আমার সম্মুখে এই রূপ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, আপনারা কি এ সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন নির্দেশ অবগত আছেন? কখনো এমনও—ঘটিত যে, সমুদয় লোক তাঁহার নিকট সমবেত হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ রছুলুল্লাহর (দঃ)—নির্দেশ তাঁহাকে জ্ঞাত করিতেন। তখন আবুবক্‌র আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,— আল্‌হাম্‌দো—লিল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাঁহারা আমাদের রছুলের হাদীছ স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। কাহারো নিকট হইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন নির্দেশ প্রাপ্ত না হইলে আবুবক্‌র নেতৃস্থানীয় ও উৎকৃষ্ট মুছলমানদিগকে সমবেত করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতেন,—— দারমী।¶

২। ইমাম আবু উবায়দ কাছেম বিনে ছাল্লাম কিতাবুল কযা গ্রন্থে ময়মুনের বাচনিক রেওয়ায়ত—করিয়াছেন যে, উমর ফারুকও উপরি উক্ত নিয়মের অনুসরণ করিতেন। *

৩। যুহুরের পুত্র কুবায়ছা বলেন যে, কোন—ব্যক্তির পিতামহী আবুবক্‌র ছিদ্দীকের নিকট আসিয়া তাহার অংশের কথা জিজ্ঞাসা করে। আবু বক্‌র বলিলেন, আল্লাহর গ্রন্থে তোমার অংশ উল্লিখিত—নাই এবং এ সম্পর্কে আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশও অবগত নই। এখন তুমি চলিয়া যাও, আমি—লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব। অতঃপর—আবুবক্‌র ছিদ্দীক ছাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুগীরা বিনে শো'বা বলিলেন, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি পিতামহীকে ষষ্ঠাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। আবু বক্‌র জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সংগে এ কথা আরও কি কেহ শুনিয়াছে? তখন মোহাম্মদ বিনে মুছলিমা উঠিয়া—দাঁড়াইলেন এবং উপরিউক্ত ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর আবুবক্‌র উক্ত হাদীছের নির্দেশ বলবৎ করিলেন।—মালেক। ◆

৪। আবদুল্লাহ বিনে উমর বলেন, উমর ফারুক অন্তিম সময়ে বলিলেন, আমি যদি কাহাকেও আমার স্থলাভিষিক্ত করিয়া না যাই, তাহা হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) কোনও ব্যক্তিকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান নাই আর যদি আমি স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাই, তাহা হইলে আবুবক্‌র স্বীয় স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া-

¶ তফ্‌ছীর—আল্‌মানার (৪) ২০০—২০২ পৃঃ

¶ মুছ্‌নদে দারমী, ৩২ পৃঃ।

* ইলামুল মুয়াক্কেয়ীন (১) ৭০ পৃঃ।

◆ মুওয়াত্‌তা, ৩২৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ছিলেন ইব্নেউমর বলেন, আল্লাহর শপথ!—যখনই উমর রছুলুল্লাহ (দঃ) ও আবুবক্রের কথা বলিলেন, তখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার পিতা কাহারো জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শ অতিক্রম করিবেন না এবং তিনি কাহাকেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিবেন না,— মুছ্লিম। *

৫। ছঈদ বিন্নুল মুছাইয়েব বলেন, উমর ফারুকের ফত্ওয়া ছিল, স্ত্রী তাহার স্বামীর দীয়তের (নিহত অথবা আহত হইবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ) অংশ প্রাপ্ত হইবেনা। যাহ্হাক বিনে ছুফ্য়ান উমরকে—লিখিয়া পাঠান যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আশ্য়াম যাবাবীর স্ত্রীকে তাহার স্বামীর দীয়তের চতুর্থাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। উমর ইহা অবগত হইয়া স্বীয় ফত্ওয়া প্রত্যাহার করেন—ইব্নে মাজা। ক

৬। উমর ফারুক অগ্নিপূজকদের নিকট হইতে জিয্য়া গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেননা, কিন্তু আবদুর্রহ্মান বিনে আওফ একথার সাক্ষ্য দেওয়ায় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) হিজ্রের অগ্নিপূজকদের জিয্য়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, উমর ফারুক স্বীয় মত পরিবর্তিত করেন এবং তাহাদেব নিকট হইতে জিয্য়া গ্রহণ—করার আদেশ দেন, —বুখারী। ক

৭। উছ্মানগনীর ফত্ওয়া ছিল যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী আপন ইচ্ছামত স্থানে থাকিয়া ইদ্দৎ পালন করিতে পারে। আবুছঈদ খুদ্রীর ভগ্নী ফুরয়আ বলেন, আমি আমার আত্মীয়গণের মধ্যে থাকিয়া ইদ্দত প্রতিপালন করিবার অনুমতি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট চাহিয়াছিলাম। রছুলুল্লাহ (দঃ) আমার কথা শুনিয়া বলিলেন,— আল্লাহর বিধানের মীআদ পর্যন্ত তুমি স্বামীর গৃহেই অবস্থান কর। উছ্মান গনী তাঁহার খিলাফতে আমাকে ডাকাইয়া—পাঠাইলেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) উপরিউক্ত আদেশের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার নিকট হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উছ্মান স্বীয়—ফত্ওয়া প্রত্যাহার করিলেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অনুসারে আদেশ জারী করিলেন,—মালেক। *

৮। মুছাইয়েব বিনে রাফেঅ বলেন, উমর—ফারুকের নিকট যদি এমন কোন বিষয় উপস্থাপিত হইত, যাহার মীমাংসা আল্লাহর গ্রন্থে অথবা রছুলুল্লাহর ছুন্নতে মিলিতনা, তখন তিনি তাঁহার মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিতেন এবং বিদ্বানগণকে সমবেত—করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উক্ত বিষয় উপস্থাপিত করিতেন এবং তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে সমবেত হইতেন, তাহা বলবৎ করিতেন,— বুখারী। ক

মন্ত্রণার যেসকল দৃষ্টান্ত এযাবৎ উল্লিখিত হইল, তদ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইল যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের মন্ত্রণার প্রধান উপাদান ছিল—কোর্আন ও ছুন্নাহ। এই দুই বস্তুর বিদ্যমানতায় তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমত কদাচ অগ্রগণ্য করিতেননা এবং সমুদয় সমস্যার সমাধানকল্পে সর্বপ্রথম তাঁহারা কোর্আন ও ছুন্নাহর নির্দেশ অবগত হইবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। শয়খুল ইছ্লাম ইব্নে তায়মিয়া বলেন, রাষ্ট্রাধিনায়ক যখন কোন বিষয়ে—পরামর্শ করিবেন, তখন যদি মন্ত্রণাদাতাগণের মধ্যে কেহ কোর্আন, ছুন্নাহ অথবা মুছ্লিমগণের সমবেত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ইজ্মার সাহায্যে আলোচ্য বিষয় প্রমাণিত করিতে পারেন, তাহাহইলে রাষ্ট্রাধিনায়কের পক্ষে উহা অনুসরণ করা ওয়াজিব হইবে এবং কোর্আন ছুন্নাহ ও সর্বসম্মত ইজ্মার প্রতিকূল কাহারো নির্দেশ, তিনি ধর্মীয় বা পার্থিব প্রতিপত্তির দিকদিয়া যতই বড় হউননা কেন, অনুসরণযোগ্য হইবেনা। আর যদি বিষয়টী মতভেদমূলক হয় তাহাহইলে—মন্ত্রণাদাতাগণের প্রত্যেকের আপনাপন অভিমত পরিষ্কার ভাবে ব্যক্তকরা এবং কেন তিনি ঐ মত—পোষণ করেন, তাহার কারণ দর্শান কর্তব্য হইবে এবং যাহার সিদ্ধান্ত কোর্আন ও ছুন্নাহর নির্দেশের অনুরূপ হইবে, তাহার মতকে অগ্রগণ্য করিতে—হইবে। ক

* ছহীহ মুছ্লিম (২) ১২০ পৃঃ।
ক ছুনন, ১৯৪ পৃঃ।
ক ছহীহ (২) ১২৯ পৃঃ।

* মুওয়াত্তা, ২১৭ পৃঃ। ক ই'লাম (১) ৯৭ পৃঃ।
ক ইব্নে তায়মিয়া, ছীয়াছতে-শর্ঈয়া, ৭৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কিন্তু শুধু কোর্‌আন ছুন্নাহ ও বিশুদ্ধ ইজ্‌মার অনুসন্ধান কল্পে বা ওগুলির সাহায্যে একটী সমবেত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যেই যে সকলসময়ে মন্ত্রণার আবশ্যক তাহা নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলিয়াছেন, যাহা শরীঅতের অনুকূল, তাহাছাড়া— রাষ্ট্রের শাসন সংবিধান বিরচিত হইতে পারেনা। ইহার তাৎপর্য অনেকে এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে. কোর্‌আন ও ছুন্নাহ ছাড়া সংবিধান রচনা করার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারিবেনা। কিন্তু ইমাম ছাহেবের উক্তির এই ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। তাঁহার কথার তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, পরামর্শ দ্বারা রাজ্য-শাসনের যে বিধি অবলম্বিত হইবে, তাহা কোনক্রমেই শরীঅতের মূলনীতির বিরুদ্ধ হইতে পারিবেনা। ইছ্‌লামী রাজ্যশাসন বিধির মূলনীতি কোর্‌আন ও ছুন্নাহর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতক্ষণ এই মূল-নীতির মর্যাদাহানি হইবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, তমদ্দনীক ও সামরিক সমূদয় বিষয় মন্ত্রণা বা কাউন্সীলের সাহায্যে মীমাংসিত হইতে পারিবে। মন্ত্রণাদ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত— কোরআন ও ছুন্নাহতে উল্লিখিত থাকুক কি নাথাকুক, তাহাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, দ্রষ্টব্য হইবে শুধু এইটুকু যে, উক্ত সিদ্ধান্ত কোর্‌আন ও ছুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশের যেন বিপরীত নাহয়।

রাজনীতির ব্যখ্যা,

পঞ্চম শতকের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, দার্শনিক ও গ্রন্থকার ইমাম আবুল ওফা আলী বিনে আকীল— বাগদাদী (৪৩২—৫১৫) বলেন. যে আচরণ দ্বারা জনমণ্ডলী শান্তি ও— কল্যাণের নিকটবর্তী এবং অশান্তি ও বিপর্যয় হইতে দূরবর্তী হইতে পারে, সে ব্যবস্থা রছুলুল্লাহ্ (দঃ) নির্ধারিত না করিয়া থাকিলেও এবং সে সম্পর্কে ওয়াহী অবতীর্ণ না হই-লেও তাহাকেই রাষ্ট্রশাসন বা ছিয়াছত বলে। *

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول ولانزل به وحى -

* ইব্‌নুল কাইয়েম. তুরুকে হিকামীয়াহ, ১৩ পৃঃ।

ইছলামী রাজনীতির তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য যথা-যথ ভাবে হৃদয়ংগম না করার দরুণ মুছলমানদিগকে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। একদল মনে করেন যে, কোর্‌আন, হাদীছ এবং পূর্ববর্তী— উলামা ও ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের এক চুল বাহিরে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হইল! তাঁহারা রাজনৈতিক প্রত্যেকটী বিধান ও নির্দেশের জন্য— কোর্‌আন, হাদীছ এবং ইজ্‌মার প্রমাণ দাবী করিয়া থাকেন, কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে প্রয়োজনের অভিনবত্ব অফুরন্ত এবং সমস্ত খুঁটিনাটির স্পষ্ট নির্দেশ কোর্‌আন, হাদীছ বা পূর্ববর্তী ইজ্‌মার ভিতর অনু-সন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ফলে এই দলটী প্রণবতা বা ইজ্‌তিহাদকে অস্বীকার করিয়া কার্যতঃ ইছ্‌লা-মেরই অচলতা সাব্যস্ত করিতেছেন। পক্ষান্তরে— ইহার বিপরীত আর একটী দল গবেষণা ও অনুসন্ধিৎ-সার সমস্ত বালাই দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ— মুজ্‌তাহিদ ও বিশেষজ্ঞের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। প্রগতিশীল বলিয়া দাবী করিলেও এই দলটী প্রকৃতপ্রস্তাবে ইউরোপ ও আমেরিকার জড়-বাদী পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্ধপূজারী ছাড়া আর কিছুই নহেন। তাঁহারা যাহা কিছু দেখেন, জড়বাদীদের দৃষ্টিভংগী লইয়াই দর্শন করেন, যাহা কিছু চিন্তা— করেন জড়বাদী মন ও মস্তিষ্কের উচ্ছিষ্ট কল্পনা-বিলা-সের উপাদান লইয়াই চিন্তা করিয়া থাকেন! কিন্তু যাহা সত্য ও সঠিক, তাহা চরমপন্থীগণের পরিগৃহীত উভয় পথের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত!

هم كعبه و هم بت كده سنگ ره ما بود'
رفتيم وصنم بر سر محراب شكستيم !

ইব্‌নে-আকীল সত্য কথাই বলিয়াছেন,— "এ বড় জটিল সমস্যা! এইখানে অনেকেরই পদস্খলন হয়, অনেকেরই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে! যে পথে চলিয়া এ-সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে, তাহা অতিশয় সংকীর্ণ ও দুরধিগম্য! এক দল বাড়াবাড়ি করিয়া সীমা ডিঙাইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে জনমণ্ডলীর— ন্যায্য অধিকার অপহৃত হইয়াছে এবং ব্যভিচারী দল অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

এই দলটী স্বীয় আচরণ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছে—যে, শরীঅত জনকল্যাণের অনুকূল ও পরিপোষক নয় এবং উহার জন্য শরীঅতের বাহিরে গিয়া অন্য কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সত্যলাভ ও সত্যপ্রতিষ্ঠার যে পথ, তাহারা উহা রুদ্ধ করিয়া—ফেলিয়াছে, অথচ তাহারা নিশ্চিত রূপে জানিত যে, এই পথ ধরিয়াই সত্যের রাজপথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু শুধু এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, উহা শরয়ী বিধানের প্রতিকূল, তাহারা উক্ত পথ বর্জন করিয়াছে। অথচ আল্লাহর শপথ! এ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক! রছুলুল্লাহ (দঃ) যে বিধান লইয়া আগমন করিয়াছিলেন, এ পদ্ধতি কিছুতেই তাহার পরিপন্থী নয়! যাহারা পরিপন্থী মনে করে, তাহারা তাহাদের সুস্থপ্রজ্ঞার অভাবেই এ রূপ ধারণার—বশবর্তী হইয়াছে। এই ভুলপথ অবলম্বন করার—প্রকৃত হেতুবাদ এই যে, শরীঅতকে বুঝিতে আর বাস্তবকে উপলব্ধি করিতে তাহাদের প্রমাদ ঘটিয়াছে এবং উভয়বিধ প্রমাদের সংমিশ্রণের ফলে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। শাসনকর্তার—দল যখন ইহা দেখিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এই দলটী শরীঅতের যে তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার সাহায্যে জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তখন তাঁহারা নিজেদের কল্পিত শাসন-সংবিধানের সাহায্যে এক সুদীর্ঘ অমংগল এবং সুদূরপ্রসারী অশান্তির—দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলেন। ফলে সমস্তই বিগড়াইয়া গেল, সংশোধন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীঅতের—তাৎপর্য উপলব্ধি করা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। এই ঘূর্ণিবাত্যা ও সংকট হইতে উদ্ধার লাভ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

"উপরিউক্ত দলের প্রতিপক্ষ চরম দলটী উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল এবং আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) আদেশের বিপরীত পথের অনুগামী হইল।

"আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ)কে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ এবং যে কারণে তাঁহার গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হওয়ার—ফলেই উপরিউক্ত চরমপন্থী দুইদল বিপথগামী হইয়াছে।"

শাসন সংবিধানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য,

ইব্‌নে আকীল বলেন,— পৃথিবীতে রছুলগণের আগমন এবং ঐশী-গ্রন্থ সমূহের অবতরণের উদ্দেশ্য হইতেছে—— মানুষকে ন্যায়পথে প্রতিষ্ঠিত—করা। এই সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার—বিধান অনুসারেই—

ان الله سبحانه ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهوالعدل الذى قامت به الارض والسموات فاذاظهرت امارات العدل واسفر وجهه باى طريق كان فثم شرع الله ودينه -

পৃথিবী এবং আকাশসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা সঠিক ও ন্যায়সংগত তাহার নিদর্শন প্রকটিত হইলে এবং যেকোন উপায়ে হউক ন্যায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিলেই আল্লাহর শরীঅত ও দীন সার্থক হইল। সত্য প্রতিষ্ঠার কতক উপায় ও নিদর্শন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তদপেক্ষা স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর উপায় ও লক্ষণাদিকে অস্বীকার করা এবং সেগুলির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তদনুসারে আদেশ প্রদান এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার কার্য নিবারিত করা মহিমান্বিত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ যেসকল পন্থা ব্যবস্থিত করিয়াছেন, সেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করা। যে উপায়ের সাহায্যে সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই দীন, উহা কদাচ তাহার বিপরীত নয়। অতএব একথা বলা কোনক্রমেই সংগত হইবেনা যে, শাসনের যে বিধি ন্যায়সংগত, শরীঅতে তাহার উল্লেখ নাই বলিয়াই উহা শরীঅতের বিপরীত, বরং শরীঅত যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, উহা তাহার অনুকূল, অধিকন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা শরীঅতেরই অংশ। আমরা তোমাদের পরিভাষায় উহাকে রাজনীতি—বলিয়া অভিহিত করিলেও আল্লাহ ও তদীয় রছুলের নির্দেশিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উপায় ও নিদর্শন ছাড়া উহা আর কিছুই নয়। *

* ইব্‌নুল-কাইয়েম, তুরুকে হেকামীয়াহ, ১৪পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মন্ত্রণাদ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়সমূহের নযীর,

যেসকল বিষয়ে কোর্‌আন ও ছুন্নাহ নীরব, অথচ খুলাফায় রাশেদীন পরামর্শের সাহায্যে সেগুলির মীমাংসা করিয়াছেন, এরূপ বিষয়ের ভূরি ভূরি নযীর রহিয়াছে। আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি উদ্‌ধৃত করিতেছি,—

১। দ্বাদশ হিজরীতে আবুবক্‌র ছিদ্‌দীকের খিলাফতে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন—পর্যন্ত কোর্‌আন পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নাই। প্রস্তর ফলকে ও খেজুরের পাতায় উহা লিপিবদ্ধ ছিল এবং হাফিয ছাহাবাগণ উহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোরআনের হাফিযগণের মধ্যে উমর ফারুক, যয়েদ বিনে ছাবিত, আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ ও উবাই বিনে কাআব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইয়ামার যুদ্ধে যখন কোরআনের বহু হাফিয শহীদ হইলেন, তখন উমর ফারুক অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যয়েদ বিনে ছাবিত বলেন যে, উমর ফারুক আবুবক্‌র—ছিদ্‌দীকের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, ইয়ামামার যুদ্ধ কোরআনের ধারকগণের পক্ষে বড়ই—কঠিন হইয়াছে এবং আমার আশংকা হয় যে সর্বত্র কোরআনের হাফিযগণ ব্যাপক ভাবে নিহত হইয়াছেন, এইরূপ চলিতে থাকিলে কোরআনের বহুলাংশ বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়া যাইবে। আমার পরামর্শ—এই যে, আপনি কোরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করিবার নির্দেশ দান করুন। আবুবক্‌র বলিলেন, যে কার্য রছুলুল্লাহ (দঃ) করেন নাই আমি কেমন—করিয়া তাহা করিব? উমর বলিলেন, আল্লাহর—কছম, ইহা মংগলজনক! আবুবক্‌র বলেন, উমর আমাকে পুনঃ পুনঃ এই কার্যের জন্য উৎসাহিত—করিতে থাকিলেন এবং অবশেষে আল্লাহ আমার মনের দ্বিধা বিদূরিত করিলেন এবং উমর যে মত প্রকাশ—করিয়াছিলেন আমিও তাহা মংগলজনক বলিয়া—সিদ্ধান্ত করিলাম। আবুবক্‌র ছিদ্‌দীক যয়েদ বিনে ছাবিতকে বলিলেন, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান, আমরা তোমার মধ্যে কোন দোষ দেখিনা, তুমি রছুলুল্লাহর (দঃ) ওয়াহী তাঁহার জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ করিতে, অতএব তুমি কোরআন সমষ্টিগত ভাবে—সংকলিত কর। যয়েদ বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আপনি যদি কোন পাহাড়কে স্থানান্তরিত করার কাজ আমাকে সমর্পণ করিতেন, কোরআন সংকলন করার কাজ অপেক্ষা উহা আমার পক্ষে কঠিন হইত না! যে কার্য রছুলুল্লাহ করেন নাই, আপনারা কেমন—করিয়া তাহা করিবেন? আবুবক্‌র বলিলেন, আল্লাহর শপথ উহা মংগলজনক! যয়েদ বলেন, আবুবক্‌র ছিদ্‌দীক পুনঃ পুনঃ এত অধিকবার এই কার্যের জন্য আমাকে উৎসাহিত করিতে থাকিলেন যে, আল্লাহ আবুবক্‌র ও উমরের হৃদয়কে যে কার্যের জন্য মুক্ত—করিয়াদিয়াছিলেন, আমার হৃদয়কেও তজ্জন্য মুক্ত করিয়া দিলেন, আমার সকল দ্বিধা তিরোহিত হইল। আমি খেজুরের পাতা, ছিন্ন পত্র, প্রস্তর ফলক এবং মানুষের স্মৃতি হইতে গ্রহণ করিয়া কোরআন সংকলিত করিলাম। উক্ত গ্রন্থ আবুবক্‌রের ওফাত—পর্যন্ত তাঁহার নিকট অতঃপর উমরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার নিকট, তারপর তদীয় কন্যা জননী হাফছার নিকট গচ্ছিত ছিল, রাযিয়াল্লাহো আনহুম—বুখারী।*

২। রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোক প্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরেই আরব উপদ্বীপের বহু গোত্র—যাকাৎ প্রদান করিতে অস্বীকার করে। ইব্‌নে কছীর বলিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি—গোত্র ছিল, যাহারা যাকাৎকে নীতিগত ভাবে অস্বীকার করে নাই, তাহারা ইছলামের অন্যান্য আচার ও অনুষ্ঠানও অমান্য করে নাই; শুধু আবুবক্‌র ছিদ্‌দীকের হস্তে যাকাৎ দিতে তাহারা সম্মত ছিল না। তাহাদের বক্তব্যের সারাংশ ছিল, যে "ছুরত আত্‌তওবার ১০৩ আয়তে—আল্লাহ তদীয় রছুলকে মুছলমানদের ধন হইতে যাকাৎ ওছুল করার—আদেশ দিয়াছিলেন এবং এই কার্য দ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র ও শোধিত করিবার অধিকার রছুলুল্লাহ (দঃ)কে

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم !

* বুখারী, ছহীহ (৪) ১৫৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যাকাৎদাতা-গণের জন্য দোআ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই আয়তে রছুলুল্লাহর (দঃ) দোআকে মুছলমানদের জন্য শান্তিদায়িনী বলিয়া আল্লাহ অভিহিত করিয়াছেন, অথচ রছুল ছাড়া অন্য কাহারো জন্য মানুষকে পবিত্র ও শোধিত করার অধিকার স্বীকৃত হয় নাই এবং অন্য কাহারো প্রার্থনা যে মুছলমানগণের জন্য শান্তিদায়ক হইবে, ইহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং তাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) তিরোভাবের পর অন্য—কাহারো হস্তে যাকাৎ দিতে পারে না।" এই দলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, সে সম্বন্ধে—ছাহাবীগণের সহিত আবুবকরের সুদীর্ঘ পরামর্শ ও আলোচনা চলিতে থাকে। উমর ফারুক এবং বহু—ছাহাবীর মত ছিল যে, উক্ত দলকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক, কিন্তু আবুবকর ছিদ্দীক কোর্‌আন ও হাদীছের ব্যাখ্যা এবং বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে উমর ফারুক এবং তাঁহার পক্ষভুক্ত দিগকে পরাস্ত করেন এবং যাকাৎ দিতে যাহারা—অস্বীকার করিতেছিল, তাহাদিগকে অস্ত্র যুদ্ধে পরাভূত করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। *

যাহারা যাকাতের ফর্‌যিয়তকে অস্বীকার করেনা, অথচ উহা ইছলামীরাষ্ট্রের কোষাগারে জমা না দিয়া স্বয়ং হকদারদের মধ্যে বিতরণ করিতে ইচ্ছুক,—তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ কোর্‌আন ও ছুন্নাহতে বিদ্যমান নাই। আবুবকর ছিদ্দীক পরামর্শের সাহায্যে তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহীদের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের সাহায্যে তাহাদিগকে যাকাৎ প্রদান করিবার জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন। মুছলমানদের ধনপ্রাণ ও মর্যাদার পবিত্রতা কোর্‌আন ও বিশুদ্ধ ছুন্নতের সাহায্যে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে, কিন্তু যাহারা রাষ্ট্রাধিনায়কের হস্তে যাকাৎ প্রদান করিতে অস্বীকৃত—তাহাদের কুফর প্রমাণিত হয় নাই, অথচ আবুবকরের সময়ে মন্ত্রণার সাহায্যে তাহাদের ধনপ্রাণে হস্তক্ষেপ করার বৈধতা সাব্যস্ত হইয়াছিল।

৩। উমর ফারুকের শাসনকাল পর্যন্ত উপরোক্ত রীতি সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু উছ্‌মানগনীর খিলাফতে আবার উহা পরিবর্তিত হয়। আল্লামা ইব্‌নুলহুমাম লিখিয়াছেন, উছ্‌মানগনীর সময়ে জনমণ্ডলীর অবস্থা-বিপর্যয়ের ফলে তিনি কলেক্টরদের জন্য গুপ্তধন তদন্ত করার অধিকার রহিত করেন এবং ধনের অধিকারী-দের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদের গুপ্তধনের যাকাৎ স্বয়ং প্রদান করার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং ছাহাবাগন সকলেই এবিষয়ে একমত হন। †

ধনের অধিকারী তাহার যাকাৎ স্বয়ং বণ্টন—করিতে পারে কিনা সেবিষয়ে হানাফী ও শাফেয়ী স্কুলদ্বয়ের মধ্যে আজপর্যন্ত মতবিরোধ রহিয়াছে এবং মন্ত্রণার সাহায্যে স্থান, সময় ও অবস্থানুসারে যেকোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অধিকার মুছ্‌লিম—রাষ্ট্রের আছে।

৩। আবুবকর ছিদ্দীকের খিলাফতে সেনাপতি খালিদবিনুল ওলীদ তাঁহাক লিখিয়া পাঠান যে,—কোনস্থানে পুরুষে পুরুষে বিবাহের রীতি ধরা পড়িয়াছে, ইহার সম্বন্ধে কিকরা কর্তব্য? আবুবকর মন্ত্রণা সভা আহ্বান করেন এবং আলী মুর্তাযার প্রস্তাব মত অপরাধীদিগকে আগুনে দগ্ধিভূত করিয়া হত্যাকরার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুসারে খালিদ অপরাধীকে দণ্ডিত করেন। ‡

পুং মৈথুনের দণ্ড রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক—আবুদাউদ প্রভৃতি তরবারির সাহায্যে হত্যা করা রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইহা আলীমুর্তযা, ইব্‌নে-আব্বাছ, জাবির বিনে যয়েদ, আবদুল্লাহ বিনে—মুআম্মর, যুহরী, আবুহাবীব, রবীআ, মালিক বিনে আনছ ও ইছ্‌হাক বিনে রাহওয়েহ সিদ্ধান্ত। ইহাই ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ উক্তি। কতাদা, আওযায়ী, আবুইউছুফ, মোহাম্মদ বিনুল হাছান ও আবুছওর—এই ফত্‌ওয়াই দিয়াছেন। আবুবকর ছিদ্দীক এবং আবদুল্লাহ বিনুয্‌যুবায়র অপরাধীকে আগুনে——

* বুখারী, ছহীহ (১) ১৬০ পৃঃ; ইব্‌নেকছীর,—বিদায়া (৬) ৩১১ পৃঃ।

† হিদায়া ও ফত্‌হুল কদীর (১) ৪৭৮ ও ৫৩১ পৃঃ।

‡ ইব্‌নেকুদামা, মুগ্‌নী (১০) ১৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পোড়াইয়া হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন অথচ অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা কোর্‌আন ও ছুন্নতের দণ্ড-বিধানের কুত্রাপিও উল্লিখিত নাই। ভয়াবহ পাপের সংক্রামকতার গতিরোধ কল্পে এবং অপরাধীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার স্বষ্টিকরার উদ্দেশ্যেই যে অগ্নিদাহের দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৪। ইব্‌নে ছাবা ইয়াহুদীর প্ররোচনায় একদল লোক আলী মুর্তযাকে আল্লাহর সাক্ষাৎ অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আলী মুর্তযা তাহা-দিগকে প্রথমতঃ তওবা করার জন্য তিন দিবসের—অবসর দেন, অতঃপর 'বাবে কিন্দা'তে গর্ত খনন করিয়া অপরাধীদিগকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করেন। শয়খুল ইছলাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ বলেন যে,—ছাহাবাগণ এ বিষয়ে আলীমুর্তযার সহিত একমত হইয়াছিলেন। *

ধর্মত্যাগীদের জন্য তরবারির দণ্ড রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও আলীমুর্তযা—অপরাধের গুরুত্ব এবং উহার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি লক্ষ রাখিয়াই উক্ত আদর্শ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সমবেত ছাহাবাগণের মধ্যে—কেহই দ্বিমত করেন নাই। অবশ্য ইবনে আব্বাছ প্রভৃতি পরে তরবারির সাহায্যে হত্যাকরা অধিকতর সংগত ছিল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুখ্যতঃ উল্লিখিত নযীরের সাহায্যে মন্ত্রণার অধিকার এবং উহা দ্বারা স্থিরীকৃত নির্দেশের বৈধ-তাই সাব্যস্ত হয়।

৫। আবুছামান বলেন, উছ্‌মানগনীর নিকট ওলীদ বিনে উক্‌বা ধৃত হইয়া আসেন, তিনি ফজ-রের নমাযের দুই রক্‌অতে ইমামত করার পর মুক্ত-দীদিগকে বলিয়াছিলেন, আরও কি কিছু নমায—পড়াইয়া দিব? ইনি রছুলুল্লাহ (দঃ) ও উমর ফারু-কের সময়ে কলেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উছ্‌-মান তাঁহাকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। দুই ব্যক্তি উছ্‌মান গনীর নিকট সাক্ষ্য দেন যে, ওলীদ স্বরা পান করিয়াছেন, আর একজন বলেন, তাঁহাকে তিনি বমন করিতে দেখিয়াছেন। উছ্‌মান বলিলেন, স্বরা পান না করিলে বমনে উহা ধরা পড়িবেকেন? স্বরা পানের দণ্ড স্বরূপ ওলীদকে বেত্রাঘাত করার জন্য উছমান গনী আলী মুর্তযাকে আদেশ করেন। আলী মুর্তযা তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ বিনে জা'অ-ফরকে বেত লাগাইতে বলেন। আবদুল্লাহ ওলীদকে বেত লাগাইতে এবং আলী মুর্তযা বসিয়া বসিয়া—গণনা করিতে থাকেন। চল্লিশ বেত লাগান হইলে আলী বলিলেন, ক্ষান্ত হও! রছুলুল্লাহ (দঃ)—চল্লিশ বেত লাগাইয়াছিলেন, আবুবক্‌রও চল্লিশ বেত লাগাইয়াছিলেন কিন্তু উমর ফারুক আশি বেত—লাগাইয়াছিলেন,— সমস্তই ছুন্নত, কিন্তু চল্লিশ বেত্রা-ঘাতের আদেশ আমার অধিকতর মনঃপুত। —মুছ্‌লিম। *

রছুলুল্লাহর ছুন্নতে স্বরাপানের দণ্ড চল্লিশ বেত নির্দিষ্ট এবং আবুবক্‌র ছিদ্দীকের সময়ে এই দণ্ড সর্ব-সম্মতভাবে স্বীকৃত হইলেও উমর ফারুক তাঁহার শাসন কালে শান্তির প্রকৃতি অব্যাহত রাখিয়া সাময়িক—অবস্থার প্রতি লক্ষ করিয়া দণ্ডের পরিমাণ কঠোরতর করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন এবং পরা-মর্শের দ্বারা উহার পরিমাণ বর্ধিত করিয়াছিলেন আবার তাঁহার মৃত্যুর পর আলী মুর্তযা রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগীয় দণ্ডাদেশকেই যথেষ্ট ও অধিকতর সংগত বিবেচনা করিয়াছিলেন, সংগে সংগে উমর ফারুকের ব্যবস্থারও কোন ত্রুটী ধরেন নাই। ইমাম মালেক, ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম ছওরী উমর ফারুকের এবং ইমাম শাফেয়ী আবুবক্‌র ছিদ্দীকের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌নেকুদামা বলেন যে, উমর ফারুক স্বরার দণ্ড নির্ধারণ করার জন্য ছাহাবাগণের কাউন্‌সীল আহ্বান করিয়াছিলেন এবং আবদুর্রহ্‌-মান বিনে আওফ আশি বেতকে উহার সর্বনিম্ন দণ্ড নির্ধারিত করার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। আলীমুর্তযা বলিয়াছিলেন, স্বরাপানের দণ্ড চল্লিশ বেত আর মাতলামীর জন্য যেসকল বেশামাল কথা মাতাল উচ্চারণ করে, তার জন্য চল্লিশবেত! †

আমি বলিতে চাই, রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশের উপর কাহারো পরামর্শ বা ইজ্‌মার কোন শর্‌য়ী মূল্য নাই, উমর ফারুক রাজ্যশাসনের যে ক্ষমতালাভ—করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি মন্ত্রণার সাহায্যে স্বরাপানের দণ্ড কঠোরতর করার অধিকার লাভ—করিয়াছিলেন। অবস্থাগতিক ও সাময়িক এই অধি-কার আজও ইছ্‌লামী কাউন্‌সীলের রহিয়াছে।

* জামে তির্‌মিযী (২) ৩৩৭; ইবনে তায়মিয়াহ, রাছায়েলুল কুবরা (১) ২৮৭ পৃঃ।

* মুছ্‌লিম, ছহীহ (২) ২৭ পৃঃ।

† ইবনে কুদামা, মুগ্‌নী, (১০) ৩২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান।

(পূর্বানুবৃত্তি)

আল্-মোহাম্মদী।

দ্বিতীয় প্রকরণ

স্মৃষ্টির ইতিবৃত্ত

(ক) ইব্‌বাষ বিনে ছারিয়ার হাদীছ-সমূহ,

২১। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমি

اني عبد الله لخاتم النبيين وان آدم عليه السلام لمنجدل في طينته - وسانبئكم باول ذلك دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا امي التي رأت وكذلك امهات النبيين ترين -

আল্লাহর দাস নবী-গণের শেষ এবং— হয্‌রত আদম তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দমসিক্ত। ইহার তাৎপর্য আমি তোমাদিগকে বলিব, আমি আমার পিতা ইব্‌রাহীমের (দঃ) প্রার্থনা এবং আমার সম্পর্কে হয্‌রত ঈছার সুসংবাদ এবং আমার জননীর স্বপ্ন যাহা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। নবীগণের গর্ভ-ধারিণীরা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন,—আহ্‌মদ। *

২২। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমি

اني عبد الله في ام الكتاب لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته وسانبئكم بتاويل ذلك دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا امي التي رأت انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام وكذلك ترى امهات النبيين -

আল্লাহর নিকট উম্-মুলকিতাবে নবীগণের শেষ বলিয়া অভিহিত এবং আদম (তখন) তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দ-মাক্ত ছিলেন। তোমা-দিগকে ইহার তাৎপর্য আমি বলিব, আমি আমার পিতা ইব্‌রা-হীমের প্রার্থনা এবং— ঈছার তাঁহার স্বজা-তীয়গণের নিকট — কথিত সুসমাচার এবং আমার জননীর স্বপ্ন, তিনি দর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভিতর হইতে একটা জ্যোতি নিষ্ক্রান্ত হইল, যদ্দারা শামদেশের প্রাসাদ-মালা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং নবীগণের গর্ভধা-রিণীরা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন,—আহ্‌মদ। *

২৩। তাবারানী ও বায্‌যার উপরিউক্ত পাঠের (মত্‌নের) শুধু প্রথমাংশ রেওয়ায়াত করিয়াছেন যে, আমি আল্লাহর নিকট উম্মুল কিতাবে 'শেষনবী' রূপে অভিহিত। †

হাফিয হয়ছমী বলেন, ইমাম আহ্‌মদের ছন-দের পুরুষগণ ছঈদ বিনে ছুয়দ কলবী ছাড়া সকলেই বুখারীর পুরুষ আর ছঈদকে ইব্‌নেহিব্বান বিশ্বস্ত— বলিয়াছেন। ‡

২৪। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমি

اني عبد الله وخاتم النبيين وابي منجدل في طينته - وساخبركم عن ذلك : انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا امي آمنة التي رأت -

আল্লাহর দাস এবং শেষ নবী, আমার— পিতা (আদম) তখন তাঁহার মৃত্তিকায়— কর্দমসিক্ত। আমি— ইহার তাৎপর্য তোমা-দিগকে বলিব, আমি পিতা ইবরাহীমের প্রার্থনা, ঈছা নবীর সুসংবাদ এবং আমার জননী আমিনার স্বপ্ন, যাহা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন,— হাকিম।

ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীছের ছনদ— ছহীহ, হাফিয যহবীও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। ¶

২৫। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমি

---

* মুছ্‌নদ (৪) ১২৭ পৃঃ।

* মুছ্‌নদ (৪) ১২৮ পৃঃ।

† কন্‌যুল উম্মাল '৬) ১০৪ পৃঃ।

‡ মজ্‌মাউয্‌যওয়ায়েদ (৮) ২২৩ পৃঃ।

¶ হাকিম, মুছ্‌তাদ্‌রক; যহবী, তল্‌খীছ (২) ৪১৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহর দফতরে— শেষ নবী বলিয়া— লিখিত, যখন আদম তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দম-সিক্ত ছিলেন। আমার নবুওতের সূচনা পিতা ইবরাহীমের প্রার্থনা, আমার সম্পর্কে ঈছা নবীর সুসমাচার এবং আমার জননীর স্বপ্ন যাহা তিনি দর্শন— করিয়াছিলেন, নবী-গণের গর্ভধারিণীরা এই রূপ দেখিয়া থাকেন।— আমার জননী আমাকে যখন প্রসব করেন তখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভিতর হইতে একটী— জ্যোতি নিঃসৃত হইয়াছে এবং তদ্দারা শাম দেশের প্রাসাদ মালা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—ইব্নেজরীর।*

انی عبد الله مکتوب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته وساخبرکم باول ذلک : دعوة ابی ابراهیم وبشارة عیسی بی والرؤیا التی رأت امی و کذلک امهات المؤمنین یرین، انها رأت حین وضعتنی انه خرج منها نور اضاءت منه قصور الشام !

২৬। বাগাভীর রেওয়ায়তে খাতেমুন্ নবীঈ-নের পরিবর্তে শুধু খাতিম বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পাঠ ইব্নে জরী-রের অনুরূপ।✣

انی عبد الله مکتوب خاتم

২৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—— আমি আবদুল্লাহ ও খাতে-মুন্ নবীঈন, আদম তখন তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দমাক্ত,—বুখারী, তারীখ; ইবনে ছঅদ, কাযী — ইয়ায।❋

انی عبد الله وخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته –

(খ) আবু হোরায়রার হাদীছ.

২৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করিলেন তখন তাঁহার বংশধরদের কথাও— তাঁহাকে জানাইলেন। হযরত আদম তাঁহা-দের বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সর্বনিম্নে তিনি বিস্তীর্ণ এক জ্যোতি দর্শন করিয়া বলিলেন, হে প্রভু, ইনি কে? আল্লাহ বলিলেন,— ইনি তোমার পুত্র আহমদ, ইনিই প্রথম এবং ইনিই শেষ। ইনি প্রথম শফাঅৎকারী এবং ইঁহার ছুফা-রিশ সর্বপ্রথম গ্রাহ্য,— ইব্নে আছাকির। *

لما خلق الله عز وجل آدم خبره ببنیه، فجعل یری فضائل بعضهم علی بعض فرای نورا ساطعا فی اسفلهم فقال یارب، من هذا ؟ قال : هذا ابنک احمد، هوالاول و هوالاخر وهو اول شافع واول مشفع !

২৯। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— হযরত আদম হিন্দ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে জিব্রীল অবতীর্ণ হইয়া আযান ঘোষণা করিলেন, যখন তিনি দুইবার ঘোষণা করিলেন যে, "আমি সাক্ষ্য দান করি মোহাম্মদ আল্লা-হর রছুল, তখন হযরত আদম জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহাম্মদ কে? জিব্রীল বলিলেন, নবীগণের মধ্যে আপনার শেষ সন্তান——ইব্নে আছাকির।✣

نزل آدم بالهند واستوحش، فنزل جبریل فنادی بالاذان ...... فلما قال اشهد ان محمدا رسول الله مرتین، قال آدم : من محمد ؟ قال آخر ولدک من الانبیاء –

(গ) উমর বিনুল খত্তাবের হাদীছ.

৩০। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— হযরত আদম যে অপরাধে অপরাধী হন, যখন তাঁহা দ্বারা উহা— সংঘটিত হয়, তখন— তিনি আরশের দিকে মস্তক উত্তোলিত করেন এবং বলেন, আমি মোহাম্মদের নামে আপনার কাছে প্রার্থনা

لما اذنب آدم علیه السلام الذنب الذی اذنبه، رفع راسه الی العرش، فقال : اسالک بحق محمد الا غفرت لی، فاوحی الله الیه : وما محمد ؟ قال تبارک اسمک، لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک

---

* ইবনে জরীর, তফ্ছীর (২৮) ৫৭ পৃঃ।

✣ বাগাভী, শরহুছ্ ছুন্নাহ Ms ১৯৭ পৃঃ।

❋ ফত্হুলবারী (৬) ৪০৭; তাবাকাৎ (১) ১ম প্রঃ ৯৬ পৃঃ; শিফা ১৩৫ পৃঃ।

* কন্যুল উম্মাল (৬) ১০৯ পৃঃ।

✣ ইবনে আছাকির, তারীখুল কবীর (৬) ৩৫৭।

www.ahlehadeethbd.org

رايت فيه مكتوبا لااله الاالله محمد رسول الله فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك - فاوحى الله اليه يا آدم انه آخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك -

করিতেছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহ তখন আদমকে ওয়াহী — করিলেন, তুমি মোহাম্মদ সম্বন্ধে কি জান? তিনি বলিলেন, হে প্রভু, সমুদ্ধ আপনার নাম! আপনি যখন আমাকে সৃষ্টি করেন, আমি তখন আপনার আর্‌শের দিকে মস্তক উন্নত করিয়া দেখিতে পাই, তথায় লিখিত আছে— লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ! ইহাতে আমি বুঝিতে পারি যে, যাঁহার— নামকে আপনি স্বীয় নামের সহিত যুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা সম্মানিত আপনার নিকট আর— কেহই নাই। তখন আল্লাহ তাঁহাকে প্রত্যাদিষ্ট করিলেন, হে আদম, মোহাম্মদ তোমার বংশধরগণের সর্বশেষ নবী! তিনি না হইলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিতামনা—তাবারানী।

হয়ছমী বলেন, এই হাদীছের ছনদের জনৈক রাবী আমার অপরিচিত। *

৩১। কাযী ইয়ায আ-জুরীর ছনদে উপরি উক্ত হাদীছ সামান্য শাব্দিক পরিবর্ত্তন সহকারে স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক

তৃতীয় প্রকরণ

উদাহরণমালা

(ক) আবুহোরায়রার হাদীছসমূহ,

৩২। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি— একটী অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া উহা সুন্দর ও সুসজ্জিত করিলেন, মানুষেরা উহার —

انما مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون : ما رأينا بنيانا احسن من

চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ — করিতে ও বলিতে — লাগিল, ইহাপেক্ষা সুন্দর অট্টালিকা আমরা দর্শন— করি নাই, কিন্তু এই ইষ্টক খণ্ডটী যদি সংযোজিত— হইত! রছুলুল্লাহ বলিলেন—আমি সেই ইষ্টক খণ্ড, —আহ্‌মদ ও মুছ্‌লিম। *

هذه الا هذه اللبنة فكنت انا تلك اللبنة !

৩৩। আল্লাহর রছুল আবুল কাছিম (দঃ)— বলিয়াছেন,— আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করিয়া — উহার অন্যতম কোণের একটী ইষ্টকের স্থান ছাড়া উহাকে সুন্দর, সুসজ্জিত ও সম্পূর্ণ করিলেন। লোকেরা গৃহটীর চতুষ্পার্শ্ব— ঘুরিয়া দেখিতে ও— উহার শিল্পচাতুর্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে— লাগিল, এই স্থানে একটী ইষ্টক স্থাপিত হইলে অট্টালিকার নির্মাণ কার্য শেষ হইত। মোহাম্মদ নবী— (দঃ) বলিলেন আমিই সেই ইষ্টক খণ্ড,— আহ্‌মদ ও মুছলিম। ক

مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا فاحسنها واجملها واكملها الا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون الا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك فقال محمد النبى صلى الله عليه وسلم : فكنت انا اللبنة !

৩৪। ইমাম আহ্‌মদ সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—এই ইষ্টক খণ্ড আমি! ঃ

فكنت انا هذه اللبنة !

৩৫। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি একটী প্রাসাদ নির্মাণ-করিলেন এবং উহার

مثلى ومثل الانبياء عليهم الصلوة والسلام كمثل رجل بنى قصرا فاكمل بناءه و

* মজ্‌মাউয যওয়ায়েদ (৮) ২৫৩ পৃঃ।
ক শিফা, ১৩৮ পৃঃ।

* মুছনদ (২) ২৪২ পৃঃ; মুছলিম (২) ২৪৮ পৃঃ।
ক ঐ (২) ৩১২ পৃঃ; মুছলিম (২) ২৪৮ পৃঃ।
ঃ মুছনদ (২) ২৬৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

احسن بنيانه الا موضع لبنة فنظر الناس الى القصر فقالوا : ما احسن بنيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة الا فكنت انا اللبنة الا فكنت انا اللبنة !

নির্মাণকার্য শেষ ও নির্মাণ কৌশল সর্বাংগ-সুন্দর করিলেন—একটী ইষ্টকের স্থান ছাড়া। লোকেরা প্রাসাদটী দেখিয়া বলিতে — লাগিল, এই গৃহের নির্মাণকৌশল কি সুন্দর হইত যদি এই ইষ্টকটীর স্থান পূর্ণ থাকিত! তোমরা সতর্ক হও, আমি সেই ইষ্টক! তোমরা অবহিত হও,— আমি সেই ইষ্টক! আহ্মদ। *

৩৬। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—আমার

ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنيانا (عند البخارى بيتا) فاحسنه و اجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون و يعجبون له و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة — قال : فانا تلك اللبنة وانا خاتم النبيين !

ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি—একটী গৃহ নির্মাণ—করিলেন এবং উহার কোণের একটী ইষ্টকের স্থান ছাড়া ঘরটীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করিলেন।— মানুষেরা উহা——প্রদক্ষিণ করিতে এবং উহার শিল্প নৈপুণ্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতে আর বলিতে লাগিল, এই স্থানে যদি ইষ্টক খণ্ড স্থাপিত হইত! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক অর্থাৎ আমি খাতেমুন্ নবীঈন—নবীগণের শেষ!—আহমদ, বুখারী, মুছ্লিম, নছায়ী, ইব্নেমর্দওয়েহ। †

৩৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—আমার

مثلى ومثل الانبياء كمثل قصراحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة لايعيبون سواها فكنت انا سددت موضع تلك اللبنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل !

ও নবীগণের উদাহরণ, যেন একটী প্রাসাদ সুন্দরভাবে নির্মিত কিন্তু একটী ইষ্টক— পরিমাণ স্থান উহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দর্শকবৃন্দ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছে এবং গৃহের নির্মাণ কৌশলে—চমৎকৃত হইতেছে! উক্ত ইষ্টকের শূন্যস্থান ছাড়া তাহারা প্রাসাদের আর কোনই দোষ ধরিতে পারিতেছে না।— আমি সেই ইষ্টকের শূন্যস্থান বন্ধ করিয়াছি, আমার দ্বারা গৃহের নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে, আমার দ্বারা রছুলগণের আগমন শেষ করা হইয়াছে,— বাগাভী ও ইবনে আছাকির। *

(খ) জাবির বিনে আবদুল্লাহর হাদীছ,

৩৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমার

مثلى ومثل الانبياء كرجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة —

এবং নবীগণের উদাহরণ, যেন একজন লোক একটী গৃহ — নির্মাণ করিলেন ও— একটী ইষ্টকের স্থান ছাড়া উক্ত গৃহকে— সম্পূর্ণ ও সর্বাংগ সুন্দর করিলেন। মানুষেরা উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে এবং বলিতে লাগিল, ইষ্টকের স্থানটী যদি অপূর্ণ নাথাকিত! বুখারী ও তিরমিযী। †

৩৯। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমার

مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر اليها قال : ما احسنها الا موضع

এবং নবীগণের উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটী গৃহ নির্মাণ — করিয়া একটী ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহাকে সম্পূর্ণ ও সর্বাংগ সুন্দর

---

* মুছ্নদ (২) ৪১২ পৃঃ।

† মুছনদ (২) ৩৯৮; বুখারী (৬) ৪০৮; মুছ্লিম (২) ২৪৮; দুর্রেমনছুর (৫) ২০৪ পৃঃ।

* মআলিমুত তন্যীল (৬) ৫৬৬; কন্যুল উম্মাল (৬) ১১৩ পৃঃ।

† বুখারী (৬) ৪০৭ পৃঃ; তিরমিযী (৪) ৩৭পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل -

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم -

نحمده الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم -

জিজ্ঞাসুগণের নিকট আরয যে, তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহের উত্তর সম্ভবপর হইলে তর্জুমানুল-হাদীছের পৃষ্ঠাতেই প্রকাশ লাভ করিবে, স্বতন্ত্র ফত্ওয়ার আকারে তাঁহাদের কাছে জওয়াব লিখিয়া পাঠান সম্ভবপর হইবেনা, এই উদ্দেশ্যে খাম বা ডাক টিকিট পাঠান নিরর্থক। জিজ্ঞাসাগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠে—স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক, পোস্ট কার্ডে লিখিত বা নাম ঠিকানাহীন অথবা বিদ্রূপাত্মক, কলহোদ্দীপক জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হইবেনা। কোন মযহবের ফত্ওয়া নির্দিষ্ট ভাবে চাহিলে তদনুসারে জওয়াব—দেওয়া যাইতে পারে, অন্যথায় কোর্আন ও হাদীছের দলীলকে ভিত্তি করিয়া তহ্কীকী উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয়,—তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদক।

১১। বেশারত আলী আহ্মদ,
সাং রণশিয়া, পোঃ পীরগঞ্জ, জেঃ দিনাজপুর।

অপরিণত বয়স্কা বালিকার বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। ইমাম ইব্নেশব্রমার বিবেচনায় সাবালগত্ব প্রাপ্তির পূর্বে এবং নারীর বিনা-অনুমতিতে কোন ক্রমেই বিবাহ সিদ্ধ নয়। ইমাম হাছান বছরী ও ইব্রাহীম নখয়ীর মতে পরিণত—বয়স্কা, অপরিণত বয়স্কা, ক্ষত বা অক্ষত-যোনি, যে কোন নারীর বিবাহ তাহার পিতা যবরদস্তি করিয়া দিলেও তাহা বৈধ হইবে। ইমাম মালেক পিতার—পক্ষে তাহার অক্ষত কন্যার নিকট হইতে অনুমতি—গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই এবং অপরিণত বালিকার পিতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিলে ইব্নে ওয়াহাবের রেওয়ায়ত সূত্রে ইমাম মালেক বালিকার—ভ্রাতাকে সম্প্রদানের অধিকার দিয়াছেন এবং ইব্নুল কাছিমের রেওয়ায়ত অনুসারে নিষেধ করিয়াছেন। ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম দাউদ বিনে ছুলায়মান পিতার জন্য নাবালিগা কন্যা সম্প্রদান করার অধি-

---

هذه اللبنة فانا موضع اللبنة ختم بى الانبياء ! *

করিলেন। যে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিল, সে উহা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল, ইষ্টকের স্থানটী ছাড়া এই গৃহটী কি সুন্দর! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিয়াছি, আমার দ্বারা নবীগণকে শেষ করা হইয়াছে,—আবুদাউদ তয়ালছী, ইব্নো আবি হাতিম ও ইব্নে মর্দওয়ে। *

৪০। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করিয়া একটী ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহাকে সম্পূর্ণ ও—সুসজ্জিত করিলেন। মানুষেরা উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং গৃহটীর সৌন্দর্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, ইষ্টকের স্থানটী শূন্য না থাকিলে গৃহটী কি চমৎকার হইত! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি ইষ্টকের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছি, আমি আগমন করিয়াছি এবং নবীগণের আগমন শেষ করিয়াছি,—আহ্মদ, মুছ্লিম ও ইছ্মাঈলী। *

مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل ابتنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل يدخلونها ويعجبون منها ويقولون : اولا موضع اللبنة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء !

---

* তফছীর ইব্নে কছীর (৬) ৫৬৫ ; দুর্রে মনছুর (৫) ২০৪ পৃঃ।

* মুছ্নদ (৩) ৩৬১ ; মুছ্লিম (২) ২৪৮ ; ফত্হুলবারী (৬) ৪০৭ পৃঃ।

কার স্বীকার করিয়াছেন এবং এই ভাবে যে কন্যা—বিবাহিতা হইবে, তাহার পক্ষে ঋতুবতী হওয়ার পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। ইমাম আবুহানীফা পিতার সংগে পিতামহের জন্যও এ অধিকার মানিয়া লইয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম ইব্নেহয্মের মত অনুসারে নাবালিগাকে পাত্রস্থ করার অধিকার শুধু তাহার পিতার, এবং সাবালগত্ব লাভ করার পর কন্যা এ বিবাহ—ছিন্ন করার অধিকারিণী নয়।

অপরিণতা কন্যার বিবাহ যে বৈধ এবং পিতা যে সম্প্রদানের অধিকারী, প্রমাণের দিক দিয়া এই অভিমত বলিষ্ঠ এবং সঠিক। আল্লাহ বলেন,— যে সকল তালাকপ্রাপ্তা নারী ঋতুবতী হইবার আশা পরিহার করিয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীদের ঋতু সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে দ্বিধা থাকে—তাহা হইলে তাহাদের তালাকের ইদ্দৎ হইবে তিন মাস। এই রূপ যে নারী এখনও ঋতুবতী হয়নাই তাহাদের জন্যও এই নিয়ম প্রযোজ্য,— আত্তালাক, ৪ আয়াত। যাহারা ঋতুবতী হয়নাই তাহারাই—অপরিণত বয়স্কা নারী বা বালিকা। যদি তাহাদের—বিবাহই সিদ্ধ নাহয় বা ঋতুবতী না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ তাহাদের স্থগিত থাকে, তাহা হইলে তালাকের নির্দেশ কেমন করিয়া বলবৎ হইতে পারে?—

والئي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والئي لم يحضن -

ইমাম বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন,— মানুষের স্বীয় অপরিণত বয়স্ক সন্তানের বিবাহ দেওয়ার অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথম ছুরত আত্তালাকের উপরি উক্ত আয়ত সংকলিত করিয়াছেন, অতঃপর জননী আয়েশার হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন—— যে, তাঁহার ছয় বৎসর বয়সে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন—তৃতীয় খণ্ড, ১৬০পৃঃ।

باب : انكاح الرجل ولده الصغار

ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين -

যাঁহারা অপরিণতা কন্যাকে বিবাহ দিবার অধিকার পিতার জন্যও স্বীকার করেননা অথবা উক্ত—বিবাহ বন্ধনের দৃঢ়তাকে কন্যার সাবালগত্ব ও অনুমতি পর্যন্ত স্থগিত বিবেচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ইব্নে আব্বাছের প্রমুখাৎ নিম্নবর্ণিত হাদীছটী তাঁহাদের অভিমতের পোষকতায় উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, জনৈকা কুমারী রছুলুল্লাহর (দঃ)—নিকট আগমন করিয়া বলিল যে, তাহার—পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়াছে, কিন্তু সে উহা পছন্দ করে না। রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত কুমারীকে বিবাহ ঠিক রাখা বা ভংগ করার অধিকার প্রদান করিলেন – নাছায়ী, ইবনে মাজা, আবুদাউদ (২) ১৯৫ পৃঃ। কিন্তু এই হাদীছ দ্বারা নাবালিগা কন্যাকে বিবাহ দিবার অধিকার হইতে পিতাকে বঞ্চিত করা বা—বিবাহকে কন্যার সাবালগত্ব ও অনুমতি পর্যন্ত স্থগিত রাখা সাব্যস্ত হয়না, কারণ হাদীছে উল্লিখিত কুমারীর (بكر) তাৎপর্য নাবালিগা নয়। কুমারীর অর্থ—এ স্থলে অক্ষত-যোনি পরিণত-বয়স্কা। এই রূপ—কুমারীকে বিবাহ ঠিক রাখা বা ভংগ করার স্বাধীনতা প্রদান করার হেতুবাদ এই যে, তাহার অনুমতি—ছাড়াই তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল। আমাদের উল্লিখিত মর্মের পোষকতায় নিম্নবর্ণিত—হাদীছগুলি উপস্থিত করা যাইতে পারে। নাছায়ী জাবির বিনে আবদুল্লাহর বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি—তাহার কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিল আর সে কুমারী ছিল এবং—তাহার অভিমত—গ্রহণ করা হয়নাই। কুমারী রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট বিচার প্রার্থনা করায় রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিলেন। ইব্নেহয্ম—ছনদ সহকারে আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক—রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

ان رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير امرها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما -

ان رجلا زوج ابنته بكرا

www.ahlehadeethbd.org

জনৈক ব্যক্তি তাহার কুমারী কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিল, কন্যার— فكرهت' فاتـــت النبى صلے الله عـليـه وســلم فرد نكاحها — বিবাহে আপত্তি ছিল। সে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করায় তিনি তাহার বিবাহ ভাংগিয়া দিয়াছিলেন— মুহাল্লা (৯) ৪৬১ পৃঃ :

কুমারী বালিকার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করা বিবাহ সিদ্ধ হইবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইমাম হাছান বছরী, ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী ও মালিক বিনে— আনছের সিদ্ধান্ত যে, পিতার পক্ষে কুমারীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক নয়, ইহা ভ্রমাত্মক এবং সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীত। কারণ বুখারী প্রভৃতি আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন لاتنكح الايم حتى تستامر ولاتنكح البكر حتى تستاذن যে, ক্ষত-যোনি নারী যতক্ষণ পর্যন্ত আদেশ না করিবে এবং কুমারীর নিকট হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি গ্রহণ করা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে বিবাহিতা করা চলিবেনা—বুখারী (৩) ১৬১পৃঃ।

বালিগা ও বুদ্ধিমতীর নিকট হইতেই অনুমতি গ্রহণ করা হয়, নাবালিগা ও বুদ্ধিহীনার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করার কোন অর্থ থাকিতে পারে না। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— رفع القلم عن ثلاث' فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ - তিন শ্রেণীর মানুষের আচরণ লিপিবদ্ধ করা হয় না, তন্মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতক্ষণ বালিগ না হয়, তাহাকে অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।" ইমাম্‌ ইব্‌নেহয্‌ম বলেন, পরিণত বয়স্ক ও বুদ্ধিমানদের জন্যই অনুমতি আবশ্যক। আল্লামা শওকানী বলেন, যে কুমারীর নিকট হইতে— অনুমতি গ্রহণ করার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়াছেন তাহার অর্থ হইতেছে পরিণত বয়স্কা।— কারণ যে বালিকা অনুমতি প্রদান করার তাৎপর্য অবগত নয়, তাহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করার কোন অর্থ হয় না — নয়লুল্‌ আওতার (৬) ১০৪ পৃঃ।

ফল কথা, পিতা যদি তাহার অপরিণত বয়স্কা কন্যাকে বিবাহিতা করে, সে বিবাহ সিদ্ধ এবং কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া উক্ত বিবাহ ছিন্ন করিতে পারিবে না, কিন্তু পিতা যদি তাহার প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ তাহার অনুমতি ছাড়া প্রদান করে, তাহা হইলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না।

১২। মওলবী মীযানুর রহমান,
গাধুপাড়া, পোঃ জামাদার হাট,
জেঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)।

যয়েদ যদি গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা ছালিছদিগকে এরূপ অধিকার প্রদান করিয়া থাকে যে, বিবাদ ও— অশান্তির অবস্থায় তাঁহারা তাহার বিবাহ ভাংগিয়া দিতে পারিবেন, তাহা হইলে পঞ্চায়েতকে এরূপ— অধিকার প্রদান করা অবৈধ হয়নাই। অবুবকর ছিদ্দীকের অন্যতম পুত্র আবদুর রহমানের অসাক্ষাতে জননী আয়েশা তদীয় ভ্রাতা আবদুর্‌ রহমানের কন্যাকে বিবাহিতা করিয়াছিলেন। আবদুররহমান প্রত্যাবর্তন করিয়া এই বিবাহে আপত্তি করেন। আয়েশা ছিদ্দীকা তাঁহার আপত্তির কথা কন্যার— স্বামীকে জ্ঞাপন করিলে তিনি বলেন, আবদুর রহমানের ইচ্ছার উপর— الامر بيد عبد الرحمن - ইহা নির্ভর করে। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে বিবাহ ঠিক রাখিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে ভাংগিয়া দিতেও পারেন— মুওয়াত্ত্বা, (২) ১৮ পৃঃ। এই— ঘটনা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, বিবাহ ভাংগিয়া দিবার অধিকার কোন ব্যক্তি বা দলের হস্তে পুরুষের সমর্পণ করা অবৈধ নয়। এখন যয়েদের প্রদত্ত অধিকার সূত্রে যদি পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য ছালিছগণ পুনরায় কলহ ও অশান্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া যয়েদের বিবাহ ভাংগিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে বিবাহ ভাংগিয়াই গিয়াছে। বিশেষতঃ যে পুরুষ স্ত্রীর সহিত— সদ্ব্যবহার করিবেনা, অথচ তাহাকে তালাকও দিবে না, স্ত্রীকে মধ্য পথে ঝুলাইয়া রাখিবে, পঞ্চায়েত বা আহ্‌লে জামাঅতের নিকট স্ত্রী বিচার প্রার্থনা— করিলে পঞ্চায়েত বা আহ্‌লে জামাঅতের সমবেত ভাবে সে বিবাহ ছিন্ন করিয়া দিবার শরীঅত সংগত অধিকার রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৩। নঈমুদ্দীন আকন্দ – পোস্টম্যান,
মহিমাগঞ্জ, রংপুর।

পিতা, মাতা বা যুবতী স্ত্রীর বিদ্যমানতার জন্য হজ্জ মাফ হইবেনা। শারীরিক ও আর্থিক সুবিধা থাকিলেই হজ্জ করিতে হইবে, উহা আইনী ফরূয। অবশ্য নফ্‌লী হজ্জ পিতামাতার অনুমতি সাপেক্ষ।

১৪। হাজী খিছালুদ্দীন আহ্‌মদ
চৌদার, পোঃ ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

জুমার আযান লইয়া মতভেদ সৃষ্টি করা কোন-ক্রমেই উচিত নয়। রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় এবং আবুবক্‌র ছিদ্দীকের যুগে ইমাম মেম্বরে উপবেশন করিলে মছ্‌জিদের দ্বারদেশে একবার আযান দেওয়া হইত কিন্তু পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুছলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় এবং রাজ্যশাসন ও ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপার প্রভূত পরিমাণে প্রসার-লাভ করায় খুৎবার আযানের পূর্ব্বে মছ্‌জিদের দর্‌-ওয়াযা হইতে দূরে আর একটী আযানের ব্যবস্থা— প্রবর্তিত হয়। মকহুলের প্রদত্ত বর্ণনা সূত্রে জানা-যায় যে, উমর ফারুক সর্বপ্রথম স্বীয় খিলাফতে খুৎবার আযানের পূর্বে মছ্‌জিদের বাহিরে জুমার কথা— ঘোষণা করার জন্য দুইজন মুওয়ায্‌যিন নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন কিন্তু সঠিক কথা এইযে, উহা আযান ছিলনা। প্রচলিত আযান সর্বপ্রথম তৃতীয় খলিফা উছ্‌মানগনী প্রবর্তন করেন এবং উমর ফারুকের যুগের সাধারণ ঘোষণা-রীতি পরিত্যক্ত হয়। ইমাম বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে ছায়েব বিনে ইয়াযিদের বাচনিক রেও-য়ায়ত করিয়াছেন যে, উছমানগনীর প্রবর্তিত রীতি অতঃপর মুছলমান- فثبت الامر على ذلك – গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে,— (১) ১০৬ পৃঃ। যে কার্যের সূচনা হয্‌রত উমরের সময়ে হইয়াছে— এবং যাহা হয্‌রত উছমানের যুগে ছাহাবাগণের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং যে কার্য সম্বন্ধে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই,— সেই রূপ কার্য কোন ক্রমেই নাজায়েয বলা চলে না। হয্‌রত উছমানের আযান রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত অর্থাৎ খুৎবার পূর্ববর্তী আযানকে উৎপাটিত করে— নাই, এই আযান মছজিদের দ্বারদেশে হওয়া কর্তব্য, আর হয্‌রত উছমানের আযানকে জায়েয মনে করিয়া মছজিদের বাহিরে বা মিনারের উপর দেওয়া দোষ-নীয় নয়। কোন স্থানে এক আযান প্রচলিত থাকিলে এবং তজ্জন্য কোন রূপ অসুবিধার কারণ না ঘটিলে— বাহিরের আযানের জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়, আবার যেস্থানে দুই আযান প্রচলিত আছে, সে— স্থলে উহা রহিত করার জন্য হট্টগোল করা কর্ত্তব্য নয়। ফছাদ এবং দলাদলি সর্বসম্মত ভাবে হারাম আর দুই আযানের ব্যাপার আফ্‌যল ও গয়ের আফ্‌-যলের বিতর্ক মাত্র, সুতরাং এই সামান্য বিষয়ের জন্য সর্বসম্মত হারাম কার্যে লিপ্ত হওয়া একান্তই নির্বুদ্ধি-তার পরিচায়ক। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন,— তাহাকে ছিরাতে মুছ্‌তকীমের সন্ধান দিয়া থাকেন।

১৫। মওলবী আবুল ফয্‌ল খলীলুর রহমান – আন্‌ওয়ারী,
সেক্রেটারী উলামা সমিতি,
রাণীর বন্দর,—দিনাজপুর।

প্রচলিত সিনেমাগুলি ব্যভিচার ও কুরুচির পাঠ-শালা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান অস্বাস্থ্যকর অবস্থা পরিবর্তিত করিয়া প্রকৃত জনকল্যাণের কার্যে উহাকে নিয়োজিত না করা পর্যন্ত বাদ্যভাণ্ড ও নগ্ন-চিত্র সমন্বিত যৌনক্ষুধার উদ্দীপক এবং নির্লজ্জতা ও পাপাচরণের প্রতীক নর নারীর অবাধ মিলনক্ষেত্র ছায়াচিত্রগুলি দর্শন করা কবীরা গুনাহ—মহাপাপ। যাহারা এসম্পর্কে শরীঅতের নির্দেশ অবগত হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ছবিঘরগুলিতে যাতায়াত করে,— তাহারা যে ফাছেক তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

ومن الناس من يشترى لهوالحديث
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا'
اولائك لهم عذاب مهين –

এমনও অনেক মানুষ আছে, যাহারা বিভ্রান্তকারী— কথা ক্রয় করে, বিনা জ্ঞানে আল্লাহর শরীঅৎ হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং উহাকে ঠাট্টা তামাশা রূপে গ্রহণ করার জন্য। তাহাদের জন্য অপমানজনক—দণ্ড নির্দিষ্ট—লুক্‌মান, ৬ আয়ত।

১৬। খিতাবুদ্দীন বসুনীয়া,
খামার মনিরাম, পোঃ বামনডাংগা—রংপুর।

রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে যে বন্দুক প্রচলিত ছিল তাহার তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম জওহরী তাঁহার ছিহাহ নামক অভিধান গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে মাটিকে গোলাকারে শুকাইয়া লইয়া ছোড়া হইত। এই রূপ বন্দুকের গুলীতে নিহত শিকার ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। ইমাম আহ্‌মদ এ সম্পর্কে একটী মুর্ছাল হাদীছ আদী বিনে হাতিমের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যবহ না করা পর্যন্ত বন্দুকের শিকার ভক্ষণ করিওনা। হযরত উমরের পৌত্র ছালিম বিনে আবদুল্লাহ এবং হযরত আবুবকরের পৌত্র কাছেম বিনে মোহাম্মদ, মুজাহিদ, ইবরাহীম নখয়ী, আতা ও—হাছান বছরী প্রভৃতি তাবেয়ী ইমামগণ উপরিউক্ত বন্দুকের আঘাতে নিহত শিকার ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন—নয়লুল আওতার (৮) ১১৪ পৃঃ।

البندقة هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها — ولا تاكل من البندقة الا ما ذكيت —

কিন্তু এই নির্দেশ বর্তমান যুগের ছর্‌রা বারুদের বন্দুকের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে না। বুখারী ও মুছলিম উপরিউক্ত আদী বিনে হাতিমের প্রমুখাৎ—বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তুমি—

اذا رميت بالمعراض فخزق فكل وان اصابه بعرضه — فلا تاكل —

এমন তীর নিক্ষেপ কর যাহার উভয় পার্শ্বদেশ তীক্ষ্ণ কিন্তু মধ্যস্থল পুরু, উক্ত তীর যে শিকারের দেহ বিদ্ধ করিবে, তাহা ভক্ষণ কর আর যে শিকার তীরের—মধ্যবর্তী অংশ দ্বারা নিহত হইবে, তাহা ভক্ষণ করিওনা—বুখারী (৩) ১৯৭ পৃঃ।

হাদীছে বর্ণিত 'খযক' শব্দের অর্থ ঢুকিয়া যাওয়া ও রক্তপাত হওয়া—শরহে মুছলিম, নববী (২)—১৪৫ পৃঃ; হাশিয়ায় বুখারী, ছিন্‌ধী (৩) ১৯৭পৃঃ।

রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়কার বন্দুকের আঘাতে শিকার নিহত হইলেও মাটির গুলী উহার দেহকে ভেদ করিতে পারিতনা, সুতরাং উহা ভক্ষণ করা—নিষিদ্ধ হইয়াছে আর আধুনিক বন্দুকের ছর্‌রা বারুদ শিকারের দেহকে ভেদ করে এবং রক্ত প্রবাহিত—করিয়া থাকে এবং যে আঘাত চর্ম ভেদ করিয়া—ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে, সেই আঘাতে নিহত শিকারকে রছুলুল্লাহ (দঃ) হালাল বলিয়াছেন। সুতরাং আধুনিক বন্দুকের শিকার যদি যবহের পূর্বে নিহত হয়, তাহা হইলে উহা হালাল হইবে। বিশ্বস্ত উলামার—মধ্যে তিউনসের আল্লামা শয়খ মোহাম্মদ বৈরম—তাঁহার তুহ্‌ফাতুল খওয়াছ পুস্তকে, ইমাম শওকানী ছয়লুল জর্‌রার ও শরহে-শিফা গ্রন্থদ্বয়ে এবং নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খান তাঁহার রওযাতুন্‌নদীঈয়া গ্রন্থে উপরি উক্ত অভিমত স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন। স্মরণ রাখিতে হইতে হইবে যে, বিছমিল্লাহ বলিয়া বন্দুক ছুড়িতে হইবে এবং মৃত শিকার যবহ করা নিরর্থক।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

তর্জুমানের সম্পাদকীয়

একবৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৬৯ হিজ্‌রীর জমাদীল-উলাতে "সতর্কতার সংকেত" শীর্ষক একটী মন্তব্য সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়। তখন পর্যন্ত লিয়াকত-নেহরু-চুক্তি সম্পাদিত এবং বাস্তত্যাগীদের সম্বন্ধে— সরকারের নীতি স্থিরীকৃত হয়নাই। অশান্তি ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে সকলেই হাবুডুবু খাইতেছিল, হিন্দুস্তানের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সমূহে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত অনলোদ্‌গার করা হইতেছিল, পাকিস্তানের মুদ্রামান অস্বীকৃত এবং কয়লা, কেরোসিন ও পাট প্রভৃতির আম্‌দানী ও রপ্তানী— নিরুদ্ধ এবং কলিকাতায় অস্থায়ী "পূর্ববংগ সরকার" গঠিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ অকারণে লক্ষলক্ষ সংখ্যা-লঘুর দল পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক দুষ্ট প্রচারণা ও— উত্তেজনা ক্রমশঃ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছিল। পাকি-স্তানের মুছলমানগণের ভিতরেও যুগপৎভাবে নৈরাশ্য ও উত্তেজনা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। সেই সংকট মুহূর্তে যাহাতে মুছলমানগণ দিশাহারা ও উত্তেজিত না হন, হিন্দুস্তানের অত্যাচারের প্রতিশোধ যাহাতে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিকট হইতে গ্রহণ না করেন এবং কায়মনোবাক্যে পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও আত্ম-নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হন, তজ্জন্য 'সতর্কতার সংকেত' লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য আলোচনা প্রসংগে পাক-সরকারের ঔদাসীন্য ও তোষণ নীতির প্রতিও কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল এবং কতিপয় সরকারী কর্মচারীর অত্যুগ্র নিরপেক্ষ-তার ভান, সংখ্যাগুরুদের বিধিসংগত স্বার্থের বিনি-ময়ে সংখ্যালঘুদের পরিতুষ্টিবিধান নীতি এবং নেতৃবৃন্দ ও উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের আত্মসর্বস্বতা ও ভোগ-বিলাসেরও নিন্দাবাদ করা হইয়াছিল।

শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আমরা— উহাকে অভিনন্দিত এবং উহার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করি-য়াছি, উভয় রাষ্ট্রের শান্তিদূতদিগকে আমাদের আন্ত-রিক মুবারকবাদ জানাইয়াছি। সংগে সংগে যেসকল কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে তাহার সন্ধান দিয়া সেগুলির প্রতিকার ও প্রতি-ষেধের জন্য সরকার ও নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং অতঃপর সাম্প্রদায়িক— দাংগা হাংগামা ও অসম্প্রীতি সম্বন্ধে আমরা উচ্চবাচ্য করিনাই, অবশ্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেসকল কার্-ছাযী ও ষড়যন্ত্র নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইয়া— আসিতেছে তাহার সমালোচনা এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সম্পর্কে পাকসরকারের এবং জনমণ্ডলীর— ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সাধ্যপক্ষে সৎপরামর্শ দান করার কার্য পরিত্যাগ করিতে পারিনাই।

তর্জুমানের প্রতি সরকারের ক্রোধ,

একবৎসর পূর্বেকার তর্জুমানের সেই পুরাতন মন্তব্য হঠাৎ সম্প্রতি সরকারের বিরাগ উদ্রিক্ত করি-য়াছে* এবং দীন সম্পাদককে সেই মন্তব্যের দরুণ শাসাইয়া দিবার জন্য পাবনার যিলা ম্যাজিস্ট্রেট আদিষ্ট হইয়াছেন। তদনুসারে বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী— ম্যাজিস্ট্রেট ছাহেব তর্জুমান সম্পাদককে ডাকাইয়া পাঠান এবং উল্লিখিত অপরাধের জন্য তাহাকে শাসন করেন।

আমাদের নিবেদন,

শাসনকর্তাদের কাজ শাসন করা এবং পাকিস্তা-নের বিশ্বস্ত মুছ্‌লিম নাগরিকদিগকে শাসন করার ক্ষমতা যে আমাদের শাসকদলের রহিয়াছে, সে— সম্বন্ধে সংশয় নাথাকায় ব্যক্তিগতভাবে এই শাসনের

www.ahlehadeethbd.org

বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছুই নাই। কিন্তু শাসনের উদ্দেশ্য যদি সংশোধন হয়, তাহাহইলে আমাদের—বিবেককে আশ্বস্ত নাকরা পর্যন্ত শাসনের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছিনা। সরকার—আমাদিগকে ধমকাইতে পারেন, পূর্বপাকিস্তানের—ইছলামী আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র "তর্জুমান"-কে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, এই দীন সম্পাদককে কারাগারেও নিক্ষেপ করিতে পারেন কিন্তু এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের বিবেককে শাসিত করিতে পারিবেন না। আমাদের আচরণ দ্বারা—আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাকরাষ্ট্রের তিলমাত্রও বাস্তব ক্ষতি সাধন করিতে চাহিয়াছি ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের বিবেক শাসিত হইবে এবং সে অবস্থায় আমাদের অন্যায়াচরণের জন্য প্রকাশ্যভাবে তওবা করিতে আমরা ইতস্ততঃ করিবনা।

আমাদের লক্ষ ও আদর্শ.

আমরা যে অভ্রান্ত, আমাদের সেরূপ অহমিকতা নাই! বর্তমান রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রাধান্যের অধিকারী হইয়া বসিয়া আছেন, আমাদের রাজনীতি চর্চা ও অভিজ্ঞতা আল্লাহর ফয্‌লে তাঁহাদের মধ্যে কাহারো অপেক্ষা অর্বাচীন ও অপরিপক্ক নয়। যাঁহারা আজ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক খ্যাতি অর্জন করিতে পারিয়াছেন, আমাদের সাহিত্য সেবা ও সাংবাদিকতা তাঁহাদের অধিকাংশের বয়োজ্যেষ্ঠ।—যশ ও প্রতিপত্তি কোন দিনই আমাদের আয়ত্তের বহির্ভূত সম্পদ ছিলনা কিন্তু আমরা নেতৃত্ব ও—প্রাধান্য লাভের সমুদয় সুযোগ এবং ধনোপার্জন এবং যশোলাভের যাবতীয় ফন্দিফিকির চিরকালের মত বিসর্জন দিবার কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া কোরআন ও ছুন্নতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নীরস, আড়ম্বরহীন দুঃখময় ও দারিদ্র্যতাপূর্ণ সেবাপথ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি। পার্লামেণ্টারী কার্যাবলী, সরকারী চাকুরি বাকুরি, বৈধভাবে ধনোপার্জনের প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের গৌরব লাভ করাকে আমরা নিন্দনীয় মনে করিনা, কিন্তু আমরা কোরআনে পাঠ করিয়াছি, আল্লাহর আদেশ— সমুদয় মুছলমান জিহাদের ময়দানে যাইবেনা। মুছলমানগণের প্রত্যেক-মণ্ডলী হইতে এক একটী ক্ষুদ্র দল দীনের তাৎপর্য শিক্ষা করার জন্য বহির্গত হইবে এবং প্রত্যাবর্তিত—

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون –

হইয়া তাহাদের কওমকে সাবধান করিতে থাকিবে, যাহার ফলে জাতির রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, আত্‌তওবা, ১২২ আয়ত। ধর্মযুদ্ধের জন্য যখন সমস্ত লোকের যাত্রা করা উচিত বিবেচিত হয় নাই, তখন সমুদয় ব্যক্তির পক্ষে পার্লামেণ্টারী কার্যে বা চাকুরী ব্যবসা এবং সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করা যে সংগত নয় এবং মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে ইছলাম প্রচারের ব্রত অবলম্বন করা যে একান্ত ভাবে আবশ্যক উপরি উক্ত আদেশ দ্বারা তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে। ছলফে ছালেহীন ও মহামতি ইমামগণ শেষোক্ত এই দুরূহ পথকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের দরবার হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া নির্লোভ ও নির্ভীক ভাবে কোরআন ও—ছুন্নতের সেবা করিয়া গিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের পাদুকাবাহী হইবার—যোগ্য না হইলেও তাঁহাদেরই পদাংকানুসরণ করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি।

احب الصالحين ولست منهم
لعل الله يرزقني صلاحا !

কোরআন ও ছুন্নতের সেবক রূপে আমাদের নীতি এই যে, আমরা সর্বদা ন্যায় ও সত্যের সমর্থন করিব এবং তাহা বলবৎ করিতে চেষ্টা করিব এবং যাহা অন্যায় ও অসত্য তাহার প্রতিবাদ করিব এবং তাহা দূরিভূত করিতে সচেষ্ট হইব। এ সম্পর্কে—কোরআনের এই আদেশ আমাদের আদর্শ! আল্লাহর নির্দেশ— তোমাদের মধ্যে এমন একটী—মণ্ডলী থাকা আবশ্যক

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহারা মংগলের পথে আহ্বান করিতে — والمنكر واولئك هم المفلحون ! থাকিবে, ন্যায়ের জন্য আদেশ করিবে এবং অন্যায়কে নিষেধ করিবে এবং তাহারাই কল্যাণ প্রাপ্ত—আলে ইম্‌রান, ১০৪। কোর্‌আন ও ছুন্নত অনুসারে যাহা মা'রুফ বা ন্যায়, আমরা কেবল তাহাকেই সংগত মনে করি এবং কোর্‌আন ও ছুন্নত যাহাকে মন্‌কর বা অন্যায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, আমরা তাহা অসংগত বলিয়া বিশ্বাস করি। কোন দল, সম্প্রদায়, জাতি ও রাজশক্তির পক্ষপাতিত্ব বা বিরোধ নিবন্ধন আমাদের ন্যায় ও অন্যায়ের এই মান কদাচ পরিবর্তিত হইবে না।— ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى — আল্লাহর নির্দেশ — কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে ন্যায়— বিচার হইতে পরাঙ্মুখ হইও না, সকল সময়ে ন্যায় বিচার কর, ইহাই সাধুতার নিকটতম পন্থা— আল্‌মায়েদাহ, ৮।

পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আমরা আল্লাহর মহত্তম ন্যা'মৎ এবং বৃহত্তম পরীক্ষা মনে করি। ইছলামী আদর্শ এবং সমাজ ব্যবস্থাকে বলবৎ করার প্রতিশ্রুতিতে— আল্লাহ এই ন্যা'মৎ আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। যে প্রতিশ্রুতিতে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করা পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ফর্‌য—অবশ্য কর্তব্য। এই প্রতিশ্রুতি— পালন না করিলে আল্লাহর দরবারে এবং বিশ্বের কাছে আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক এবং মিথ্যুক— সাজিতে হইবে এবং বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদীর যে দণ্ড তাহা ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং পাকিস্তানকে যথার্থ ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং উহার বুক হইতে সর্ববিধ অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার, যেগুলি কোর্‌আন ও ছুন্নতে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি উৎসাদিত করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া ফর্‌য। এরূপ করিতে পারিলে গৃহ ও বহির্শত্রু— কোন ষড়যন্ত্র পাকিস্তানকে বিপন্ন করিতে পারিবেনা। আমরা বিশ্বাস করি যে, যাহারা দুর্নীতি, ভোগ— বিলাস, তোষণ, শোষণ ও পীড়ন এবং ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকে তাহারা পাকিস্তানের শত্রু।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদিগকে আমরা আল্লাহর আমানত মনে করি। তাহাদের মধ্যে যাহারা— পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুগত্য সত্যকার ভাবে স্বীকার করিয়াছে, মুছলমানদের মতই তাহাদের ধন, প্রাণ ও সম্ভ্রমকে পবিত্র বলিয়া ধারণা করি। নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি এবং ভারত বা অন্য কোন— গয়ের ইছলামী রাষ্ট্রে মুছলমানগণের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদের নিকট হইতে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করার কার্যকে পৈশাচকিতা ও মহাপাপ মনে করি। তাহাদের— ধর্মাচরণ ও কৃষ্টির স্বাধীনতা স্বীকার করি। কিন্তু সংখ্যালঘুদের পরিতুষ্টিবিধানের জন্য ইছলাম ও পাক রাষ্ট্রের গৌরবকে ক্ষুন্ন করার নীতি কদাচ বিশ্বাস— করিনা, তাহাদের আবদার পূরণ করার জন্য জাতির এবং রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরুদের স্বার্থ অবহেলা করার— কার্যকে আন্তরিক ঘৃণা করি।

আন্তর্জাতিক এবং আন্তর-ডমিনিয়ন নীতির— দিক দিয়া আমরা সকলের প্রীতি ও বন্ধুত্ব কামনা করি এবং "সুখে থাক ও থাকিতে দাও" নীতিকে সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি। পাকিস্তানের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা মূলতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ এবং স্বাবলম্বন রীতির উপর অস্থাবান, তোষণ নীতিকে আমরা মারাত্মক এবং ভয়াবহ বলিয়া মনে করি।

কেহ কেহ রাজনীতিকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলরূপে গ্রহণ করার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য আমাদের হিতকামনা করিয়াই এ কথা বলিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের— শোকর-গোযার, কিন্তু ইছলাম সম্বন্ধে এই শ্রেণীর শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গী যে অতিশয় অস্পষ্ট ও সংকীর্ণ, আমাদিগকে দুঃখের সহিত তাহা স্বীকার— করিতে হইতেছে। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি আর আজো একথার পুনরুক্তি করিতেছি যে ইছলাম ইউ-

www.ahlehadeethbd.org

রোপের রিলিজিয়ন এবং ভারতের ধর্মনয়। বিশ্বাস, চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থার যে মূল্য ও মান বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা তাঁহাদের রাষ্ট্রীক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যসূচি রচনা করিয়া থাকেন। বিশ্বাস (Faith), চরিত্র—(Morality) ও সমাজ জীবনের (Social life) একটী নিজস্ব মূল্য ও মান ইছ্লামের রহিয়াছে, উহা কোর্আন ও ছুন্নতের নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যান্য সমাজ ও জাতিবর্গের ন্যায় নিছক কল্পনা ও ভোটের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত নয়। ইছ্লামকে স্বীকার করিতে হইলে পুরাপুরি ভাবেই স্বীকার করিতে হইবে, আংশিক বা ইচ্ছানুরূপ স্বীকৃতি ইছ্লামের স্বীকৃতি নয়, সুতরাং ইছ্লামে রাষ্ট্রনীতি ও তমদ্দন রাজসিক ব্যাপার (Secular affair) নয়। মানবদেহের উপকরণ সমূহের মধ্য হইতে রক্ত বা মেদ বা মজ্জাকে যেরূপ বাদ দেওয়া যাইতে পারেনা ইছ্লামী জীবনাদর্শ হইতে উহার রাষ্ট্রীক, তমদ্দনীক এবং অর্থনৈতিক আদর্শসমূহ বর্জন করারও তেমনি কোন উপায়—নাই। এবিষয়ে আল্লাহর পরমানুগ্রহে আমরা অন্ধকারে বা মায়া মরিচীকার পিছনে ছোটাছুটি করিনা, এবং আত্মদৃষ্টিবঞ্চিত তথাকথিত রাষ্ট্রতত্ত্ববিশারদদের শিষ্যত্ব গ্রহণকরার প্রয়োজন মনে করিনা, কোর্আন ও ছুন্নতকে এবং কোর্আন ও ছুন্নতের প্রদর্শিত—ইছ্লামকে আমরা আল্লাহর ফয্লে ভাল ভাবেই বুঝিবার তওফীক অর্জন করিয়াছি।

আমাদের পরিগৃহীত নীতির ভ্রান্তি শুধু কোর্আন ও হাদীছের সাহায্যেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে এবং এরূপ ভ্রান্তির স্বীকৃতি ও সংশোধন কল্পে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত আছি।

ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين —

প্রভো, আমাদের ভুলচুকগুলির জন্য আমাদিগকে ধরিওনা। প্রভো, আমাদের পূর্ববর্তীগণের ন্যায়—আমাদিগকে ভারাক্রান্ত করিও। প্রভো যেভার বহন করার শক্তি আমাদের নাই, তাহার বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপাইওনা! তুমি আমাদিগকে—ক্ষমাকর, তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর, তুমি আমাদের প্রতি সদয় হও! তুমিই আমাদের প্রভু! এতএব অবিশ্বাসীদলের বিপক্ষে তুমিই আমাদের সাহায্যকারী হও! আমীন

ভয়াবহ ষড়যন্ত্র,

সেনা বাহিনীতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটাইবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে—জেনারেল স্টাফের সেনাপতি মেজর জেনালের আকবর খান, কোয়েটার ব্রিগেডিয়র কম্যাণ্ডার এম, এ-লতিফ, পাকিস্তান টাইম্স পত্রিকার সম্পাদক কর্ণেল ফয়েয আহ্মদ ও মেজর জেনারেলের স্ত্রী বেগম—আকবর খান ধৃত হইয়াছেন এবং সেনাবাহিনীর—উপরিউক্ত প্রধান কর্মচারীদ্বয়কে পদচ্যুত করা হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধের এবং ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা সমীচীন মনে—করেন নাই, কিন্তু করাচীর বিভিন্ন সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল, প্রধান মন্ত্রী, পাকবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীকে আকস্মিক ভাবে ধৃত করিয়া হত্যা করা এবং পাক রাষ্ট্রে ডিক্টেটরশিপ প্রবর্তিত করাই নাকি এই ষড়যন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ ছিল। অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লকের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত পাকিস্তানের সংযোগ স্থাপন এবং অনতিবিলম্বে কাশ্মীরে অভিযান পরিচালনা করার কার্য ষড়যন্ত্রকারীরা নাকি তাহাদের—অন্যতম কার্যক্রম রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। পাকপ্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, এই ষড়যন্ত্র সফল হইলে—পাকিস্তানের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িত। এই রোমাঞ্চকর ষড়যন্ত্র যে অংকুরেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে তজ্জন্য আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহর শোক্র আদা করিতেছি এবং যাহাদের সতর্কতা ও দক্ষতার ফলে ইহা ধরা—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পড়িয়াছে, তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, বিশেষ করিয়া পাকিস্তান সেনা বাহিনীকে আমরা আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, কারণ পাকিস্তানের প্রতি তাঁহাদের গভীর ও অকুণ্ঠ বিশ্বস্ততার ফলেই এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র তাঁহাদের ভিতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং উহার ব্যর্থতা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা আশা করি—প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ—সাব্যস্ত হইবে এবং অপরাধীদিগকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে ইতস্ততঃ করা হইবেনা। সংগে সংগে এই ষড়যন্ত্রের সহিত যাহারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কিত, তাহাদের প্রত্যেকটীকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ—উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে হইবে।

এই ষড়যন্ত্রের অর্ধ সমাপ্ত কাহিনী পাঠ করিয়া আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হইলেও সত্য কথা বলিতে কি, আমরা অতিশয় বিস্মিত হই নাই। পাকিস্তানে লাদিনী বা সিকিউলারিয়ম্‌কে যে ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, মন্ত্রীত্বের সিংহাসন হইতে স্কুল, কলেজের—বেঞ্চ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সর্বত্র কম্যুনিজমের নীতি ও রীতিগুলি যে ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা—লাভ করিতেছে, পাকিস্তানের সাহিত্য ও ছায়াচিত্রগুলির সাহায্যে মোটামুটি ভাবে যে কুরুচি অশ্লীলতা ও নাস্তিকতার অভিযান চালান হইতেছে, এগুলির ফলে পাকিস্তানে যে কোন রূপ ঘৃণিত ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়া উঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। যতই সততা ও শুভাকাংখা লইয়া হউক না কেন, শাসন ব্যবস্থার—দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইলেই শাসনকর্তা ও নেতৃমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইতে হইবে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাদের স্তুতি গাহিয়া—গোপনে গোপনে তাঁহাদের এবং পাক রাষ্ট্রের এমন কি ইছলামের মুণ্ডপাত করিবার "পবিত্র" ব্রতে জীবনোৎসর্গ করিলেও তাহাতে আমাদের শাসক গোষ্ঠির টনক নড়িবে না। ইছলামী রাষ্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টি করা মহাপাপ, কিন্তু নিরীশ্বরবাদী মস্কো, লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের শরীঅতে প্রতিপক্ষের রক্ত ও সম্ভ্রমের কোনই মূল্য নাই, বরং হিংসা, শ্রেণী সংগ্রাম,—অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা, বয়কট, হর্তাল প্রভৃতি তাহাদের পরিগৃহীত ধর্মমতের অনিবার্য সংস্কার। ইউরোপ ও আমেরিকার জীবনাদর্শ যদি পাকিস্তানের মনঃপুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত জীবনাদর্শের অভিশাপ ও বিষাক্ত পরিণতির জন্যও সমগ্র জাতির সংগে আমাদের নেতৃবৃন্দকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

মরক্কোর জিহাদ,

উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত মরক্কো ৮৫ লক্ষ মুছ্‌লিম অধ্যুষিত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। নামে মুছ্‌লিম—রাজ্য হইলেও ইহার একাংশ স্পেনের আর অপরাংশ ফ্রান্সের কুক্ষিগত হইয়া রহিয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত মরক্কোর তদানীন্তন ছুলতান একটী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে মরক্কো ফরাসীর সংরক্ষিত ইলাকায় পরিগণিত হয়। বিগত ৩৮ বৎসর কাল হইতে মরক্কো ফরাসী সংরক্ষণের জোঙাল—হইতে উদ্‌ধার লাভ করার জন্য ক্রমাগত জিহাদ চালাইয়া আসিতেছে। ফয়েজ, ছিবাত ও কাছাব্লাংকার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মরক্কোর মুছলমানগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের—পরিচয় দিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা চিরজাগ্রত থাকিবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষ মরক্কোকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বয়ং ছুলতানের সহিত সাক্ষাত করিয়া নিজস্বভাবে এই প্রতিশ্রুতি দেন। যুদ্ধের পর মরক্কোবাসীরা স্বাভাবিকভাবে তাহাদের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করার দাবী জানান কিন্তু—কার্যসিদ্ধির পর ইউরোপীয় রাজনীতির সনাতন নিয়ম অনুসারে প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে ফ্রান্স মরক্কোর উপর তাহার প্রভুত্বকে কায়েমী করার উদ্দেশ্যে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। গত বৎসর ফরাসী সরকার মরক্কোর ছুলতান ছৈয়েদ মোহাম্মদ বিনে ইউছুফকে প্যারিসে আমন্ত্রিত করিয়া রাজোচিত আড়ম্বরে—সম্বর্ধিত করেন, কিন্তু ফরাসীর সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াযায়। ছুলতান ফরাসীর প্রস্তাবিত তথাকথিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাসন সংস্কারের সমুদয় পরিকল্পনা অস্বীকার করেন এবং মরক্কোর গণ-আন্দোলনের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ইছ্‌তিক্‌লাল পার্টির নির্দেশ মত মরক্কোর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর উপর দৃঢ় থাকেন। আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ছুলতান প্রত্যাবর্তন করেন, স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠে। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ছুলতানকে তাঁহার প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে নানারূপ নির্দেশ দিবার জন্য বাধ্য করা হইতেছে। ছুলতানের মন্ত্রীসভা ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মরক্কোবাসীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করা হইয়াছে। রীফ-শার্দুল গাযী আবদুল করিম মরক্কোর ছুলতানকে ফরাসী স্বৈরাচারের হস্ত হইতে উদ্‌ধার করিবার জন্য আরব সাম্রাজ্যসমূহের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, আরব লীগের সেক্রেটারী আয্‌যাম পাশা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফরাসী তাহার অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ নাকরিলে পাকিস্তান অথবা মিছরকে স্বস্তি-পরিষদে মরক্কোর স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

মরক্কোর আযাদী সংগ্রামে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে ইছ্‌লাম জগত পশ্চাদবর্তী হইবেনা, কিন্তু যে বাস্তব সাহায্য দ্বারা মরক্কোর স্বাধীনতাস্বপ্ন সার্থক হইতে পারে, সেরূপ সক্রিয় ক্ষমতা দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ মুছলিম জগতের কোন রাষ্ট্রেরই নাই—আর শান্তিপরিষদ বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিলে ফরাসীর স্বার্থের প্রতিকূল কোন কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বস্তিপরিষদের পক্ষে সুদূর পরাহত। একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই মরক্কোর মুছলমানদিগকে জয়যুক্ত করিতে সমর্থ,—আমরা মরক্কো-জিহাদে ইছ্‌লামের বিজয়লাভের জন্য সকল মুছলমানকে আন্তরিক প্রার্থনা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

কাশ্‌মীর,

একদিকে স্বস্তিপরিষদ কাশ্‌মীর সমস্যার সমাধান কল্পে নূতন ছালিছ মনোনীত করার কথা আলোচনা করিতেছেন, অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারতীয় সৈন্য অচিরেই সমগ্র কাশ্‌মীর ও জম্মু রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিবে। স্বস্তিপরিষদ ১৯৪৮ সালের আগস্টে এবং ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে কাশ্‌মীরের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার অধিকার কাশ্‌মীরের অধিবাসীদের হস্তে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ করার ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। স্বস্তিপরিষদ ইহাও স্বীকার করেন যে, কাশ্‌মীর হইতে ভারতীয় ও পাকিস্তানী সৈন্যদল অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত—স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোট গণনার কার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। পাকিস্তান এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেও যে কোন কারণে হউক স্বস্তিপরিষদ ভারত কর্তৃক তাহার নির্দেশ প্রতিপালন করাইবার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করেন নাই, পক্ষান্তরে কমিশন ও আপোষকারীর দল প্রেরণ করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন আর মাসের পর মাস ঘোরাফেরা করিয়া এই সকল কমিশন ও আপোষকারী অবশেষে লেকসাক্সেসে ফিরিয়া গিয়া সৈন্য অপসারণ সম্বন্ধে পাকভারতের দৃষ্টিভংগীর—সামঞ্জস্য বিধানের ব্যর্থতা ঘোষণা করাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে সিকিউরিটি কাউন্‌সীলে পুনরায় যে প্রস্তাবের কল্পনা জল্পনা চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্যও কাশ্‌মীর সমস্যাকে ঝুলাইয়া রাখা ছাড়া যে আর কিছুই নয়, তাহা বুঝিতে কাহারো কষ্ট হওয়া উচিত নয়। স্বস্তিপরিষদ ভারতকে সৈন্য অপসারিত করার স্পষ্ট নির্দেশ দিতে অনিচ্ছুক, এমতাবস্থায় ছালিছ নিয়োগের সার্থকতা যে কি, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর! স্বস্তি পরিষদের এই দুর্বল ও দোরোখা নীতির ফলেই আজ ভারতের সুর সপ্তমে চড়িয়াছে, সে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছে, সে কাশ্‌মীর হইতে তাহার সৈন্য অপসারিত করিবেনা, নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ কালে কোন নিরপেক্ষ শক্তির সৈন্যদলকে সে কাশ্‌মীরে প্রবেশ করিতে দিবেনা। গোলাম কাশ্‌মীরীদের গণপরিষদ সে আহ্বান করিবেই আর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শেষ কথা, তাহার সৈন্যদল আযাদ কাশ্‌মীর অঞ্চল অস্ত্রবলে অধিকার করিয়া লইবে। পাকিস্তান ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর দিতে সমর্থ কিন্তু আমরা দিল্লী-চুক্তির মর্যাদা ভংগ করার পক্ষপাতি নই, আমরা পাক-রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকে শুধু ইহা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, ভারতের সমুদয় হুম্‌কী ও প্রতিশ্রুতি ভংগের প্রতিকারের জন্য আমাদিগকে কি কেবল স্বস্তিপরিষদের মুখ চাহিয়াই বসিয়া—থাকিতে হইবে?

নেদায়ে ইস্‌লাম,

ফুরফুরার বিখ্যাত পীর মরহুম মওলানা শাহ ছুফী আবুবক্‌র ছিদ্দিকী ছাহেবের স্মৃতি রূপে প্রকাশিত মাসিক পত্র। পূর্বে ইহা কলিকাতা হইতে—বাহির হইত, সম্প্রতি পাবনা হইতে ইহার পৌষ ও মাঘের যুগ্মসংখ্যা প্রকাশ লাভ করিয়াছে। আমরা—ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ফিক্‌হ ও তাছাউওফের তথ্যে সমৃদ্ধ পত্রিকার অভাব পূর্বপাকিস্তানে তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল, নিদায়ে ইছলামের সাহায্যে এই অভাব আংশিক ভাবে পূরণ করার—সংকল্প করা হইয়াছে। পত্রিকার কাগজ ও ছাপা সুন্দর, কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্যে ইহা বাহির হইয়াছে, তার জন্য অধিকতর সাধনা ও সুষ্ঠু সম্পাদনার আবশ্যক, আশা করি পরিচালকগণ ক্রমে ক্রমে ইহার সাহিত্যিক ও বৈষয়িক মান উন্নত করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা পত্রিকাখানির উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা—করিতেছি।

জমঈয়তে উলামায়ে ইছলাম,

কিন্তু নিদায়ে ইছলামের সম্পাদকীয় স্তম্ভে জমঈয়তে উলামায়ে ইছলামের রাজনীতি চর্চাকে যে ভাবে কটাক্ষ করা হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা জমঈয়তের সহিত সক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও সুখী হইতে পারি নাই। নীতিগত ভাবে ইছলামকে রাজ—নীতি হইতে পৃথক করিয়া রাখার পরামর্শকে আমরা ভ্রমাত্মক এবং মারাত্মক বলিয়া মনে করি। ইছলামের জানাযা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার মৎলবে ইউরোপের "ইছলাম দরদী" দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞগণ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে ইছলামের ব্যবচ্ছেদ ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রচার কার্য চালাইতেছেন, এই অপপ্রচারণায় উলামায়ে-ইছলাম সম্মোহিত হন—নাই। ফলে ইছলাম জগতের সর্বত্র উলামায়ে ইছলামরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের পতাকা এযাবৎ বহন করিয়া আসিয়াছেন। পাকভারতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটেনাই। দেশের মুক্তি আন্দোলনকে—বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই মরহুম শয়খুল হিন্দ মওলানা মহ্‌মুদুল হাছান ছাহেবের নেতৃত্বে জমঈয়তে উলামায় হিন্দ কায়েম হয়, ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমরা উহার কার্যকরী সংসদের সহিত যুক্ত ছিলাম, ইহারই শাখা স্বরূপ আনজুমানে উলামায়ে বাঙ্গালার মরহুম মওলানা মনিরুয্‌যমান ইছলামাবাদী ছাহেবের সম্পাদকতায় জমঈয়তে উলামায়েবঙ্গালার—আকারে রূপান্তরিত করা হয়। জয়েণ্ট সেক্রেটারী-রূপে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কিছুকাল ইহারও খিদ্‌মত করার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমরা ভালভাবেই জানি, ইছলামী রাজনীতির পথপ্রদর্শকরূপেই জমঈয়তের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহার এই আদর্শ হইতে জমঈয়ত কোনদিন বিচ্যুত হয়নাই। পাকিস্তান আন্দোলনকে সার্থক ও সবল করার জন্যই পাকিস্তানী আদর্শের অনুসারী উলামায় কিরাম মরহুম মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উছ্‌মানীর নেতৃত্বে জমঈয়তে উলামায়ে ইছলাম প্রতিষ্ঠিত—করেন এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করে। যাহাদের প্রচেষ্টায় ভারত উপমহাদেশের দুই প্রান্তে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইছলামীরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, হিন্দুস্তানের নির্দিষ্ট কোনস্থান হইতে প্রেরণা লাভ করার জন্য সেই জমঈয়তে উলামায় ইছলাম যাহাতে রাজনীতির চর্চা পরিহার করেন এরূপ পরামর্শকে আমরা কিছুতেই সৎপরামর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিনা। খুঁটিনাটি মতভেদ স্বত্বেও পূর্বপাকিস্তানের জমঈয়তে উলামায় ইছলাম পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইছলামী শাসনসংবিধান বলবৎ করার জন্য যে খিদ্‌মত আনজাম দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি।

www.ahlehadeethbd.org

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পছন্দসই বহি

এবং

নূতন সিলেবাসের যাবতীয়

পাঠ্যপুস্তকের

একত্র সমাবেশ কোথায়?

আরিফ বুক হাউস,

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

নয়াবাজার ঢাকা

পাইকারী ক্রেতাদের নিয়মিত হারে কমিশন দেওয়া হয়। ভি, পির জন্য সিকি মুল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়। সকলের সহানুভূতি কামনা করি।

পাকিস্তান আর্মারী

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, পাবনা।

প্রসিদ্ধ এবং বিশ্বস্ত অস্ত্র বিক্রেতা—

নানাপ্রকার বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল এবং গোলা বারুদ সুলভমূল্যে বিক্রয়ার্থে মোজুদ আছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

www.ahlehadeethbd.org